উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১ আশ্বিন ১৪৩০ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 19 September 2023 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

'যতই লড়াই থাক বিদেশে আমরা এক'

পাঁচের পাতায়

অশ্বীনের প্রত্যাবর্তন

বারোর পাতায়

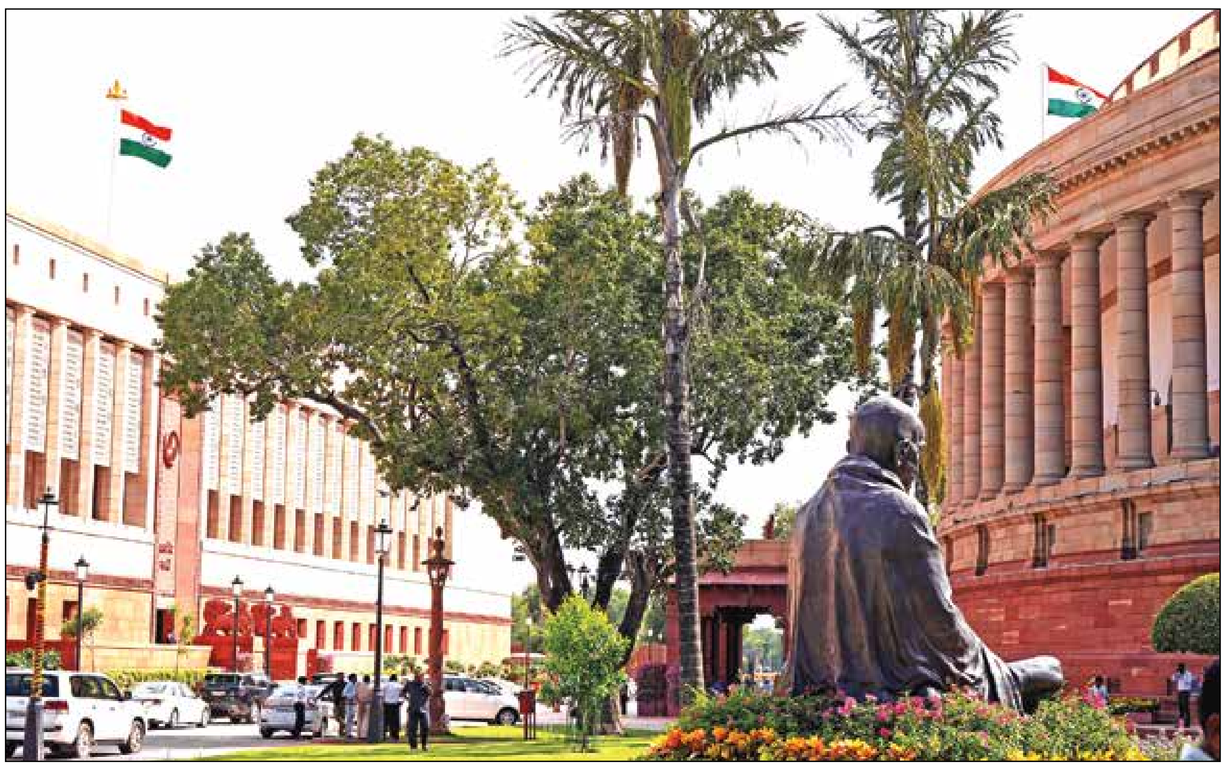

তোমার হল শুরু, আমার হল সারা... নতুন ও পুরাতন। ইতিহাস ও ভবিষ্যতের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে দুই সংসদ ভবন। নয়াদিল্লিতে। –এএফপি

নেহরু-বন্দনা মোদির মুখে

পুরোনো সংসদ ভবনের বিদায়বেলায় অন্যরূপে নমো

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর : অবিশ্বাস্যই বটে। যে কংগ্রেসকে কথায় কথায় এতদিন খোঁচা দিয়ে এসেছেন, সেই কংগ্রেস জমানারই কিনা প্রশংসা শোনা গেল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মুখে। সোমবার পুরোনো সংসদ ভবনকে বিদায় জানাতে গিয়ে মোদি যা বললেন, তাতে কার্যত বুক ভরে ওঠার কথা কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের।

বক্তব্যের শুরুতেই এদিন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং তাঁর মন্ত্রীসভার প্রশংসায় মুখর হন মোদি। এরপর একে একে লালবাহাদুর শাস্ত্রী, ইন্দিরা গান্ধি, মনমোহন সিংয়ের অবদানের কথা শোনা যায় তাঁর মুখে। যদিও একটিবারের জন্যও রাজীব গান্ধির নাম উল্লেখ করেননি তিনি।

নেহরু-স্তুতি করতে গিয়ে মোদি বলেন, 'দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী যেভাবে মধ্যরাতে ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির কথা ঘোষণা করেছিলেন তা প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে যাবে।' পাশাপাশি তিনি এও ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন, নেহরুর পথে চালিত ভারত এবার অস্তাচলে যাচ্ছে। তার জায়গায় উদয় হচ্ছে নরেন্দ্র মোদির নতুন ভারতের, যার উজ্জ্বলতম নিদর্শন হল নতুন সংসদ ভবন। মঙ্গলবার গণেশ চতুর্থী থেকেই নতুন সংসদ ভবনে অধিবেশন বসবে।

পুরোনো সংসদ ভবনের প্রায় ৮ দশকের দীর্ঘ ইতিহাস স্মরণ করেন তিনি। মোদির কথায়, 'নেহরুজির মধ্যরাতের বক্তৃতার অনুরণন আমাদের সবসময় অনুপ্রাণিত করবে। এই সেই কক্ষ যেখানে অটলবিহারী বাজপেয়ী বলেছিলেন, সরকার আসে, যায়। কিন্তু দেশ টিকে থাকে। রাজেন্দ্র প্রসাদ থেকে রামনাথ কোবিন্দ হয়ে দ্রৌপদী মুর্মু, এই সংসদ সবসময় তাঁদের দিশা পেয়েছে। এই সংসদ ভবন জওহরলাল নেহরু, লালবাহাদুর শাস্ত্রী থেকে অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং মনমোহন সিংয়ের জমানাও দেখেছে যাঁরা দেশকে দিশা দেখিয়েছিলেন। সংসদের অধিবেশন হয়তো নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হচ্ছে। এটি একটি আবেগঘন মুহূর্ত। কিন্তু এই ভবনটি আগামী প্রজন্মকে সবসময় অনুপ্রাণিত করে যাবে।'

এরপর দশের পাতায়

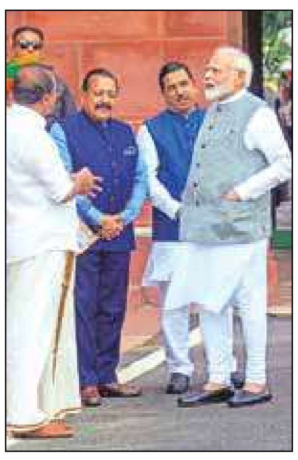

হালকা মেজাজে সতীর্থদের সঙ্গে।

> দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী যেভাবে মধ্যরাতে ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির কথা ঘোষণা করেছিলেন তা প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে যাবে।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

মেয়েকে নিয়ে পুজোয় শামিল

স্ত্রীকে খুন করে ঠাকুর দর্শন

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি আছে শিলিগুড়িতেই। সম্প্রতি অরবিন্দপল্লিতে এক প্রৌঢ়ার পাশাপাশি শহরের বাসিন্দা এক বার সিঙ্গারকে অন্য রাজ্যে নিয়ে গিয়ে খুন, ত্রিকোণ সম্পর্কের জেরে একজনকে কুয়োয় ফেলে মৃত্যুপথে ঠেলে দেওয়ার পর এই তালিকায় সাম্প্রতিক সংযোজন পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীকে রড দিয়ে পিটিয়ে খুন। তবে অবাক হওয়ার আরও আছে। খুনের ঘটনার পর ঠান্ডা মাথায় মেয়েকে নিয়ে স্বামীর বিশ্বকর্মাপুজোয় শামিল হওয়া। শেষপর্যন্ত অবশ্য অনুশোচনা তাকে গ্রাস করে। প্রতিবেশীদের ঘটনাটি জানানোর সূত্রে পুলিশ খবর পায়।

সোনালি কুণ্ডুকে খুনের অভিযোগে পুলিশ তাঁর স্বামী রাহুল কুণ্ডুকে গ্রেপ্তার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। সোমবার সকালে মাটিগাড়ার নারায়ণপল্লি এলাকার ঘটনা। আদতে বাংলাদেশের বাসিন্দা এই দম্পতি ছয় বছর ধরে ভারতে বসবাস করছিল। যে বাড়িতে খুনের ঘটনাটি ঘটে তারা সেখানে মাসখানেক আগেই ভাড়ায় এসেছিল। এডিসিপি সুভেন্দ্র কুমার বলেন, 'স্ত্রীকে খুন করেছে বলে ওই ব্যক্তি স্বীকার করেছে। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মঙ্গলবার তাকে আদালতে পাঠানো হবে।'

স্ত্রীর পরকীয়া সম্পর্ক রয়েছে বলে রাহুলের বেশ কিছুদিন ধরেই সন্দেহ ছিল। এনিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই পরিবারে খুব সমস্যা চলছিল। রবিবার রাত ১২টার পর থেকে দুজনের মধ্যে ফের ঝামেলা শুরু হয়। কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি। আট বছরের মেয়ের সামনেই দুজনের মধ্যে গণ্ডগোল চলছিল। রাত আড়াইটা নাগাদ রাহুল রড দিয়ে স্ত্রীর মাথায় আঘাত করলে সোনালি ঘটনাস্থলেই মারা যান। ক্ষতস্থান দিয়ে অঝোরে রক্ত ঝরছিল। তা ঠেকাতে রাহুল পলিব্যাগ দিয়ে স্ত্রীর মাথা মুড়ে দেওয়ার পাশাপাশি মাথা উঁচু করে নীচে একটি গামলা পেতে দেয়। এভাবেই গোটা রাতটা কেটে যায়। সকাল ৭টা নাগাদ সে ঘরে তালা দিয়ে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্বকর্মাপুজো দেখতে বেরিয়ে পড়ে। বিভিন্ন এলাকা ঘুরে বেড়ায়।

ওই ব্যক্তি এক কাঠের কারখানার কর্মী। ওই কারখানাতেও এদিন বিশ্বকর্মাপুজো চলছিল। মেয়েকে নিয়ে সেই পুজোয় অংশ নিয়ে বেলা ১টা নাগাদ রাহুল বাড়ি ফেরে। এরপরই তার মধ্যে একটু একটু করে অনুশোচনা দেখা দেয়। রাগের মাথায় সে স্ত্রীকে খুন করেছে বলে রাহুল তার প্রতিবেশীকে জানায়। এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য ঘটনাটি জানতে পেরে পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে মাটিগাড়া থানার আইসি সমীর দেওসার নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে রাহুলকে হেপাজতে নেয়। পরে তাকে গ্রেপ্তার করে। দম্পতির মেয়েকে স্থানীয় এক বাসিন্দার বাড়িতে রাখা হয়েছে।

যে বাড়িতে খুনের ঘটনাটি ঘটেছে সেই বাড়ির আরেক ভাড়াটিয়া শুভ রায় বলেন, 'রবিবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ ওই দম্পতির সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। রাহুল যেখানে কাজ করে সেই কারখানা মালিকের বাড়িতে সোনালির সকালে খিচুড়ি রান্না করতে যাওয়ার কথা ছিল। এদিন সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ রাহুলের সঙ্গে আমার কথাও হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্ত্রীকে নিয়ে সে ওই কারখানা মালিকের বাড়িতে যাবে বলে রাহুল জানিয়েছিল।' সকাল ৭টা নাগাদ শুভ রাহুলদের ঘরে তালা ঝুলতে দেখেন। বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ শুভর স্ত্রী সোনালির ফোনে ফোন করেন। সোনালি খিচুড়ি রান্না করছেন বলে সেই সময় রাহুল তাঁকে জানায়। বেলা ১টা নাগাদ বাড়ি ফেরে এসে রাহুল শুভর কাছে গোটা ঘটনাটি স্বীকার করে নেয়। শুভই পঞ্চায়েত সদস্য ও পুলিশে খবর দেন। রাহুলের প্রতিবেশীর কথায়, 'এমন কোনও ঘটনা যে ঘটতে পারে তা আমি ভাবতেও পারছি না।'

এই ঘরেই স্ত্রীকে খুন করেছিল রাহুল। ঘরে তালা ঝোলাচ্ছে পুলিশ। সোমবার।

রাগের বশে

- পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীর মাথায় আঘাত করে খুন স্বামীর
- রক্ত পড়া বন্ধ করতে মাথার নীচে গামলা পেতে দেওয়া
- পরে সকালে শিশুকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে তার ঠাকুর দর্শন
- অনুশোচনার জেরে পরে প্রতিবেশীকে সব বলা, গ্রেপ্তার

বিশ্বকর্মার বাহনের আরাধনা। ধূপঝোরার গাছবাড়িতে। সোমবার। ছবি : রহিদুল ইসলাম

কথায় কথায়

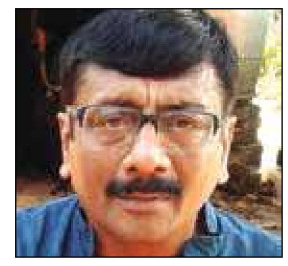

রাহুলকে আর পাপ্পু বলছে না বিজেপি

আশিস ঘোষ

গুগলে 'পাপ্পু' লিখে সার্চ করলেই শুধু যে রাহুল গান্ধির নামই ভেসে উঠবে না, সেইসঙ্গে জানিয়ে দেবে তাঁকে নিয়ে নানারকম সংবাদভাষ্য টীকাটিপ্পনী। এমনকি ১৯ জুলাই তাঁর জন্মদিনটিকে নেটিজেনরা যে মশকরা করে 'বিশ্ব পাপ্পু দিবস' বলেও দাগিয়ে রেখেছে, জানিয়ে দেবে সেকথাও।

পাপ্পু মানে কম বুদ্ধির বোকাসোকা একজন, যে কম বোঝে, তার কথাবার্তাও হাসির খোরাক। এই ইমেজেই রাহুলকে বেঁধে ফেলেছিল বিজেপির শক্তিশালী প্রচারতন্ত্র। তাঁর নিজস্ব কোনও যোগ্যতা নেই। গান্ধি পরিবারে জন্ম বলেই পারিবারিক সূত্রে তিনি নেতা। তিনি মোটেই সিরিয়াস নন। হঠাৎ হঠাৎ তিনি উধাও হয়ে যান। কোনও খোঁজখবর মেলে না। এমনকি, নিজের দলের নেতারাও তাঁর হদিস দিতে পারেন না। কংগ্রেসের সভাপতি হয়েও দল হারার পর তিনি সরে যান। দায়িত্ব নেওয়ায় নিতান্ত অনিচ্ছুক এক প্রাপ্তবয়স্ক বালক, এমন একটা ছবি তৈরি করা হয়েছিল তাঁর।

কে প্রথম রাহুলকে পাপ্পু নামে ডেকেছিল তার স্পষ্ট সন্ধান না থাকলেও অনেকে বলেন আপের নেতা কুমার বিশ্বাসই প্রথম এই কাজটি করেছিলেন। কুমার বিশ্বাস আমেথিতে রাহুলের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন, ২০১২ সালে এক জনসভায় পাপ্পু নাম প্রথম ব্যবহার করেন কুখ্যাত ধর্মগুরু আসারাম বাপু। তবে সে যাই হোক, আরএসএস-বিজেপি এই অভিধাটির ব্যাপক ব্যবহার শুরু করে ২০১৪ সালের ভোটে জেতার পর থেকেই। রাহুলকে তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ ধরে নিয়ে যে কাজটা তারা করতে শুরু করেছিল তা কোনও রাজনৈতিক আক্রমণ নয়, নিছক ব্যক্তিআক্রমণ।

নানারকম প্রচারে ময়দানে নামার আগেই অপর পক্ষকে ঘায়েল করার এই পন্থা রাজনীতিতে বেশ পুরোনো। একসময় রাহুলের ঠাকুমা ইন্দিরাকে কংগ্রেসের বৃদ্ধ নেতারা গুড়িয়া, গুঙি গুড়িয়া বলে ডাকতেন। পরে দলকে দু'ভাগ করে দলের সেই সিন্ডিকেটপন্থী বৃদ্ধদের কীভাবে ইতিহাসের পাতায় সেই গুঙি গুড়িয়াই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সেকথা সবার জানা। রাহুলের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা মোটামুটি একই। গোড়াতেই তাঁকে এলেবেলে বলে দাগিয়ে দাও। যাতে তাঁর বলা কথাগুলো অনায়াসেই গুরুত্বহীন করে দেওয়া যায়। প্রতিপক্ষকে শুরুতেই পাপ্পু বানিয়ে দিলে তার বলা কথাগুলো সহজেই উড়িয়ে দেওয়া যায়। এ কালে হোয়াটসঅ্যাপ, এক্স তো আছেই। সেখানে অষ্টপ্রহর রাহুলকে নিয়ে ঠাট্টাতামাশা চলছিল।

কিন্তু লক্ষ করে দেখবেন এখন গেরুয়া শিবির থেকে পাপ্পু বলাটা বন্ধ হয়েছে। বরং তাদের লক্ষ্য এখন রাহুলের বলা কথাগুলো। অনাস্থা প্রস্তাবের বিতর্কে রাহুল কী বলেন সেদিকে কান ছিল সকলের।

এরপর দশের পাতায়

সমবায় দুর্নীতির তদন্তে উত্তরে এল সিবিআই

শুভঙ্কর চক্রবর্তী ও জ্যোতি সরকার

আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : মহিলা ঋণদান সমবায় সমিতির ৫০ কোটির দুর্নীতির তদন্তে অবশেষে আলিপুরদুয়ারে হানা দিল সিবিআই। আসার পরেই তাঁদের নির্দেশ ছাড়া দপ্তরের তালা খোলা যাবে না বলে প্রথম দিনই সমিতির ভাড়া নেওয়া বিল্ডিংয়ের মালিককে জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। সোমবার শহরের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে দুর্নীতি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করেন তাঁরা। জেরা করা হয় একাধিক ব্যক্তিকে। ঘুরে ঘুরে নিজেদের মোবাইলে বেশ কয়েকজন অভিযুক্তের বাড়ির ছবিও তোলেন গোয়েন্দারা। সিবিআই সূত্রের খবর, সপ্তাহখানেকের মধ্যেই তদন্তে শহরে ঢুকবেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরাও।

প্রথম দিন সিবিআই হানাতেই শহরজুড়ে তোলপাড়। কার কার বাড়ির ছবি তুললেন, গোয়েন্দারা কোথায় গেলেন, কাদের সঙ্গে কথা বললেন তা নিয়েই যত চর্চা আলিপুরদুয়ারজুড়ে। আলিপুরদুয়ারে যখন সিবিআইয়ের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে তখন সমবায় দুর্নীতি মামলায় বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের রাজ্য সরকারকে করা পাঁচ লক্ষ টাকা আর্থিক জরিমানার নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিল জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ। আর মামলার তদন্ত কার হাতে থাকবে, সেবিষয়ে মঙ্গলবার শুনানি হবে।

এদিন বেলা বারোটা নাগাদ একটি গাড়িতে সিবিআইয়ের তিন সদস্যের একটি দল আলিপুরদুয়ারে ঢোকে। প্রথমেই তারা যায় জেলা আদালতে। সেখানে সরকারি আইনজীবীর কাছ থেকে মামলার যাবতীয় নথি সংগ্রহ করে। মামলার খুঁটিনাটি নানা তথ্যও জেনে নেন গোয়েন্দারা। সেখান থেকে বেরিয়ে সিবিআই আধিকারিকরা সোজা চলে যান দুর্নীতি নিয়ে প্রথম থানায় যিনি অভিযোগ জানিয়েছিলেন,

এরপর দশের পাতায়

পৃথক প্রশাসনিক ব্যবস্থার দাবি

সংযুক্ত ওয়ার্ডের স্বার্থে রাজ্যে দরবার তৃণমূলের

শিলিগুড়ির সেবক রোড। প্রশাসনিক দিক থেকে জলপাইগুড়ি জেলার অংশ।

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : প্রশাসনিক তরফে একাধিকবার জলপাইগুড়ি জেলার অধীনে থাকা শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৪টি ওয়ার্ডকে দার্জিলিংয়ের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব গিয়েছে। এই ১৪টি ওয়ার্ডের জন্য আলাদা প্রশাসনিক ব্যবস্থা করা যায় কি না সেই বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে কাজ কিছুই হয়নি। এবার রাজনৈতিকভাবে এই প্রস্তাব পাঠাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ অবশ্য বলেছেন, '১৪টি ওয়ার্ডের মানুষকে ৪০-৪৫ কিলোমিটার দূরে জলপাইগুড়ি সদরে যেতে হয়। ফলে মানুষের সমস্যার শেষ নেই। তাই জেলায় অন্তর্ভুক্তি নয়, এই ১৪টি ওয়ার্ডের মানুষের সমস্যার কথা মাথায় রেখে তাঁদের জন্য পৃথক প্রশাসনিক ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হচ্ছে।'

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৩১-৪৪ এই ১৪টি ওয়ার্ড জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত। দুই লক্ষাধিক মানুষের বসবাস এই অঞ্চলে। শিলিগুড়ি শহরের মধ্যে থাকলেও প্রশাসনিক সমস্ত কাজেই এই এলাকার বাসিন্দাদের ৪৫ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে জলপাইগুড়ি যেতে হয়। দীর্ঘদিন ধরেই এই ১৪টি ওয়ার্ডকে হয় দার্জিলিং জেলার সঙ্গে যুক্ত করার বা এই অঞ্চলের জন্য পৃথক প্রশাসনিক ব্যবস্থার দাবি উঠেছে। শুধু তাই নয়, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের অধীনে থাকা ভক্তিনগর এবং নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) থানা এবং এই দুটি থানার অধীনে থাকা ফাঁড়িগুলি বিভিন্ন ঘটনায় যাদের গ্রেপ্তার করে তাদের জলপাইগুড়ি আদালতে তুলতে হয়। ফলে সাধারণ মানুষকেও মামলার কাজে জলপাইগুড়ি আদালতেই যেতে হয়।

এরপর দশের পাতায়

সমস্যার গভীরে

- শিলিগুড়ির পুরনিগমের ৩১-৪৪ নম্বর ওয়ার্ড জলপাইগুড়ি জেলার অংশ
- এই সংযোজিত ওয়ার্ডগুলিতে ২ লক্ষেরও বেশি মানুষের বাস
- প্রশাসনিক যে কোনও কাজে তাঁদের ৪৫ কিমি দূরে জলপাইগুড়ি যেতে হয়

বিচারপতি কড়া হতেই নিয়োগ অনামিকাকে

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ির অনামিকা রায়কে চার মাস পরেও নিয়োগপত্র না দেওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে কড়া ভর্ৎসনা করলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। আর এই ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওয়েবসাইটে পর্ষদ জানিয়ে দেয়, আগামী বুধবার অনামিকা রায়কে নিয়োগপত্র দেওয়া হবে। নিয়োগপত্র নিতে মঙ্গলবার রাতের ট্রেনে কলকাতা যাচ্ছেন অনামিকা।

উল্লেখ্য, স্কুল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশমতো আমবাড়ি হরিহর হাইস্কুলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দেওয়ার কথা থাকলেও এখনও অনামিকাকে নিয়োগপত্র দেয়নি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এনিয়ে আদালতে আবেদন করেছিলেন অনামিকা। গত শুক্রবার সেই আবেদনের প্রথম শুনানিতে পর্ষদের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সোমবার হাইকোর্টে এই বিষয়ে বিশেষ শুনানি হবে বলে সেদিনই তিনি জানিয়ে দেন। সেইমতো এদিন শুনানির শুরুতেই বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় পর্ষদের প্রতিনিধির কাছে জানতে চান, কেন এখনও পর্যন্ত অনামিকা রায়কে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়নি। সেখানে পর্ষদের আইনজীবী হাইকোর্টে জানান, পুলিশ ভেরিফিকেশন না হওয়ার কারণে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়নি। বিচারপতি বলেন, 'এটা তো কোনও জঙ্গির পুলিশ ভেরিফিকেশন হচ্ছে না,

এরপর দশের পাতায়

ভোরের আলোয় কাচের বইঘর

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : ঝাঁ চকচকে এক কাচের ঘর। ভিতরে মৃদু আলো, বাতাস শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। এমন একটা জায়গায় যদি হঠাৎ করেই আপনার হাতে এসে যায় চাঁদে টিনটিন বা ফেলুদার গ্যাংটকে গণ্ডগোল, কী করবেন? হলফ করে বলা যায়, শেষ না করে আপনি উঠতেই পারবেন না। সেখানে বসেই গোগ্রাসে বইগুলি গিলবেন। এমনটা নয় যে টিনটিন বা ফেলুদার বই পেলে কেউ তা না পড়ে দূরে সরিয়ে রাখে। কিন্তু আজকের ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপের দাপটের সময়টায় আমাদের মনোযোগের অনেকটাই অভাব। আর এখানটাতেই অভিনব এই কাচের ঘরটি বাজিমাত করতে পারে। টিনটিন আর ফেলুদা তো বটেই, নিছক প্রবন্ধের বইও এখানে পাঠকদের কাছে অনেকটাই কাছের হয়ে ওঠার সুযোগ পাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। গজলডোবার ভোরের আলোয় খুব তাড়াতাড়িই অভিনব এই 'রিডিং কিয়স্ক' শুরু হচ্ছে। পুজোর আগে আরও সরকারি উপহার আছে। মিউজিক থেরাপি হিসেবে তাড়াতাড়ি লাইট অ্যান্ড সাউন্ড পরিষেবাও এখানে শুরু হতে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব সাধের প্রকল্প এই 'ভোরের আলো'। নতুন এই সমস্ত পরিষেবার সুবাদে জায়গাটি পর্যটকদের পাশাপাশি আশপাশের এলাকাগুলিতেও বিপুল জনপ্রিয় হয়ে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে।

জলপাইগুড়ির সদ্য প্রাক্তন জেলা শাসক মৌমিতা গোদারা বসু গত দুই বছর ধরে এই প্রকল্পগুলির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিলেন। লোকসভা ভোটের লক্ষ্যে সম্প্রতি রাজ্যজুড়ে জেলা শাসকদের বদলির তালিকায় তাঁরও নাম রয়েছে। তাই তাঁর হাত দিয়ে ভোরের আলোর এই পরিষেবাগুলি শুরু হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না। মৌমিতার অবশ্য এজন্য মোটেও মন খারাপ নয়। তাঁর কথায়, 'রিডিং কিয়স্ক তো বটেই, মিউজিক থেরাপির বিষয়টিও সবার কাছে অনন্য হয়ে উঠবে বলেই আমার বিশ্বাস। এগুলি যখন চালু হবে তখন আমি এখানে থাকব না, তবে আমার শুভেচ্ছা কিন্তু সবসময়ই থাকবে।' নতুন জেলা শাসক শামা পারভিন সোমবারই দায়িত্বভার নিয়েছেন। নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় এদিন তিনি এবিষয়ে কথা বলতে পারেননি। অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) বিবেক ভাসমে অবশ্য বলেন,

এরপর দশের পাতায়

এই কাচের ঘরে বসেই মিলবে নিভৃতে বই পড়ার সুযোগ। –সংবাদচিত্র

• অনটনকে পিছনে ফেললেন পূর্ণিমারা • বয়সকে হারালেন প্রলয়

নেটবল খেলতে হরিয়ানায় ৩ ছাত্রী

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : সদ্য কলেজে ভর্তি হওয়া পূর্ণিমা বর্মন যে জাতীয় স্তরে নেটবল খেলার সুযোগ পেয়েছেন তা যেন বিশ্বাসই করতে পারছেন না বাবা মনোরঞ্জন বর্মন। পেশায় কৃষক মনোরঞ্জন ভেবেছিলেন কলেজে পড়াতে পড়াতে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেবেন। কিন্তু খেলার জগতে এভাবে মেয়ে এগিয়ে যাওয়ায় এখন সন্তানের বিয়ের কথা আর ভাবছেন না। বরং মেয়ের জন্যই গর্বিত তিনি। একইভাবে গর্ববোধ করছেন বাসনার বাবা কমল বিশ্বাস ও মল্লিকার বাবা পতনেশ্বর বিশ্বাসও। তাঁরাও পেশায় কৃষক। সম্প্রতি কলকাতায় ট্রায়ালের মাধ্যমে রাজ্য টিমের হয়ে জাতীয় স্তরে নেটবল খেলার সুযোগ পেয়েছেন আলিপুরদুয়ারের তিন কলেজ ছাত্রী। তিন কন্যার বাড়ি পলাশবাড়ি। সোমবার তিনজনই হরিয়ানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন।

১২ জন কলেজ ছাত্রী আলিপুরদুয়ার হয়ে কলকাতায় রাজ্য স্তরের নেটবল খেলতে যান। সেমিফাইনালে আলিপুরদুয়ারের টিম হেরে যায়। তারপর জাতীয় স্তরে খেলার জন্য রাজ্য টিম বাছাই করার প্রক্রিয়ায় পলাশবাড়ির তিন কলেজ ছাত্রী মনোনীত হন। আগামী ২০ সেপ্টেম্বর থেকে হরিয়ানায় পড়াতে পড়াতে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার কথা কিছুদিন আগেও ভেবেছিলাম। কিন্তু নেটবল খেলায় এই সুযোগ মেলায় এখন আর বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছি না। খেলার জগতে মেয়ে সাফল্য অর্জন করুক, এটাই আমার প্রার্থনা।' মল্লিকার বাবা পতনেশ্বর বর্মনেরও একই বক্তব্য।

জাতীয় স্তরে খেলতে যাচ্ছেন পলাশবাড়ির তিন কলেজ ছাত্রী। সোমবার।

জাতীয় স্তরে নেটবলে খেলতে যাওয়া অবশ্য এবারই প্রথম নয়। গত বছর সাব-জুনিয়ার বিভাগে পলাশবাড়ির ১১ জন স্কুল পড়ুয়া জাতীয় স্তরে নেটবল খেলতে গিয়েছিল। চ্যাম্পিয়ন অবশ্য হতে পারেনি। তবে এবার যে তিনজন কলেজ ছাত্রী খেলতে গেলেন, তাঁরা খেলবেন মেয়েদের সিনিয়ার বিভাগে। আর এই তিনজন এবারই প্রথম জাতীয় স্তরে খেলার সুযোগ পেয়েছেন। গত ৭ সেপ্টেম্বর মেয়েদের সিনিয়ার বিভাগে পলাশবাড়ির শুরু হচ্ছে মেয়েদের সিনিয়ার বিভাগে জাতীয় স্তরের নেটবল খেলা। তাই এদিনই পলাশবাড়ির তিন কলেজ ছাত্রী আলিপুরদুয়ার হয়ে ট্রেনে চেপে পাড়ি দেন হরিয়ানার উদ্দেশ্যে। তিন ছাত্রীর সঙ্গে যান আলিপুরদুয়ার জেলা নেটবল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জীবন সরকার।তবে, এই সুযোগ মেলায় সব থেকে বেশি পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে তিন ছাত্রীর পরিবারে। তিন কন্যাই কৃষক পরিবারের। বাসনার বাবা কমল বিশ্বাস বললেন, 'কলেজে

জানা গেল, এই তিনজনই আলিপুরদুয়ার বিবেকানন্দ কলেজের ছাত্রী। তিনজনেরই বয়স ১৯। বিয়ের কথা ভাবছেন না তাঁরাও। পূর্ণিমা বর্মনের কথায়, 'কলেজে পড়ার পাশাপাশি এখন নেটবল খেলা নিয়েই ভাবি। আর এবার জাতীয় স্তরে খেলার সুযোগ মেলায় দারুণ ভালো লাগছে। রাজ্যের টিম হয়ে জাতীয় স্তরে নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব। তাই পরিবারের পাশাপাশি আমিও বিয়ের কথা এখনই ভাবছি না।' বাকি দুজন ছাত্রীরও একই বক্তব্য।

মালয়েশিয়ায় জোড়া পদক জেতার পর প্রলয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

জোড়া পদক বছর সত্তরের 'যুবক'-এর

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৮ সেপ্টেম্বর : বয়স সত্তর পেরিয়েছে। হাইজাম্পের অনুশীলন করতে গিয়ে পায়ে যথেষ্ট ব্যথা। সেই পা নিয়েই মালয়েশিয়ায় জোড়া পদক জিতে নিলেন কোচবিহারের প্রলয় বন্দ্যোপাধ্যায়। বয়স বাড়লেও নিজেকে এখনও 'যুবক' ভাবেন তিনি। তাই অবসর সময় বাড়িতে না কাটিয়ে খেলার মাঠে দাপিয়ে বেড়ান। প্রলয়বাবুর সাফল্যে উচ্ছ্বসিত কোচবিহারের ক্রীড়ামহল।

মালয়েশিয়া মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে শনি ও রবিবার মালওয়া ইউনিভার্সিটি স্টেডিয়ামে ৩৫তম আন্তর্জাতিক মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স মিট হয়। বিশ্বের দশটিরও বেশি দেশের প্রতিযোগীরা সেখানে অংশ নেন। প্রতিযোগিতায় ভারতের হয়ে অংশ নেওয়ার সুযোগ পান কোচবিহারের তিনজন। প্রলয়বাবুর পাশাপাশি চন্দন সেনগুপ্ত ও মমতা সেনগুপ্ত সুযোগ পান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অসুস্থতার জন্য বাকি দুজন প্রতিযোগিতায় নামতে পারেননি। শনিবার ৭০ ঊর্ধ্ব বিভাগে হাইজাম্পে রুপো ও লংজাম্পে ব্রোঞ্জ জিতে নেন প্রলয়বাবু। রবিবার ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে নামার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু তিনি পায়ে ব্যথার জন্য অংশ নিতে পারেননি। মালয়েশিয়া থেকে টেলিফোনে প্রলয়বাবু বললেন, 'প্রতিযোগিতায় নামার জন্য আগে থেকেই অনুশীলন করছিলাম। সেই সময় পায়ে চোট লাগে। শেষ সাতদিন অনুশীলন করতে পারিনি। নিয়মিত পায়ের চিকিৎসা চলেছে। আমার মোট চারটি ইভেন্টে নামার কথা ছিল। দুটি ইভেন্টে যোগ দিয়ে দুটিতেই পদক পেয়েছি। কিন্তু ব্যথা বাড়ায় দ্বিতীয় দিনের বাকি দুটি ইভেন্টে যোগ দিতে পারিনি। সম্পূর্ণ সুস্থ থাকলে নিশ্চিত সোনা জিততাম।'

কোচবিহার শহরের নতুন বাজার এলাকার বাসিন্দা প্রলয়বাবু স্কুলজীবন থেকেই খেলাধুলোর সঙ্গে যুক্ত। জেনকিন্স স্কুল ও এবিএন শীল কলেজে পড়াকালীন জেলা ও রাজ্য স্তরের নানা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন। ২০০৯ সালে কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর নতুন করে আবার খেলাধুলো শুরু করেন। নয়বার জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় সোনা জিতেছেন। ২০১৯ সালে বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিযোগিতায় চারটি সোনা পান। চলতি বছরের শুরুতে শ্রীলঙ্কায় ব্রোঞ্জ জিতেছেন। বয়স ৭০ পেরিয়ে গেলেও এখনই খেলাধুলো থেকে বিশ্রাম নিতে চান না প্রলয়বাবু। কোচবিহারে

> "শারীরিকভাবে ফিট থাকতে হলে নিয়ম মেনে চলতে হবে। নিয়মিত শরীরচর্চা ও নিয়ম মেনে খাবার খেলেই ফিট থাকা যাবে।
>
> – প্রলয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ফেরার পর আবার নিয়মিত প্রশিক্ষণ শুরু করবেন বলে তিনি জানিয়েছেন। ভবিষ্যতে আবারও আন্তর্জাতিক মঞ্চে খেলতে নামবেন। সেখান থেকে সোনা জিতে আনাই মূল লক্ষ্য। ৭০ পেরিয়ে যাওয়ার পরেও 'ফিট' থাকার কৌশল কী? প্রলয়বাবুর কথায়, 'শারীরিকভাবে ফিট থাকতে হলে নিয়ম মেনে চলতে হবে। নিয়মিত শরীরচর্চা ও নিয়ম মেনে খাবার খেলেই ফিট থাকা যাবে।'

ইয়ং জেনারেশনের একটি বড় অংশ যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় মগ্ন। তখন ৭০ ঊর্ধ্ব এক প্রতিযোগীর মালয়েশিয়া থেকে জোড়া পদক জিতে নেওয়ার ঘটনায় ক্রীড়ামহলে যথেষ্ট আলোড়ন ফেলেছে।

প্রতিদিন নিয়ম করে রাস্তা পরিষ্কার 'সাফাইকর্মী'র

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৮ সেপ্টেম্বর : প্রতিদিন ভোর হলেই তাঁর দেখা মেলে। লম্বা বাঁশের সঙ্গে বাঁধা একটি ঝাড়ু। যা কিনা সাফাইকর্মীদের হাতে থাকে। সেই লম্বা ঝাড়ু দিয়েই রাস্তা পরিষ্কার করতে থাকেন তিনি। তবে তিনি সাফাইকর্মী নন। তিনি বাগডোগরা ক্ষুদিরামপল্লির কমলদেও পান্ডে। ২০১৫ সাল থেকে বাগডোগরা চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলের গেটের সামনে, স্কুলের পূর্ব এবং উত্তর দিকের রাস্তা, ক্ষুদিরামপল্লির রাস্তা তিনি একাই নিজের হাতে পরিষ্কার করে চলছেন।

এই এলাকার যাঁরা প্রতিদিন প্রাতর্ভ্রমণে যান তাঁরা সকলেই বিষয়টি লক্ষ করেন। নিজের মতো করে লম্বা বাঁশের ঝাড়ু হাতে দিয়ে চলছেন। মুখে কোনও রা নেই। স্কুলের প্রধান গেটের সামনে এবং রাস্তায় পড়ে থাকা প্রতিটি গাছের পাতা, আবর্জনা ঝাড়ু দিয়ে জমা করে চলেছেন। পরে সেগুলিকে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছেন। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের আবর্জনাগুলি ঝাড়ু দিয়ে জমা করছেন, স্কুলের গেট থেকে এশিয়ান হাইওয়ে টু সড়ক পর্যন্ত গোটা এলাকা সাফসুতরো করে তবেই বাড়ি

নিজের কাজে ব্যস্ত কমলদেও পান্ডে।

ফেরেন। সুবোধলাল রায় নামে এক ব্যবসায়ী প্রতিদিন ভোরে বাগডোগরা স্টেশন মোড়ে দুধ বিক্রি করেন। তাঁর কথায়, 'ছটু (কমলদেও-এর ডাকনাম) দীর্ঘদিন থেকে দেখে আসছি প্রতিদিন ভোরে উঠে এলাকা পরিষ্কার করছেন। কোনও অলসতা নেই। বহুদিন দেখেছি ছটু যখন ঝাড়ু দিচ্ছেন, তখন এলাকার কোনও লোক এসে বাড়ির আবর্জনা প্লাস্টিকে ভরে ছটুর পাশেই ফেলে দিত। তবুও ওঁকে প্রতিবাদ করতে দেখিনি। সেই আবর্জবনাও ফেলে দিতে দেখেছি। নীরবে কাজ করে যান। ছটুকে দেখে মানুষের শেখা উচিত।'

বিনা পয়সার 'সাফাইকর্মী' কমলদেও পান্ডের কথায়, 'আমি ভারতীয় বায়ুসেনার মেডিকেল বিভাগে ফিজিওথেরাপিস্ট ছিলাম। ২০ বছর চাকরি করার পরে ভিআরএস নিয়েছি। আমি লক্ষ করতাম মানুষ যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলে পরিবেশ দূষিত করে রাখে। তখন ভাবতাম পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ছোট ঝাড়ুতে বেশিক্ষণ ঝাঁট দেওয়া যায় না। এর জন্য সাফাইকর্মীদের মতো বাঁশের সঙ্গে ঝাড়ু বেঁধে নিলাম।' বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের এই এলাকায় রাস্তা পরিষ্কার করতে কোনও সাফাইকর্মী নেই। এছাড়া সাধারণ মানুষ সচেতন নন। যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলে রাখেন। এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গেটের সামনেও আবর্জনা ফেলে রাখেন। প্রতিদিন নিয়ম করে সেই আবর্জনা সাফ করেন ছটু। তাঁর কথায়, 'আমি মানুষকে বলতে চাই সবাই যদি কিছুটা সময় ব্যয় করে নিজের বাড়ির সামনে এবং চারপাশ পরিষ্কার রাখেন তাহলে সুন্দর পরিবেশ তৈরি হবে।'

উত্তরবঙ্গ সংবাদের অফিসে বিশ্বকর্মাপুজো। সোমবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

রিসাইকেল করে গরিবদের জন্য সাবান সমীরের

আহমেদাবাদ, ১৮ সেপ্টেম্বর : ধনীদের বহু জিনিস অপচয় হয়। আর সেই জিনিস দিয়ে কিন্তু গরিবদের প্রয়োজন মেটে। এমনই এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন গুজরাটের সমীর লাখানি। বড় বড় হোটেলে ফেলে দেওয়া বা অব্যবহৃত সাবান দিয়ে তৈরি করছেন গরিবদের জন্য সাবান।

এক গ্রামীণ অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে একদিন সমীর দেখেছিলেন, এক মা তাঁর শিশুসন্তানকে স্নান করাচ্ছেন ডিটারজেন্ট দিয়ে। ছবিটা দেখে তাঁর খটকা লাগে। খোঁজ নিয়ে জানেন, ওই মহিলার সাবান কেনার সামর্থ্য নেই। তাই ডিটারজেন্টই ভরসা। আরও একটু খোঁজখবর করে তিনি জানতে পারেন, এরকম দেশগুলিতে মাত্র এক শতাংশ মানুষই স্নানের সময় ব্যবহারের জন্য সাবান কিনতে পারেন। বাকিরা অন্য কিছু দিয়েই কাজ চালান। তাতে নানা অসুখবিসুখের সম্ভাবনা থেকেই যায়। কিন্তু উপায় কী! ভাবতে ভাবতে এই সমস্যা সমাধানে পথ পেয়ে যান তিনি। খেয়াল করে দেখেন, বড় বড় হোটেলে অতিথিদের সাবান

ইকো সোপ ব্যাংক তৈরি

দেওয়া হয়। বেশিরভাগই অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। কোনও ক্ষেত্রে অবশ্য আংশিক ব্যবহারের পর তা ফেলে দেওয়া হয়। এই অপচয়কেই কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন তিনি। শুরু করেন এই ধরনের সাবান সংগ্রহের কাজ।

এর জন্য তাঁকে পরিশ্রম করতে হয়েছে বটে, তবে কাজটি দুরূহ ছিল না। হাতে পাওয়া সাবান এবার তিনি রিসাইকেল করা শুরু করেন। ব্যবহৃত সাবানগুলিকে বিশেষ জীবাণুনাশক পদ্ধতিতে পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী করে তোলেন। তারপর তা বিলি করতে শুরু করেন গরিবদের মধ্যে। স্নানের সময় হাতে একটা সাবান পেয়ে হাসি ফুটে ওঠে তাঁদের মুখে।

ধীরে ধীরে নিজের এই কাজের পরিধি বাড়াতে থাকেন সমীর। তৈরি করেন ইকো সোপ ব্যাংক। প্রায় ৯ বছর ধরে এই কাজ করে চলেছেন তিনি, যার স্বীকৃতি যেমন মিলেছে দেশের মাটিতে, তেমন প্রশংসা এসেছে বিদেশ থেকেও। গ্রামীণ মহিলাদের রোজগারের বন্দোবস্ত করে দিতেও নতুন উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। সমীরের এই কাজ যেন সমাজের প্রতি তুলে রাখা এক বিশেষ বার্তাও। একদিকের অপচয় দিয়েই অন্যদিকের অভাব মেটানো যায়, হাসি ফোটানো যায় বহু মানুষের মুখে, চিরন্তন সেই সত্যিটিই তো সকলের সামনে নতুন করে তুলে ধরেছেন সমীর।

মাদুর বিক্রির ফাঁকে গান-কবিতা দাদুর

বসিরহাট, ১৮ সেপ্টেম্বর : বয়স ৭৭ বছর। পেশায় ফেরিওয়ালা। কিন্তু শুধু ফেরিওয়ালা বললে ভুল হবে। ফেরি করার ফাঁকেই তিনি কবিতা শোনান। গানও গান। এমনকি প্রয়োজনে পড়ুয়াদের ইংরেজি পাঠও দেন। তিনি বসিরহাটের আজব 'মাদুর দাদু'। এই বয়সেও সকাল হলে স্নান-খাওয়া সেরে মাথায় মাদুরের বোঝা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন ৭৭ বছরের বৃদ্ধ। পরনে হালকা সাদা কাপড়ের ধুতি-পাঞ্জাবি মাথায় গামছা দিয়ে তৈরি পাগড়ি হাতে একটি লাঠি। ব্যাস! এভাবেই বসিরহাট মহকুমার বিভিন্ন গ্রামগঞ্জে হেঁটেই বেরিয়ে পড়েন তিনি।

বসিরহাটের অলিগলি থেকে গ্রামগঞ্জে অনেকেই মাথায় মাদুরের ঝাঁকা নিয়ে হেঁটে চলা এই বৃদ্ধকে চিনবেন। বসিরহাটের মাটিয়া থানার নেহালপুরের এই বৃদ্ধের নাম গোলকবিহারি দাস। পরিবার বলতে তেমন কেউ নেই। তবুও নিজের পেট চালাতে কিলোমিটারের পর কিলোমিটার পায়ে হেঁটে গ্রামে গ্রামে ফেরি করে বেড়ান। স্থানীয় একটি দোকান থেকে মাদুর কিনে সেগুলি ফেরি করে বিক্রি করে কোনওরকমে জীবনযাপন করেন গোলক। ফেরি করার মাঝে যুবক থেকে কিশোরদের গান-কবিতা শোনান। আবার স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পেলে মাধ্যমিকে প্রথম বিভাগে পাশ করা এই দাদু মাঝে মাঝে ইংরেজির বেসিক পাঠ দিতে ভোলেন না। তবে গ্রামে মাদুর নিয়ে ফেরি করতে ঢুকলেই গ্রামের ছেলেমেয়েরা তাঁকে ছেকে ধরেন। 'মাদুর দাদু'র কাছে গান-কবিতা শোনার আবদার করে। মাদুর কেনা হোক না হোক কিশোর থেকে যুবকরা 'মাদুর দাদু'র থেকে কবিতা কিংবা গল্প না শুনে তাঁকে যেতেই দেবেন না। আর হাসিমুখে সবার আবদার মেটান গোলকবিহারি।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ABRIDGED SHORT TENDER NOTICE

Short Notice Inviting Tender No. WBIW/EE/SLGID/SNIT-04/2023-24 OF Executive Engineer, Siliguri Irrigation Division, Siliguri

Sealed Tenders in prescribed form are invited by the Executive Engineer, Siliguri Irrigation Division on behalf of Governor of W.B. from Bonafide Outsiders having sufficient credential & Financial capacity of similar nature of work within the last 5 (five) years, for execution of 2 (two) nos. of works under Siliguri Irrigation Division.

Note :

i) Last date of application for issue of Tender Paper : 21/09/2023 (upto 03:00 P.M.)
ii) Last date for issue of Tender Documents : 22/09/2023 (upto 03:00 P.M.)
iii) Last date & time for dropping of Tender Paper : 25/09/2023 (upto 03:00 P.M.)
iv) Date of time of opening of Tender Paper : 25/09/2023 (After 03:30 P.M.)

Other details in connection with this S.N.I.T. may be seen from the Office of the undersigned on any working day during office hours. Or from the website www.wbiwd.gov.in

Sd/-
Executive Engineer
Siliguri Irrigation Division
26, Nabinsen Road, Mahanandapara
P.O. Siliguri, Dist. Darjeeling

Govt. of West Bengal
Office of the District Magistrate, Jalpaiguri
(Planning Section)

e-tender is invited by the District Magistrate, Jalpaiguri, online Unit rate/Two Bid system at https//wbtenders.gov. in for the following work.

NIT No-590/PLAN/JAL/2023 dated 13/09/2023

Name of the Work:

1 Supply & installation of one Xerox (copier) machine and buyback of two old non-functional Copiers machine (Xerox-WC5325 and Altalink B8045) at Planning Section, Office of the District Magistrate, Jalpaiguri.

Tender-ID- 2023_DSE_570054_1

Corrigendum Title : SOME CHANGES OF THE SCHEME NAME. "Supply & Installation of one Xerox (copier) machine and buyback of one old non-functional Copier machine (Xerox-WC5325) at Planning Section, Office of the District Magistrate, Jalpaiguri."

2) Supply and installation of one plotter (multifunctional printer)

Tender-ID - 2023_DSE_570054_2

Earnest Money : 2% on the basis of quoted rate.
Period of completion : 30 days

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, PWD, Cob. Divn. invites online e-tender (e-NIT 19). Tender Id: 2023_WBPWD_568011_1, 2023_WBPWD_568011_2 & 2023_WBPWD_568011_3. Bid submission start date: 16.09.2023. Bid submission closing date: 23.09.2023. Downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- EE, PWD, COB. DIVN. ICA-T19338(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Buxa Tiger Reserve West
Alipurduar Court, PIN-736122
e-TENDER NOTICE
No. 01/BTRW/CSS-CL/2023-24
Bonafide agencies/ contractors eligible for participating are requested to visit the website www.wbtenders.gov.in from 15.09.23 regarding e-Tender Notice No. 01/BTRW/CSS-CL/2023-24 for supply of Camera Trap Battery. Last Date: 27.09.23. Sd/- Deputy Field Director, Buxa Tiger Reserve (West)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Buxa Tiger Reserve West
Alipurduar Court, PIN-736122
e-TENDER NOTICE
No. 02/BTRW/CSS-CL/2023-24
Bonafide agencies/ contractors eligible for participating are requested to visit the website www.wbtenders.gov.in from 15.09.23 regarding e-Tender Notice No. 02/BTRW/CSS-CL/2023-24 for Supply of Trap Camera. Last Date: 09.10.23. Sd/- Deputy Field Director, Buxa Tiger Reserve (West)ICA-T19280(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender ID- 2023_WBPWD_567018_1
AE, PWD, Siliguri Electrical Sub-Division-II, invites Online tender for the work of (1) SITC of Packaged Air Conditioner Machine for Female Medical Ward Extension Building within campus of North Bengal Medical College and Hospital, Sushrutanagar, Dist-Darjeeling. (Electrical Work) -- E.I work. (2) Bid Submission start date: 13.09.2023 at 10:00 Hrs. Bid Submission closing date: 22.09.2023 at 12:30 Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ/NIT documents may be downloaded from: www.wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, Siliguri Electrical Sub Division-II ICA-T19329(1)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender ID- 2023_WBPWD_567909_1
AE, PWD, Siliguri Electrical Sub-Division-II, invites Online tender for the work of (1) SITC of Packaged Air Conditioner machine for Blood Donor room, Blood Collection room, Blood sample room, MO Room at Blood Center within campus of North Bengal College and Hospital, Sushrutanagar, Dist-Darjeeling---Electrical Work. (2) Bid Submission start date: 14.09.2023 at 10:00 Hrs. Bid Submission closing date 26.09.2023 at 12:30 Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ/NIT documents may be downloaded from: www.wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, Siliguri Electrical Sub Division-II. ICA-T19328(1)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
S.E./N.B.C.C.-I, P.W.Dte. invites online e-tender for the works of:- "New Construction of Proposed Two Storied (750 capacity) EVM Ware House at Mekhliganj Sub-Divisional Office Compound at Mekhliganj in the district of Cooch Behar. (Civil Work)." Estt. Amount: Rs. 1,65,42,365.00, e-NIT No.- 24 of 2023-24 of SE/NBBC-I, Tender ID- 2023_WBPWD_568685_1. Bid Submission start date (online) 22.09.2023 from 02.00 P.M. Bid Submission closing date (online) 10.10.2023 upto 02.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website. Details of N.I.T. and Tender documents may downloaded from: http:/wbtenders.gov.in Sd/- S.E., NBCC-I, P.W.Dte., Coochbehar.ICA-T19388(4)/2023

সর্বশিক্ষা মিশন
Notice Inviting E-Tender
under SSM, Jalpaiguri
for details please visit : wbtenders.gov.in
E-tender has been floated by the undersigned for the following work
SSA-JAL/T-24/23-24, Dated-12/09/2023
TO
SSA-JAL/T-35/23-24, Dated-12/09/2023
For details please visit www.wbtenders.gov.in
Sd/-
District Education Officer
SSA, Jalpaiguri

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER CORRIGENDUM
Due to having insufficient bidder in the tender process Chakchaka to Khoardanga Bazar (Netaji Road) from 0.00 km to 4.55 km. Surfacing work with MASTIC ASPHALT in Stretches (from 1.50 km to 1.688 km, 1.877 km to 2.00 km, 2.723 km. to 2.978 km, 3.276 km to 3.85 km and 3.90 km to 4.40 km) under Alipurduar Highway Division in the district of Alipurduar during the year 2023-24. (Project ID : PD2324050205000). The last date of bid submission has been extended from 12.09.2023, 17:00 Hrs. to 03.10.2023, 14:00 Hr.s & the technical bid opening date has been from 15.09.2023, 12:00 Hrs. to 04.10.2023, 12:15 Hrs. Details of N.I.(e).T Corrigendum documents downloaded from : http://wbpwd.gov.in Sd/- Executive Engineer, Alipurduar Highway Division, P.W.(Roads) Dte. ICA-T19349(1)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
S.E, NBCC-II, P.W.Dte., Jalpaiguri, invites online e-tender for the work of - 1. Strengthening and Protective work at Haldibari-Manikganj Road from 3.00 kmp to 6.00 kmp under Jalpaiguri Division P.W.Dte. in the District of Jalpaiguri under RIDF-XXIX. Estimated Amount: Rs. 4,69,90,604.00, Tender ID : 2023_PWD_567879_1. Tender Ref. No: WBPWD/SE/NBCC-II/eNIT-14/2023-24. Bid submission start date (online): 20/09/2023 from 04.00 P.M. Bid submission closing date (online): 11/10/2023 up to 05.00 P.M. Technical Bid opening date (online): 13/10/2023 at 05.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- SE, PWD, NBCC-II, Jalpaiguri ICA-T19345(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
N.I.e.T. No. 20 of EE/M MD of 2023-24, Malda Mechanical Division, PHE Dte. Tender Id: 2023_PHED_569754_1 to 2023 PHED 569754 3; Executive Engineer, MLMD invites e-Tender in WBF 2911 for Supply and delivery of Gaseous Chlorination spares (0-1 kg/hr). Installation of Secondary gaseous chlorination arrangement at Narayanpur Distribution Zone and Electro-Mechanical items of work related to Elahabad w/s scheme under MLMD, PHE Dte. last date of Submission 10.10.2023 upto 02:30 PM. For details visit at: www.wbtenders.gov.in. Sd/- Executive Engineer, Malda Mechanical Division, P HE Dte. ICA-T19298(4)/2023

অ্যাফিডেভিট

আমি Munib Das, আমার পুত্র Shubhashis Das -এর মাধ্যমিক, D.L, উচ্চ মাধ্যমিক -এর সার্টিফিকেটের নামের বানান ভুল থাকায় Muneb Das হিসেবে নথিভুক্ত আছে, গত 15/09/23 ইসলামপুর E.M. কোর্ট অ্যাফিডেভিট বলে Munib Das ও Muneb Das এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (C/107523)

কর্মখালি

Philips Light Outdoor Salesman. Adie Centre, behind 9/10 Hotel Siliguri-M : 98320-67075. (C/107431)

জ্যোতিষ

জ্যোতিষী, তন্ত্রগুরু, আচার্য্য গর্গরাজ শাস্ত্রী এ মাসে 17 হইতে 19 তারিখ কোচবিহারে হোটেল ইলোরা। 74300-56093. (C/106978)

রাজ জ্যোতিষীর সন্ধান
শিলিগুড়িতেই

যে কোনও কঠিন সমস্যার সমাধানের সঠিক উপায় বলে দেন
ডঃ শিব শংকর শাস্ত্রী
অগ্রিম বুকিং বাঞ্ছনীয় (তন্ত্র সাধক)
নিজস্ব চেম্বার
গ্রিন ভ্যালি, সেবক রোড, শিলিগুড়ি
9002004418 / 9434043593

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
District Manager, WBSSCL, Malda has invited open e-Tender for Outsourcing of Skilled Manpower at WBSSCL, Malda i) Tender Ref. No. WBSSCL/DM/MLD/NIeT-04/2023-2024, ii) Bid submission end date 27.09.2023 upto 3.00 P.M. iii) Details of NIeT available in website http://wbtenders.gov.in and office Notice Board. Sd/- District Manager, WBSSCL, Malda ICA-T19281(2)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Tender Notice
The Executive Engineer, Siliguri Division, Housing Dte., Siliguri has invited open tender against e-N.I.T. No. 12 of 2023-24 Tender ID: 2023_HSD_570451_1 B/R work for Boundary wall at Milanpally R.H.E. under Siliguri Division, Housing Dte. The last date of Submission of Bid (online) 26.09.2023 up to 17:00 hrs. (IST). Details may be had from the office Notice Board on any working day within office hour and from the website www.wbetenders.gov.in. Corrigendum if any will be published in website only. Sd/- Executive Engineer, Siliguri Division, Housing Dte. ICA-T19284(2)/2023

e-TENDER NOTICE
Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.T No:-
1) WBMAD/JM/CH/eNIT-45/2023-24 Memo no.2161/JM Date:16/09/2023 Tender ID : 2023_MAD_570991_1
2) WBMAD/JM/CH/eNIT-46/2023-24 Memo no.2162/JM Date:16/09/2023 Tender ID : 2023_MAD_571067_1
3) WBMAD/JM/CH/eNIT-47/2023-24 Memo no.2163/JM Date:16/09/2023 Tender ID: 2023_MAD_571110_1
4) WBMAD/JM/CH/eNIT-48/2023-24 Memo no.2164/JM Date:16/09/2023 Tender ID: 2023_MAD_571132_1
5) WBMAD/JM/CH/eNIT-49/2023-24 Memo no.2165/JM Date:16/09/2023 Tender ID :2023_MAD_571170_1
Last date of bidding (On line) dated: - 06/10/2023 at 6.55P.M. Details of which are available in the web portal www.wbtenders.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.org & in the office of the undersigned during the office hours.
Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED e-TENDER NOTICE
On behalf of the Hon'ble Governor, Govt. of West Bengal, the following e-tenders are being invited from the eligible Contractors as follows:- NIT No. 21/WBFS/Repair & maint. of CGI Sheet/2023-24. NIT No. 22/WBFS/Repair & maint. of Iron Windnow Grill, Gate/2023-24. NIT No. 23/WBFS/Carpentry Works of Student Barrack/2023-24 & NIT No. 24/WBFS/Priming Painting of Student Barrack/2023-24. a) Total no. of works: 04 (four) nos. b) Nature of work: Repair & Maintenance of Student Barrack at Forestry Training Centre, Rajabhatkhawa. c) Approx. value of work: Rs. 2,50,000/- each respectively. d) Bid submission starts: 14/09/2023 (Thursday) from 2:00 p.m. onwards. e) Last date of Bid submission: 21/09/2023 (Thursday) upto 5:00 p.m. f) Name of website: https://wbtenders.gov.in Details of work and other terms and conditions can be seen in said website and office notice board of West Bengal Forest School, Dow-Hill, Kurseong, PIN-734204 Sd/- (Dr. Sudeep Budhaditya Deb, WBFS), Director, West Bengal Forest School, Dow-Hill ICA-T19277(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Siliguri Jalpaiguri Development Authority
Himanchal Vihar, Near-Passport Seva Laghu Kendra, Matigara-734010
NOTICE INVITING e-TENDER
The Chief Executive Officer, Siliguri Jalpaiguri Development Authority, Siliguri invites electronic notice inviting e-bid (Online) under 2(Two) bid system from eligible resourceful/bonafide and experienced firms/ companies/ individual contractors for the following works : Tender No: 1) NIT 007/Engg/2023-24 of SJDA (3rd Call) & 2) NIT 041/Engg/2023-24 of SJDA (3rd Call), Name of work: 1) Construction of Shed over the Bicycle Stand, Entrance area of Bio Toilet, Staircase of Bharati Bhawan and Paver block on the open Stage at Jalpaiguri Govt. Girls' High School, Jalpaiguri & 2) Providing 50 (Fifty) Pcs of Guard Rails for Traffic use, Jalpaiguri Municipality, Jalpaiguri. Amount put to Tender 1) Rs. 6,48,522.00 & 2) Rs. 5,98,699.00, Earnest Money- 1) Rs. 12,970.00 & 2) Rs. 11,974.00. Tender Documents Sale/Download Start Date & Time- 19.09.2023 at 4:00 P.M. and Bid Submission End Date & Time- 29.09.2023 upto 4.00 P.M. Date of opening of Technical Proposals- 03.10.2023 at 11:00 A.M. Date of opening of Financial Proposals- to be notified after technical evaluation. Corrigendum if any will be published in website only. All details can be obtained from the website : www.sjda.org or Log in http://wbtenders.gov.in or contact Engineering Section of SJDA at (0353) 2512922, 2515647. Sd/- Chief Executive Officer. ICA-T19274(3)/2023

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মল থেকে রান্নার গ্যাস উৎপাদন

পাইলট প্রোজেক্ট দলসিংপাড়ায়

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১৮ সেপ্টেম্বর : কথায় বলে, জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা। তা বলে মলও? হ্যাঁ, এবার থেকে কাজে লাগবে মানুষের মলও। তা থেকে উৎপন্ন হবে গ্যাস। আর সেই গ্যাস দিয়ে হবে রান্না।

জৈব সার হিসেবে মানুষের মলের ব্যবহার নতুন কিছু নয়। সে কলকাতার ধাপার মাঠ থেকে শুরু করে রাজ্যের আরও অনেক জায়গাতেই এই কাজে লাগানো হয় মল। তা বলে মল থেকে উৎপন্ন গ্যাস দিয়ে রান্না? আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের দাবি, এমন উদ্যোগ রাজ্যে এই প্রথম। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে খুব শীঘ্রই জেলার কালচিনি ব্লকের দলসিংপাড়ায় হতে চলেছে মানুষের মল রিসাইকেল করে রান্নার গ্যাস ও জৈব সার তৈরির কারখানা। প্রকল্পের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে বলে জানিয়েছেন আলিপুরদুয়ারের অতিরিক্ত জেলা শাসক সুবর্ণ রায়। কীভাবে সেই প্রকল্পের কাজ করা যায়, তার পরিকল্পনা করতে পুজোর আগেই খড়্গপুর আইআইটির প্রতিনিধিদল আসবে দলসিংপাড়ায়, ওই প্রকল্পের জমি পরিদর্শনে।

তোর্ষা নদী সংলগ্ন এলাকায়, জনবসতি থেকে একটু দূরেই ওই জমি চিহ্নিত করেছে প্রশাসন। এর জন্য জমি চিহ্নিত করে ইতিমধ্যেই রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে পাঠিয়েছেন আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনা। সুবর্ণর কথায়, ‘খড়্গপুর আইআইটিকে এই প্রকল্পের কাজ দেওয়া হয়েছে। সেখানকার প্রতিনিধিদল এলাকা পরিদর্শন করে যাওয়ার পর প্রকল্পের বিস্তারিত রিপোর্ট রাজ্য গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের হাতে তুলে দেবে। এরপর কাজ শুরু হবে।’ তবে, এই প্রকল্পের জন্য কত টাকা ও কতখানি জমি বরাদ্দ হয়েছে, তা তিনি বলতে পারেননি।

কীভাবে এবং কারা এই মল সংগ্রহ করবেন? প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ওই কারখানা পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হবে। আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন জায়গায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে মল সংগ্রহ করার জন্য বেশ কয়েকটি বিশেষ গাড়ি থাকবে। মল সংগ্রহ করার জন্য বিশেষ টিম থাকবে। এমনিতে বাড়ির সেপটিক ট্যাংক ভর্তি হয়ে গেলে স্থানীয় পুর কর্তৃপক্ষ বা পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে জানাতে হয় গাড়ি পাঠাবার জন্য। সেজন্য গৃহকর্তাকে টাকাও দিতে হয়। এক্ষেত্রে কোনও গৃহকর্তা এই মল সংগ্রহের টিমকে খবর দিলে খরচ কম পড়বে। অল্প টাকার বিনিময়ে বাড়ি থেকে মল সংগ্রহ করে নিয়ে যাবেন কর্মীরা। সেই মল চলে যাবে দলসিংপাড়ার কারখানায়। মল থেকে তৈরি হবে রান্নার গ্যাস। সেই গ্যাস বাড়ি বাড়ি জোগান দেওয়ার দায়িত্ব থাকবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের উপর।

সংগ্রহের পর মল রিসাইকেল করে রান্নার গ্যাস তো হবেই, সেইসঙ্গে জৈব সারও তৈরি করা হবে। সেই সার কৃষিকাজে ব্যবহার করা যাবে। এই জৈব সার ও রান্নার গ্যাস বিক্রির টাকার একটি অংশ পাবেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। মলের বর্জ্য পদার্থ থেকে যে তরল পদার্থ বের হবে, বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা মাটির নীচে চলে যাবে। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, দলসিংপাড়ার পাইলট প্রোজেক্ট সফল হলে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় এই প্রকল্প তৈরি করা হবে। তবে, এই গ্যাসের মূল্য এখনও নির্ধারণ করেনি জেলা প্রশাসন।

দলসিংপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মায়া আলে মনে করেন, রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগে উপকৃত হবেন দলসিংপাড়া সহ জেলার মানুষ। উপার্জন বাড়বে দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদেরও। তবে, এই কারখানা তৈরির জায়গা লোকালয় ছেড়ে একটু দূরে করার দাবি জানিয়েছেন তিনি। সেব্যাপারে আশ্বস্ত করেছেন সুবর্ণ।

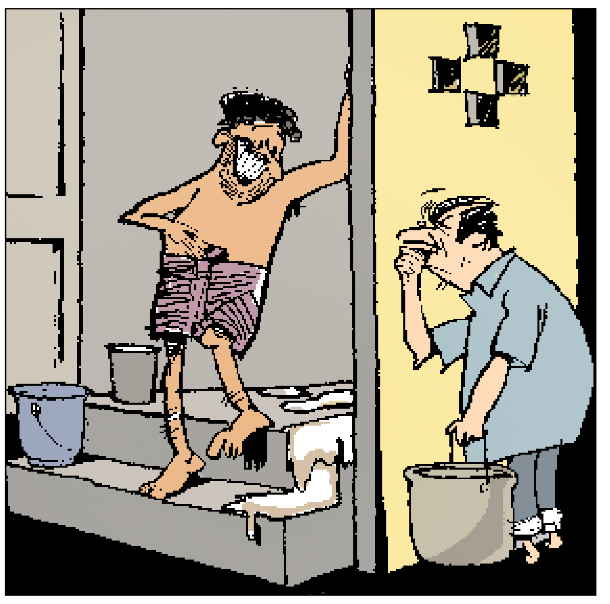

কীভাবে কাজ

- মল সংগ্রহের জন্য বিশেষ গাড়ি ও বিশেষ টিম
- গৃহকর্তা খবর দিলে তারাই বাড়ি গিয়ে সংগ্রহ করবে মল
- সেপটিক ট্যাংক সাফ করার জন্য লাগবে অল্প খরচ
- সেই মল যাবে দলসিংপাড়ার কারখানায়
- কারখানা চালাবে স্বনির্ভর গোষ্ঠী
- সেই মল থেকে হবে গ্যাস ও সার

ইসলামপুরের লোহারপট্টি মোড়ে বিশ্বকর্মা পূজা। সোমবার বিকেলে রাজু দাসের তোলা ছবি।

দালালদের কথা ছাড়া ফাইল নড়ে না

চোপড়ার ভূমি দপ্তর তোলাবাজির আঁতুড়

অরুণ ঝা

চোপড়া, ১৮ সেপ্টেম্বর : চোপড়া ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর (বিএলএলআরও) কার্যত তোলাবাজির আঁতুড়ে পরিণত হয়েছে। টাকা ছাড়া ফাইল যেন নড়তেই চায় না। দপ্তরে পরিষেবা নিতে যাওয়া কয়েকজন আরও গুরুতর অভিযোগ করেছেন। তাঁদের দাবি, নজিরবিহীনভাবে বিএলএলআরও’র গাড়ির চালক তাঁর পাশের চেয়ারে বসে চেম্বারের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রাখেন। বিএলএলআরও চেম্বারে চালকের বসা ঘিরে বিতর্কের কথা স্বীকার করে নিলেও তাঁকে ক্লিনচিট দিয়েছেন। দপ্তরকে কেন্দ্র করে ঘুঘুরবাসা নিয়ে এলাকার সাধারণ মানুষ যারপরনাই ক্ষিপ্ত। এমনকি চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমানও দপ্তরে চলা দালালচক্র নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি তিনি প্রশ্ন তুলেছেন বিএলএলআরও’র ভূমিকা নিয়েও। অভিযোগের বহরে চিন্তিত ইসলামপুর মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক কর্মা শেরিং ভুটিয়া। তিনি দপ্তরের বাইরে দালালদের দাপটের কথা স্বীকার করে তদন্ত শুরু করার আশ্বাস দিয়েছেন। বিএলএলআরও সুবিমল চক্রবর্তী অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং হামিদুলের বক্তব্যকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। প্রতি মাসে চোপড়া ভূমি দপ্তরে আড়ালে লক্ষ লক্ষ টাকার অবৈধ লেনদেন এখন চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। দপ্তরের রেকর্ড রুম সিল থাকার কথা থাকলেও বহিরাগতদের সেই রুমে অবাধ যাতায়াত নিয়ে কর্মীদের মধ্যে প্রশ্নের শেষ নেই।

এ প্রসঙ্গে সুবিমলের মন্তব্য, ‘আমার চেম্বারে চালকের বসার বিষয়টি মিটে গিয়েছে। অহেতুক জলঘোলা করা হচ্ছে। আমাকে নিয়ে বিধায়ক যা বলছেন, সেটা সঠিক নয়। দপ্তরের কেউ অবৈধ লেনদেনে যুক্ত নন। বাইরে কেউ দালালচক্রের খপ্পরে পড়লে সেটা আমাদের দায় নয়।’

হয়রানির অভিযোগ

- বিএলএলআরও চেম্বারে চালকের বসা ঘিরে বিতর্ক
- হিয়ারিংয়ের নাম করে হয়রানির অভিযোগ
- দালালদের মাধ্যমে টাকা দিলে দ্রুত কাজ হয়
- কিছু কর্মী বাগান মালিকদের পক্ষ নেন বলে অভিযোগ

অভিযোগ উঠছে, চা বাগানের জমিতে পাট্টা দেওয়ার নামেও দপ্তরের একাংশ মালিকপক্ষের হয়ে কাজ করছে বলে খোদ দপ্তরের কর্মীদের একাংশই অভিযোগ তুলেছেন। ফলে সবমিলিয়ে চোপড়া ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে এই অনিয়মের কারণে এলাকায় জমি সংক্রান্ত বিবাদ অন্য মোড় নিতে পারে বলে শঙ্কা। মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক কর্মা শেরিংয়ের প্রতিক্রিয়া, ‘দালালদের দৌরাত্ম্যের খবর আমার কানে এসেছে। বিএলএলআরও ছুটিতে আছেন। তদন্ত করে উপযুক্ত পদক্ষেপ করব।’

চোপড়া ব্লকে ভূমি সংস্কার দপ্তরের রেকর্ড মোটেও প্রশ্নের বাইরে নয় সেটা সর্বজনবিদিত। কয়েক বছর আগে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে দুষ্কৃতীরা দপ্তরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল সেটাও দেখেছেন সাধারণ মানুষ। উত্তরবঙ্গ সংবাদে সেই খবর প্রকাশ হওয়ার পর রাজ্য প্রশাসন নড়েচড়ে বসায় দুষ্কৃতীদের রুখতে পদক্ষেপ করা হয়েছিল। অবৈধ বালি খাদান নিয়েও অভিযোগের শেষ নেই।

এখন সমস্যা হচ্ছে, নথিপত্রের কাজ নিয়ে যিনিই অফিসে যাচ্ছেন, তাঁদের কাজ টাকা ছাড়া হচ্ছে না। নাম প্রকাশ না করার শর্তে চোপড়ার এক বাসিন্দা বলেছেন, ‘জমির রেকর্ড সংক্রান্ত কাজ নিয়ে দিনের পর দিন ঘুরলেও কিছু হয়নি। এই কাজ করতে রায়গঞ্জ যেতে বলা হয়েছিল। তারপর দালাল মারফত কীভাবে ঠিক জায়গায় পৌঁছাতে হবে সেই রাস্তা বলে দেন দপ্তরের একাংশ কর্মী। উপায় না দেখে শেষে প্রায় ৫০ হাজার টাকা খরচ করে দালাল ধরে চোপড়া দপ্তর থেকেই নথি বের করেছি।’

দপ্তরের কর্মীদের একাংশ বলছেন, বিএলএলআরও সাহেবের গাড়ির চালকের দপ্তরে সীমাহীন ক্ষমতা। এই নিয়ে আগে বড় ঝামেলাও হয়েছিল। কিন্তু পরে রাজনৈতিক ব্যক্তিরা এসে মিটমাট করেছিলেন। হামিদুলের পর্যবেক্ষণ, ‘হিয়ারিংয়ের নামে রেকর্ড সংক্রান্ত বিষয়ে সাধারণ মানুষকে হয়রান করা হচ্ছে। টাকা ছাড়া কাজ হয় না। বাগান মালিকপক্ষের হয়ে দপ্তরের একাংশ কাজ করছে। বিএলএলআরও উদাসীন। শীঘ্রই দপ্তরে গিয়ে বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলব।’

জল কিনে পান করেন চাকুলিয়াবাসী

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ১৮ সেপ্টেম্বর : চাকুলিয়া এলাকায় জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজ দীর্ঘদিন থমকে। ফলে বাড়ি বাড়ি এখনও পৌঁছায়নি জলের পাইপলাইন। পিএইচই’র জলের সংযোগ কিছু এলাকায় থাকলেও সেখানকার বাসিন্দারা নিয়মিত জল পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। ফলে অনেক পরিবারে জল কিনে কাজ চলছে।

ইসলামপুর মহকুমার পিএইচই দপ্তরের আধিকারিক বিবেকানন্দ মণ্ডল বলেন, ‘চাকুলিয়া পিএইচই’র জল পরিশ্রুত করার আইইপি (আয়রন এলিমিনেশন প্ল্যান্ট) যন্ত্রটি খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। সেজন্য পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করতে সমস্যা হচ্ছে। নতুন করে রিজার্ভার ও আইইপি বসানোর জন্য অর্থবরাদ্দ হয়েছে। দ্রুত সেগুলি বসানোর কাজ শুরু হবে।’ বিবেকানন্দর দাবি, চাকুলিয়া ও কানকি এলাকায় জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। পাইপলাইন বসানোর কাজ দ্রুত শেষ হবে। এছাড়া চাকুলিয়ার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই প্রকল্পে আরও ২৬টি কাজ শুরু হবে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চাকুলিয়া এলাকায় জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজ কিছুদিন চলার পর সাধারণ মানুষ আশা করেছিলেন জলের সমস্যা থাকবে না। দীর্ঘদিন কাজ আটকে থাকা ও কিছু জায়গায় জল সরবরাহ ঠিকভাবে না হওয়ায় বাসিন্দাদের ক্ষোভ বাড়ছে। স্থানীয় বাসিন্দা রফিকুল আলম বলেন, ‘জল মানুষের জীবন। অথচ জল নিয়ে খেলা চলছে। জলের প্রকল্পে কোটি টাকা খরচ হচ্ছে অথচ এলাকার মানুষ পরিষেবা পাচ্ছেন না। চাকুলিয়া এলাকায় পিএইচই’র কাজে অনেক গরমিল লক্ষ করেছি।’ প্রায় ২৬ বছর আগে চাকুলিয়ায় পিএইচই’র জলের পাইপলাইন বসানো হয়েছিল। অথচ এই প্রকল্প থেকে সাধারণ মানুষ কখনোই ঠিকভাবে সুবিধা পাননি। নতুন প্রকল্পে কতটা সুবিধা পাবেন তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে বাসিন্দাদের।

> “ জলের প্রকল্পে কোটি টাকা খরচ হচ্ছে অথচ এলাকার মানুষ পরিষেবা পাচ্ছেন না। চাকুলিয়া এলাকায় পিএইচই’র কাজে অনেক গরমিল লক্ষ করেছি।
>
> –**রফিকুল আলম** *স্থানীয় বাসিন্দা*

আর এক বাসিন্দা শ্যামলী সাহার অভিযোগ, ‘আগে আমার বাড়ির সামনে পিএইচই’র জলের সংযোগ ছিল। মাঝেমধ্যে জল পেতাম। কিছুদিন সেটাও বন্ধ। অগত্যা জারের জল কিনতে হচ্ছে।’ চাকুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনোয়ার আলমের বক্তব্য, ‘দ্রুত এলাকার প্রতিটি মানুষের বাড়িতে পরিস্রুত পানীয় জলের সুবিধা পৌঁছে দিতে আমরা চেষ্টা করছি।’

ফ্লাইওভারের নীচে মদের ঠেক

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : মোমো, চাউমিনের দোকানের আড়ালে শান্তিনগর ফ্লাইওভারের নীচে রেললাইনের ধারে অবাধে চলছে মদের দোকান। সেখান দিয়ে সন্ধের পর যাতায়াত করতে পারছেন না স্থানীয় মহিলারা। যদিও বিষয়টি নিয়ে পুলিশ একেবারে যেন নীরব দর্শক। পুলিশের এহেন নিষ্ক্রিয়তায় ক্ষোভ বেড়েছে এলাকায়। আর পুজোর আগে এলাকায় এই দোকানগুলোয় জুয়া–মদের রমরমা ব্যবসা শুরু হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, এই দোকানগুলিতে দেশি, বিদেশি মদ, গাঁজা সবই বিক্রি করা হচ্ছে। রাতদিন এই এলাকায় জুয়া ও মদের আসর বসাচ্ছে একদল যুবক। স্থানীয় যুবক তাপস বর্মন বলেন, ‘বাড়ির সামনে এই দোকানগুলি গজিয়ে উঠেছে। শুধু সন্ধ্যা নয়, সকালবেলা থেকেই আসর বসে যায়। পথচলতি মানুষকে উদ্দেশ্য করে চলে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ। পরিবার নিয়ে বেরোতে পারি না। বাড়ির মহিলারা একা যাতায়াত করতে পারছেন না। এদিকে, পুলিশের কোনও হেলদোলই নেই।’

একই সমস্যা রথখোলা রেলগেট বাজারেও। সেখানে বেঙ্গাইজোত যাওয়ার রাস্তার রেললাইনের ধারে সারি সারি মদের দোকান গজিয়ে উঠেছে। মদ খেয়ে অনেকে আবার দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন। বাসিন্দাদের অভিযোগ, পুলিশ এই দোকানগুলিকে দেখেও না দেখার ভান করে চলে যায়। রেল ও পূর্ত দপ্তরের জায়গায় গড়ে ওঠা এই দোকানগুলিতে মদের পাশাপাশি গাঁজার পুরিয়াও বিক্রি করা হচ্ছে। মদ খেয়ে রেললাইনের ধারে পড়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। গত ৫ সেপ্টেম্বর ঢাকনাজোতের বাসিন্দা বিশ্বনাথ রায়ের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয় রেললাইনের ধার থেকে। এই মদ ও গাঁজার খরচ জোগাতে অনেকেই চুরির পথ বেছে নিচ্ছে। কোটিয়াজোতের বাসিন্দা মনোরঞ্জন সিংহ জানান, গত কয়েকদিন ধরে এলাকায় প্রচুর ছোট ছোট চুরির ঘটনা ঘটেছে। ছাগল, বালতি, মন্দিরের ঘণ্টা কিছুই বাদ যায়নি।

শান্তিনগরে উড়ালপুল। এর নীচেই বসে মদের ঠেক। –সংবাদচিত্র

মদ–জুয়ার এই ঠেকের কারণে পরিবারে ঝামেলার সৃষ্টি হয়েছে। নকশালবাড়ি পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, গত এক মাসে যতগুলো পারিবারিক বিবাদের অভিযোগ দায়ের হয়েছে, অধিকাংশই এই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় স্ত্রীকে শারীরিক অত্যাচারের অভিযোগ।

জানা গিয়েছে, প্রতি বছর নকশালবাড়ির বিভিন্ন ক্লাবে পুজোর সময় চলে জুয়া ও মদের খেলা। চলে ছটপুজো পর্যন্ত। নকশালবাড়ির রথখোলা, বেঙ্গাইজোত, ফুটানি মোড়, কোটিয়াজোত, ঘাটানি মোড় ইত্যাদি জায়গার ক্লাবগুলোতে রাতভর নেশার আসর বসে। শিলিগুড়ি, খড়িবাড়ি, পানিট্যাঙ্কি থেকে জুয়াড়ির দল বড় বড় গাড়িতে করে এই ক্লাবগুলিতে ভিড় জমান। স্থানীয়দের কথায়, সেই টাকা দিয়েই বড় ক্লাবগুলি দুর্গাপুজোর আয়োজন করে। এ বিষয়ে দার্জিলিং জেলা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানান, মদের ও জুয়ার ঠেক নিয়ে থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৯ দিনে উদ্ধার ২৩ অপ্রাপ্তবয়স্ক, ধৃত ১

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : ৯ দিনে আরপিএফ উত্তর–পূর্ব সীমান্ত রেলের বিভিন্ন ট্রেন ও স্টেশন থেকে ২৩ জন নাবালক, নাবালিকাকে উদ্ধার করেছে। মানব পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে একজনকে। অগাস্ট মাসেও ৭০ জন নাবালক, নাবালিকাকে উদ্ধার করেছিল আরপিএফ।

গত নয়দিনে নিউ জলপাইগুড়ি, জলপাইগুড়ি রোড, সামসি, বদরপুর, বারসই, কাটিহার, ডিমাপুর ও নিউ বঙ্গাইগাঁও স্টেশনে অভিযান চালিয়ে ২৩ জন ছেলেমেয়েকে উদ্ধার করে নিয়ম মেনে সেফ কাস্টডিতে পাঠানো হয়। পরবর্তীতে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। দেখা গিয়েছে, নাবালক, নাবালিকাদের কয়েকজনকে পাচারের চেষ্টা করা হয়েছিল। আবার অনেকে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল। ট্রেনে ও স্টেশনে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে দেখে তাদের অনেককে আরপিএফ কর্মীরা উদ্ধার করেছিলেন। উত্তর–পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে বলেন, ‘ট্রেন ও স্টেশনে টহল বাড়ানোর সুফল পাচ্ছি। প্রত্যেককে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।’

সাফল্য রেল পুলিশের

গত ৮ সেপ্টেম্বর মাঝরাতে কাটিহার–হাওড়া এক্সপ্রেস থেকে সামসির আরপিএফ কর্মীরা মানব পাচারের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন। ধৃতের হেপাজত থেকে এক নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয়। পরে অভিযুক্তকে তুলে দেওয়া হয় মালদা টাউন জিআরপির হাতে। এক্ষেত্রে প্রেমের ফাঁদে ফেলে পাচারের অভিযোগ তদন্তে উঠে এসেছে বলে খবর। ৯ সেপ্টেম্বর নিউ বঙ্গাইগাঁও রেলওয়ে স্টেশনে গুয়াহাটি–দিল্লি ট্রেন থেকে আরপিএফ চার নাবালককে উদ্ধার করে। চারজনই বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল বলে জানিয়েছে রেল। পরবর্তীতে নাবালকদের এসকর্ট পার্টি বিরঝরা চিলড্রেন হোমের হাতে তুলে দেয় মালিগাঁওয়ের আরপিএফ।

অন্যদিকে, ১৭ সেপ্টেম্বর রঙ্গিয়া স্টেশন থেকে আরপিএফ এক নাবালক ও নাবালিকাকে উদ্ধার করে। পরে দুজনকে নিরাপদ স্থানে পাঠানো হয়। পাশাপাশি বাড়িতে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। উত্তর–পূর্ব সীমান্ত রেলের তথ্য বলছে, অগাস্ট মাসে ৭০ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ের পাশাপাশি তিন মহিলাকেও উদ্ধার করা হয়।

দেড়শোবার ওঠবসের শাস্তি

করণদিঘি, ১৮ সেপ্টেম্বর : ক্লাসে পড়া বলতে না পারায় এক ছাত্রীকে টানা দেড়শোবার কান ধরার শাস্তি দিলেন স্কুলের এক শিক্ষক। তাতেই স্কুলের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়ে ওই ছাত্রী। তাকে হাতুড়ে চিকিৎসক দেখিয়ে টোটোতে বাড়ি পাঠিয়ে দেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ। বাড়িতে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে রাতে করণদিঘি হাসপাতালে ভর্তি করলে চিকিৎসক রায়গঞ্জে রেফার করে দেন। বর্তমানে ওই ছাত্রী রায়গঞ্জের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি ঘটেছে করণদিঘির আলতাপুর হাইস্কুলে। অভিযুক্ত শিক্ষকের নাম ভজন রায়। বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট সংলগ্ন এলাকায়। অভিযুক্ত শিক্ষকের নামে করণদিঘি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ছাত্রীর মা পাবনি সোরিয়া।

শনিবার নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলে যায় মাম্পি সোরিয়া নামে সপ্তম শ্রেণির ওই ছাত্রী। ক্লাসে পড়া বলতে না পাড়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন অভিযুক্ত শিক্ষক ভজন রায়। তিনি ১৫০ বার কান ধরে ওঠবস করতে বলেন।

বৃক্ষরোপণ

খড়িবাড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকর্মাপুজো উপলক্ষ্যে খড়িবাড়ির বাতাসি আইটিআই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বৃক্ষরোপণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন কৃতী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করে আইটিআই কর্তৃপক্ষ। অনুষ্ঠানে খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না রায় সিংহ সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন দক্ষিণ দিনাজপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ দিনাজপুর - এর একজন বাসিন্দা মর্তুজ আলি - কে 04.08.2023 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 41A 72731 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "মাত্র অল্প কিছু টাকা দিয়ে কেনা ডিয়ার লটারির টিকিটটি থেকে আমি এক কোটি টাকা জিতেছি। আমার মতো একজন মধ্যবিত্ত ব্যক্তির কাছে এত সহজ উপায়ে কোটিপতি হওয়া সম্পূর্ণ আশ্চর্যজনক একটি ব্যাপার। ডিয়ার লটারি আমাদের ভাগ্য বদল করেছে এবং আমাকে একটি ভাল জীবন উপহার দিয়েছে। এই বিশাল পুরস্কার মূল্য আমার এবং আমার পরিবারের সমস্ত আর্থিক চাহিদা মেটাতে সাহায্য করবে।"

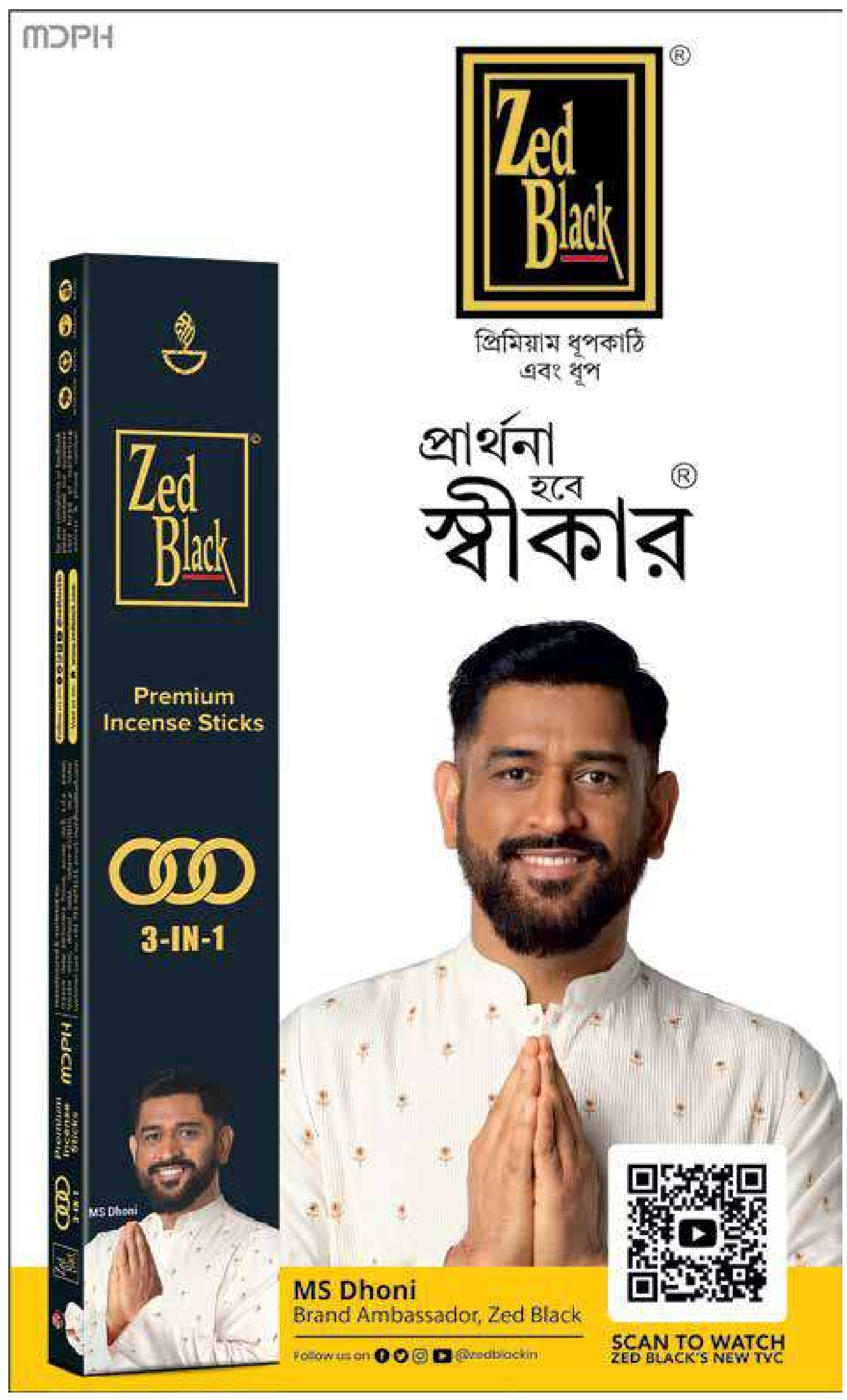

দু’বছর পর কর্মতীর্থ চালুর আশা

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : নকশালবাড়িতে কর্মতীর্থ ভবনের ভবিষ্যৎ নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। তিন বছর আগে তৈরি হয়েছিল ভবন। প্রায় এক বছর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা দোকান দিয়েছিলেন। কিন্তু ক্রেতারা না আসায় তাঁরা দোকান তুলে নেন। তারপর থেকে ফাঁকাই পড়ে রয়েছে ভবনটি। তবে আশার কথা, চলতি মাসেই কর্মতীর্থ ভবন চালুর পরিকল্পনা রয়েছে স্থানীয় প্রশাসনের।

নকশালবাড়িতে কর্মতীর্থ ভবন।

বছর তিনেক আগে ভৈষাটি বাজারে ডিআই ফান্ডের জায়গার উপর কর্মতীর্থ ভবন তৈরি করা হয়েছিল। ভবন নির্মাণে খরচ হয়েছিল প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা। ঝাঁ-চকচকে একতলা ভবনটিতে ১৬টি দোকান রয়েছে। ২০২০ সালের ১২ অগাস্ট এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব এবং জেলা শাসক এস পন্নমবলম। ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ভবনের প্রত্যেকটি স্টল আগেই স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের বিতরণ করে দেওয়া হয়েছিল। মূলত হাতের কাজ করা নানারকম সামগ্রী বিক্রির জন্য স্টলগুলি নিয়েছিলেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। পাশাপাশি বিউটি পার্লার, বই বাঁধানো, দর্জি, ব্যাগ তৈরির মতো নানা ব্যবসা করার জন্যও আবেদন জমা পড়ে। এক বছর দোকানও চলেছিল। কিন্তু এতটা ভেতরে ক্রেতারা আসতে চাইতেন না বলে দোকান বন্ধ করে দিতে হয় তাঁদের। তারপর থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে ভবনটি।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের বাড়ির ঢিলছোড়া দূরত্বে অবস্থিত এই দোতলা ভবনের বাইরের একটা গেট নাকি সবসময় খোলা থাকে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। ভিতরে কয়েকটি জানলার কাচ ভাঙা। পরিকাঠামোও বেহাল হয়ে পড়েছে দীর্ঘদিনের অবহেলায়। ভিতরে-বাইরে ছড়িয়ে রয়েছে আবর্জনা। আগাছা-জঙ্গলে মুখ ঢেকেছে ভবন। কোনও প্রহরী না থাকায় নেশার আসরও বসে সেখানে। স্থানীয় দোকানদার মহম্মদ কালুর অভিযোগ, ‘বাজার থেকে প্রায় পাঁচশো মিটার দূরে ফাঁকা জায়গায় ভবনটি তৈরি করা হয়েছে। সেখানে

নকশালবাড়িতে ভবন পড়ে থাকে ফাঁকাই

সবসময় শুয়োর, গোরু, ছাগল ঘুরে বেড়ায়। এলাকার অনেকে আবর্জনাও ফেলে ওখানে। ব্যবসায়ীরা শৌচকর্ম করতে ওই ভবনেই আসেন। সেজন্য আমরা কেউ ওখানে যেতে চাই না। আর ক্রেতারাও আসতে চান না।’ প্রায় দু’বছর ধরে নকশালবাড়িতে বন্ধ থাকা কর্মতীর্থ ভবন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেছেন নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সহ সভাপতি সিপিএমের মহম্মদ ইসলাম। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী এই প্রকল্পকে স্বপ্নের প্রকল্প বলেন। বেকারদের স্বনির্ভর করতে বিনা পয়সায় দোকানঘর বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশাসনিক উদাসীনতায় প্রকল্পটি অনিশ্চয়তার মুখে।

এ বিষয়ে নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনন্দ ঘোষ জানিয়েছেন, যাঁরা আগে ভাড়া নিয়েছিলেন, তাঁরা চালাতে পারেননি। নতুন করে কর্মতীর্থ ভবন চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সে কারণে সপ্তাহখানেক আগেই বৈদ্যুতিকীকরণ করা হয়েছে। তাঁর কথায়, ‘গোটা ভবনটি মেরামত করা হচ্ছে। স্থানীয় প্রধানকে বলা হয়েছে আগাছা পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে নতুন করে আর কাউকে ভবন ভাড়া দেওয়া হবে না। নকশালবাড়ি বিডিও অফিসে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর যে সেলাই কেন্দ্রটি রয়েছে, সেটি এই মাসেই কর্মতীর্থ ভবনে স্থানান্তর করা হবে।

হিলকার্ট রোডে কার্যালয়ে বাস বুকিং বিতর্ক

পার্টি অফিস তৈরিতে রাশ টানতে চায় তৃণমূল

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : পার্টি অফিস বেসরকারি বাস বুকিং সেন্টারে পরিণত হওয়ার জের। যত্রতত্র ইচ্ছামতো পার্টি অফিস তৈরির ওপর রাশ টানতে চাইছে তৃণমূল জেলা কমিটি। নির্বাচনি কিংবা সাংগঠনিক কাজের বাইরে যাতে নতুন করে কোনও দাদার অফিস হিসেবে পরিচিত পার্টি অফিস না তৈরি হয়, সে ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি কেউ এরকম করলে প্রয়োজনে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার চিন্তাভাবনা করছে দল। বিষয়টি স্বীকার করেছেন জেলা কমিটির মুখপাত্র বেদব্রত দত্ত। তবে গোটা বিষয়টার পেছনেই তিনি ঢাল হিসেবে বাম আমলের প্রসঙ্গ টানছেন। তাঁর বক্তব্য, ‘এই ধরনের প্রবণতা আমরা প্রথম লক্ষ করি বাম শাসনে। সেই ধারা খানিকটা হলেও প্রভাব ফেলছে। কারণ, ৩৪ বছরের ধারা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তবে সাংগঠনিক কিংবা নির্বাচনি কাজের বাইরে অন্য কোনও উদ্দেশ্যে পার্টি অফিস তৈরি করা হলে আমাদের দল সেটাকে সমর্থন করে না।’

বিষয়টা নিয়ে অবশ্য টিপ্পনী কাটতে ছাড়ছে না বাম নেতৃত্ব। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জীবেশ সরকারের দাবি, ‘আমাদের সময় কিংবা আমাদের আমলে বামপন্থীরা এধরনের কোনও ঘটনা ঘটায়নি। আসলে তৃণমূল নিজেদের ত্রুটি ঢাকতে অহেতুক বাম আমলকে টানছে। সাধারণ মানুষ কিন্তু সব দেখছে।’

হিলকার্ট রোডের সার্ভিস রোডে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের টাউন (১) ব্লকের পার্টি অফিস রাতারাতি বাস বুকিং সেন্টারে পরিণত হওয়াকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে। যার জেরে তৃণমূলের অভ্যন্তরে একাধিক প্রশ্ন উঠছে। ইতিমধ্যে ওই জায়গায় ফের পার্টি অফিস করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, হিলকার্ট রোডের সার্ভিস রোডের ওই পার্টি অফিসটা যেমন গোপাল সাহার পার্টি অফিস হিসেবেই পরিচিত ছিল, এধরনের

> “সাংগঠনিক কিংবা নির্বাচনি কাজের বাইরে অন্য কোনও উদ্দেশ্যে পার্টি অফিস তৈরি করা হলে আমাদের দল সেটাকে সমর্থন করে না।
>
> – **বেদব্রত দত্ত**, *মুখপাত্র, দার্জিলিং জেলা কমিটি*

দাদাদের পার্টি অফিস তো অনেক রয়েছে। দলে কোণঠাসা হয়ে পড়লে ওই পার্টি অফিসগুলিও যে কোনও সময় বদলে যেতে পারে। এমনকি তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি পদে অরূপরতন ঘোষ থাকাকালীন জংশন এলাকায় অফিস করা হয়েছিল। সেটার অর্ধেকটা ভাগ করে স্থানীয় নেতাদের মদতেই এখন ট্রাভেল এজেন্সির আওতায় চলে গিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অরূপের কাছেও আর ওই পার্টি অফিসটি নিয়ে কোনও খবর নেই।

অরূপ বললেন, ‘আমি তো একটা সময় ওই পার্টি অফিসে গিয়ে বসতাম। গিয়ে দেখব কী হয়েছে। সেরকম কিছু হয়ে থাকলে প্রয়োজনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব।’ দলীয় কর্মীদের একটা অংশের কথায়, এধরনের পার্টি অফিসগুলো শুধু দাদাদের পার্টি অফিস হিসেবেই নয়, এলাকায় কালেকশন অফিস হিসেবেও পরিচিত। বিভিন্ন সময় যারাই ক্ষমতায় থেকেছে, তাদের আমলেই দেখা গিয়েছে। যখন সেই দাদার ক্ষমতা কমে যায়, পার্টি অফিসও বদলে যায়। এমনকি বর্তমানে জেলা তৃণমূলের বিভিন্ন পদে থাকা নেতাদের একটা বড় অংশেরই এধরনের অফিস রয়েছে। এদিকে, দলীয় নেতৃত্ব রাশ টানার কথা বললেও এই ধরনের পার্টি অফিসগুলো দলের প্রতিষ্ঠিত নেতারাই উদ্বোধন করে থাকেন। গোপাল সাহার অফিসটিও উদ্বোধন করেছিলেন রঞ্জন সরকার। বেদব্রত দত্তের যুক্তি, ‘এই ধরনের পার্টি অফিসগুলো সাধারণত নির্বাচনি কাজের জন্যই খোলা হয়। তখনই দলের প্রতিষ্ঠিত নেতারা সেটার উদ্বোধনে যান। তবে এটা ঠিক, পরবর্তীতে এধরনের পার্টি অফিসগুলোর খোঁজ রাখা হয় না। এই বিষয়টা এবার থেকে নজরে রাখব। সাংগঠনিক কিংবা নির্বাচনি ক্ষেত্রের বাইরে পার্টি অফিস তৈরি করা যাবে না।’ সবমিলিয়ে, বিভিন্ন জায়গায় গজিয়ে ওঠা দাদাদের পার্টি অফিস কতটা রাজ্যের শাসকদলের জেলা নেতৃত্ব নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে, সেটাই দেখার।

বৃদ্ধ দম্পতির গয়না চুরি

নকশালবাড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : মেয়ের বিয়ের জন্য সোনার হার বানিয়েছিলেন। সেই হার নিয়ে গেল চোর। বৃহস্পতিবার রাতেই পুলিশকে খবর দেওয়া হলে তারা পরের দিন সকালে ঘটনাস্থলে যায় বলে অভিযোগ বৃদ্ধ দম্পতির।

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে নকশালবাড়ি থানার মণিরাম পঞ্চায়েতের নেহালজোত সংসদে খরকাবাহাদুর খানওয়ারের বাড়িতে চুরির ঘটনাটি ঘটে। খরকার অভিযোগ, ‘বাড়িতে চুরি হয়েছে বুঝতে পেরে রাত তিনটে নাগাদ নকশালবাড়ি থানায় খবর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ পরের দিন সকালে ঘটনাস্থলে আসে এবং তদন্ত শুরু করে। সেদিন লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়া হলেও রিসিভ কপি পেয়েছি রবিবার। ঘটনার চারদিন হয়ে গেলেও পুলিশ কিনারা করতে পারেনি।’

এলাকায় একের পর এক চুরির ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকার মানুষ। সম্প্রতি আগে নকশালবাড়ি থানার ওসি এবং দুজন সাব-ইনস্পেকটরকে পাহাড়ে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। রবিবার নকশালবাড়ি থানায় নতুন ওসি কাজে যোগ দিয়েছেন। এমন পরিস্থিতিতে চুরির ঘটনা নিয়ে কোনও আধিকারিক মুখ খুলতে চাইছেন না। দার্জিলিং জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ঘটনার তদন্ত চলছে।

পরপর চুরির ঘটনার কিনারা না হওয়ায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন বাসিন্দারা। গত রবিবার রাতে ভৈষাটি এলাকায় টেলারের দোকানের শাটারের তালা ভেঙে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। কোনও কারণে তারা দোকানের মালপত্র নিয়ে যেতে পারেনি।

খরকাবাহাদুর অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী। দুই ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে নেহালজোতে থাকেন। মাসখানেক বাড়িতে টাইলস বসানোর কাজ চলছিল। ফলে বাড়িতে প্রতিদিন মিস্ত্রিদের আনাগোনা ছিল।

খরকার স্ত্রী গমা খানওয়ার জানান, একমাত্র মেয়ে কর্মসূত্রে অরুণাচলপ্রদেশে থাকেন। তাঁর বিয়ের কথা চলছিল। সেজন্য একটি সোনার মঙ্গলসূত্র এবং দুটি সোনার হার বানিয়েছিলেন। যার বাজারমূল্য প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা। বৃহস্পতিবার রাতে চোর আলমারির তালা খুলে সব নিয়ে চলে যায়। রাত তিনটে নাগাদ ছেলে পঙ্কজ উঠে দেখেন বাড়ির দরজা খোলা। সন্দেহ হওয়ায় মায়ের ঘরে গিয়ে দেখেন আলমারি খোলা, টাকা ও গয়নার বাক্স নেই। পঙ্কজ বলেছেন, ‘পরেরদিন পুলিশ এলে যাদের দিকে সন্দেহ ছিল সেই তথ্য দেওয়া হয়। কিন্তু চারদিন পেরিয়ে গেলেও পুলিশের তদন্ত এগোয়নি।’

শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি। সোমবার রাতে ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে রাজু দাসের তোলা ছবি।

গ্রেপ্তার ধর্ষণে অভিযুক্ত

নকশালবাড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : নকশালবাড়ি থানা এলাকায় নাবালিকাকে ধর্ষণের ঘটনায় গ্রেপ্তার হল এক যুবক। ধৃতের বাড়ি নাবালিকার বাড়ির কাছেই। নাবালিকা মাঝেমধ্যে ওই বাড়িতে খেলতে যেত। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ষষ্ঠ শ্রেণির ওই ছাত্রী গত শনিবার যুবকের বাড়িতে খেলতে গিয়েছিল। যুবক টোটোয় চাপিয়ে নাবালিকাকে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে।

রবিবার ঘটনা সামনে আসতেই পরিবারের পক্ষ থেকে নকশালবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয় যুবকের বিরুদ্ধে। পুলিশ সোমবার অভিযুক্ত দয়াল বর্মনকে গ্রেপ্তার করে। সোমবার দয়ালকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃত নকশালবাড়িতে কাপড়ের দোকানে কাজ করত। সে বিবাহিত এবং তার স্ত্রী সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা।

পাচারে ধৃত

ফাঁসিদেওয়া, ১৮ সেপ্টেম্বর : অবৈধভাবে নদী থেকে পাথর পাচারের অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। ধৃত বুধি ওরাওঁ বড়পথুর বাসিন্দা। সোমবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোটপথু এলাকা থেকে পুলিশ একটি পাথরবোঝাই ট্র্যাক্টর আটক করে। চালকের কাছে বৈধ নথি ছিল না। পুলিশ চালক সহ ট্র্যাক্টরটি আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত মাটিগাড়া সংলগ্ন বালাসন নদী থেকে পাথর পাচারের কথা স্বীকার করে। পাথরবোঝাই ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেইসঙ্গে ধৃতের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

দিন বদলের আর্জি

নাগরাকাটা, ১৮ সেপ্টেম্বর : করমপুজোর সরকারি ছুটি ঘোষণা হয়েছে ২৫ সেপ্টেম্বর। তবে উত্তরবঙ্গের চা বাগানে আদিবাসী সমাজ ওই ছুটি চাইছে ২৬ সেপ্টেম্বর। এমন দাবিতে ইতিমধ্যেই মালিকপক্ষের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদ প্রভাবিত প্রগ্রেসিভ টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (পিটিডব্লিইউইউ)।

বেহাল বিজনবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে বিক্ষোভ পদ্মের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : বিজনবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল বর্তমানে রীতিমতো বেহাল অবস্থায়। বিভিন্ন জায়গায় হাসপাতালের ছাদের পলেস্তারা খসে পড়েছে। ভাঙা ছাদের নানা জায়গায় গাছের শিকড় গজিয়েছে। বৃষ্টি হলেই বিভিন্ন ওয়ার্ডের ভিতরে জল চুইয়ে পড়ে। এই ছাদের নীচেই রোগীদের চিকিৎসা চলে। চিকিৎসক ও নার্সের একাধিক পদ দীর্ঘ বছর থেকে খালি পড়ে থাকলেও কোনও নিয়োগ হয়নি। কর্মীর অভাবে হাসপাতালে ঠিকমতো সাফাইয়ের কাজ হয় না। কার্যত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যেই চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়।

এই পরিস্থিতিতে সোমবার বিজেপির তরফে এই হাসপাতালে বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। দলের বিজনবাড়ি ব্লক কমিটির তরফে হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখিয়ে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের মাধ্যমে দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। হাসপাতালের উন্নয়নে রাজ্যকে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে বলে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে।

বিজেপির দার্জিলিং জেলা কমিটির সহ সভাপতি এলএম লামা বলেন, ‘শৌচালয় পরিষ্কার না হওয়ায় দুর্গন্ধে

> “শৌচালয়ের দুর্গন্ধে টেকা যায় না। তার মধ্যেই রোগীদের চিকিৎসা চলছে। রোগীদের বেডের গদি ছিঁড়ে গিয়েছে। এর থেকে বোধহয় পশুদের চিকিৎসা ভালো হয়।
>
> —**এলএম লামা,** জেলা কমিটির সহ সভাপতি

টেকা যায় না। তার মধ্যেই রোগীদের চিকিৎসা চলছে। রোগীদের যে বেডে রাখা হয়, সেগুলির গদি ছিঁড়ে গিয়েছে। এর থেকে ভালো পরিস্থিতিতে বোধহয় পশুদের চিকিৎসা হয়। দ্রুত এই অবস্থার পরিবরর্তন না হলে আমরা বড় আন্দোলনে নামব।’

বিজনবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের ওপর পাহাড়ের প্রত্যন্ত এলাকার বহু মানুষ নির্ভরশীল। অভিযোগ, হাসপাতালে দীর্ঘ প্রায় ১৫ বছর ধরে কোনও এক্সরে মেশিন নেই। যে কারণে চা বাগানের আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শ্রমিকদের পকেটের টাকা খরচ করে বেসরকারি জায়গা থেকে এক্সরে করাতে হয়। হাসপাতালের বৈদ্যুতিকরণ নিয়ে নানা অভিযোগ রয়েছে। কর্মীদের কথায়, ‘চিকিৎসার জন্য অনেক যন্ত্রের প্রয়োজন। তা চাওয়া হয়েছে। চেয়ার-টেবিল চেয়ে পাঠানো হলেও সেগুলি এখনও আসেনি। ফলে কাজ করতে গিয়ে আমাদের প্রতিনিয়তই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।’

হাসপাতালের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিদ্যুতের তার বেরিয়ে রয়েছে। বিভিন্ন ঘরে যেমন বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা নেই, তেমন একাধিক ওয়ার্ডে আলো জ্বলে না। কর্মী আবাসনের অবস্থাও তথৈবচ। শেষ কবে আবাসন মেরামত হয়েছিল তা কেউই মনে করতে পারছেন না। সাফাইকর্মী না থাকায় হাসপাতালে প্রায়ই আবর্জনা জমে থাকে। হাসপাতালের শৌচালয় ঠিকঠাক পরিষ্কার করা হয় না। দ্রুত সমস্ত সমস্যা মেটানোর দাবি জোরালো হয়েছে।

ধৃত ফেরার যুবতী

ফাঁসিদেওয়া, ১৮ সেপ্টেম্বর : পকসো মামলায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে গেলে মহিলা সাব-ইনস্পেকটর এবং পুলিশকর্মীদের ওপর চড়াও হওয়ার অভিযোগ ছিল ধৃতের দিদির বিরুদ্ধে। কাজল সরকার নামে ওই যুবতী দীর্ঘদিন ফেরার ছিলেন। সোমবার বিধাননগর তদন্তকন্দ্রের পুলিশ তাঁকে ব্লকের বিধাননগর মিলনপল্লি এলাকায় তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করেছে। অভিযোগ, ৩ সেপ্টেম্বর কাজলের ভাইকে গ্রেপ্তার করতে গেলে পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার পাশাপাশি মহিলা সাব-ইনস্পেকটর নিকিতা বিশ্বকর্মাকে অকথ্য গালিগালাজ করেন ওই যুবতী। কাজল নিকিতাকে কামড়ে দেওয়ায় তিনি গুরুতর জখম হন বলেও অভিযোগ। ঘটনার পর থেকে কাজল দীর্ঘদিন ফেরার ছিলেন। এদিন গ্রেপ্তারির পর তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে।

আসছেন মীনাক্ষী

ফালাকাটা, ১৮ সেপ্টেম্বর : ২২ সেপ্টেম্বর ফালাকাটায় আসছেন গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। ডিওয়াইএফআইয়ের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি বাপন গোপ সোমবার জানান, ২২ সেপ্টেম্বর ফালাকাটার ৯ মাইল এলাকায় সমাবেশে আসছেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সভাপতি ধ্রুবজ্যোতি সাহাও আসবেন।

বাংলাদেশি গ্রেপ্তার, গোরু পাচারে জড়িত থাকার অনুমান

ফাঁসিদেওয়া, ১৮ সেপ্টেম্বর : অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে অনুপ্রবেশের অভিযোগে এক বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। ধৃত মহম্মদ সাবুর আলি (৩০) বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁওয়ের বাসিন্দা। সন্দেহের বশে সোমবার পুলিশ ফাঁসিদেওয়া হেলাগছ এলাকা থেকে ওই ব্যক্তিকে আটক করে। কথাবার্তায় অসংগতি থাকায় তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত অবৈধভাবে প্রবেশের কথা স্বীকার করেন।

এরপরই পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। অসমর্থিত সূত্রের খবর, সাবুরের সঙ্গে আরও বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি একইদিনে এদেশে প্রবেশ করেছিল। তবে, বাকিরা বাংলাদেশ ফিরে গিয়েছেন। কিন্তু তিনি যেতে পারেননি। গোরু পাচারের উদ্দেশ্য ছিল বলেই গ্রামবাসীরা দাবি করেছেন।

স্থানীয়দের মারফত খবর পেয়ে আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামে হানা দিতেই পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে পেরেছে। তদন্তকারী পুলিশ অফিসারদের অনুমান, বাংলাদেশে গোরু পাচারের উদ্দেশ্য নিয়েই অভিযুক্ত এবং তাঁর সহকারীরা এদেশে এসেছিলেন। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কারণেই তাঁকে ধরা সম্ভব হয়েছে। প্রতিদিনই মহানন্দা নদী পেরিয়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের গ্রাম ফাঁসিদেওয়াতে চোরাচালানের উদ্দেশ্যে ঘাঁটি জমায় বাংলাদেশিরা। এই চক্রে আর কেউ জড়িত কিনা তা জানতে তদন্তকারী পুলিশ অফিসার এদিন ধৃতকে নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আর্জি জানিয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠান। তদন্তের স্বার্থে আদালতের বিচারক ধৃতের পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজত মঞ্জুর করেছেন। ধৃত বাংলাদেশি কার সহায়তায় এদেশে প্রবেশ করেছিল, কারা তাকে আশ্রয় দিয়েছিল, স্থানীয় কেউ এই গোরু পাচারকারীদের মদত দিচ্ছে কি না এমন নানা প্রশ্ন উঠে আসছে। এই সমস্ত বিষয়ে তদন্ত হলে এলাকার বেশ কিছু প্রভাবশালীর নাম সামনে আসতে পারে বলে দাবি করেছেন বিশিষ্টরা।

অন্য সংস্করণের খবর

ভয়ে পালাচ্ছেন ফেরিওয়ালারা

কোচবিহার, ১৮ সেপ্টেম্বর : ছেলেধরা গুজবে কাজ হারিয়েছেন বহু মানুষ। শুধু কাজ হারানোই নয়, মালদা, মুর্শিদাবাদ বা দক্ষিণবঙ্গ থেকে আসা শয়ে-শয়ে ফেরিওয়ালা এই ছেলেধরার আতঙ্কে চলে গিয়েছেন কোচবিহার ছেড়ে। কারণ গ্রামে ফেরি করতে গেলেই তাঁদের ঘিরে ধরছেন গ্রামের লোকজন। কাউকে কাউকে বেধড়ক মারধরও করা হচ্ছে। তাই পুজোর মুখে রোজগার শিকেয় তুলে তাঁরা বাড়ি ফিরে গিয়েছেন।

কোচবিহার শহরতলির টাকাগাছ ও শহরের মান্টু দাশগুপ্তপল্লিতে

কোচবিহার

কয়েকশো ফেরিওয়ালা বাড়িভাড়া নিয়ে থাকেন। তাঁরা সকালবেলা বের হয়ে বিভিন্ন সামগ্রী গ্রামে গ্রামে ঘুরে বিক্রি করেন। বছরের পর বছর ধরে এটাই তাঁদের জীবিকা। পুজোর মুখেই তাঁদের বিক্রিবাটা জমে ওঠে। তাই সারা বছর তাঁরা এই সময়টার অপেক্ষায় থাকেন। এই সময়কার রোজগারই তাঁদের পরিবারের সারা বছরে খরচ জোগানোর জন্য বড় ভরসা। কিন্তু এ বছর ছেলেধরার গুজবে তাঁদের অন্নসংস্থান মাথায় উঠেছে।

কাশেম শেখের বাড়ি মুর্শিদাবাদের লালগোলায়। তিনি আচার বিক্রি করেন গ্রামে ঘুরে। আবার ওই জেলার বেলডাঙার জওহর শেখ, সাবের শেখ বাড়ির স্টিলের বাসনের পরিবর্তে মাথার চুল সংগ্রহ করেন। এঁরা সকলেই কোচবিহার শহর লাগোয়া টাকাগাছ এলাকায় বাড়িভাড়া করে থাকেন।

পুজোর দিনে চা বাগানে তালা

বেলাকোবা, ১৮ সেপ্টেম্বর : সোমবার সকালে কাজ করতে এসে আখতার খাতুন, রহমত আলিরা দেখলেন, চা বাগানের দরজায় ঝুলছে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ। পুজোর মাত্র মাসখানেক আগে আচমকাই বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম বিপাকে পড়লেন রাজগঞ্জ ব্লকের সুখানি গ্রাম পঞ্চায়েতের সুখানি প্রোজেক্ট চা বাগানের শ্রমিকরা।

জলপাইগুড়ি

সেখানে স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলিয়ে তিনশোরও বেশি শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়লেন। কেন এমন পদক্ষেপ করল বাগান কর্তৃপক্ষ? বাগানের ম্যানেজার নিতাই সরকারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু ফোন সুইচড অফ থাকায় এব্যাপারে তাঁর কোনও মন্তব্য জানা যায়নি। এদিকে সূত্রের খবর, শ্রমিক অসন্তোষের জেরেই বাগান ছাড়তে নাকি বাধ্য হয়েছে কর্তৃপক্ষ।

এই বাগানের কর্তৃপক্ষ, মালিকদের সংগঠন আইটিপিএ’র সদস্য। সুখানি বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়া নিয়ে আইটিপিএ’র আহ্বায়ক অমিতাভ চক্রবর্তী বলেন, ‘শ্রমিকদের মধ্যে নিয়মশৃঙ্খলার অবনতির কারণেই বাগান কর্তৃপক্ষ সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক-এর নোটিশ দিতে বাধ্য হয়েছে। তারা চায় না যে বাগানটি বন্ধ থাকুক। দ্বিপাক্ষিক অথবা ত্রিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে তারা সমাধান করতে চায়।’ এ তো গেল মালিকপক্ষের কথা। এদিকে, আখতার বা রহমতদের মতো শ্রমিকদের দাবি, বাগানে কোনও শ্রমিক অসন্তোষ ছিল না। কাজ বন্ধ করে দেওয়া নিয়ে শ্রমিকপক্ষের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনাও করেনি বাগান কর্তৃপক্ষ। তৃণমূল শ্রমিক ইউনিয়নের সুখানি চা বাগানের সংগঠনের সম্পাদক রহমান আলি বরং বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ তুলেছেন।

অলিগলিতে ব্রাউন সুগার

ফালাকাটা, ১৮ সেপ্টেম্বর : ক’দিন আগে ফালাকাটা শহরের একটি ক্লাবের মোড়ে অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছিল এক যুবক। পাড়ার ছেলেদের সন্দেহ হওয়ায় ওই যুবককে স্থানীয় ক্লাবে আটকে রাখা হয়। তার হাতে ছিল একটি প্যাকেট। জিজ্ঞেস করতেই বলে প্যাকেটে বিএস আছে। ক্লাবকর্তারা অবশ্য প্রথমে এই বিএস-এর মানে বোঝেননি। কিন্তু যুবককে একটু চাপ দিতেই বেরিয়ে আসে আসল কথা। বিএস আসলে ব্রাউন সুগার। কয়েক

আলিপুরদুয়ার

মাস হল সে এই নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছে। এটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। শহরের আশুতোষপল্লি এলাকায় একেবারে প্রকাশ্যে বিএস-এর নেশা করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে দুই যুবক। বাসিন্দারা পরে ওই যুবকদের পুলিশের হাতে তুলে দেন।

মা, তিন মেয়েকে খুনের চেষ্টা

গাজোল, ১৮ সেপ্টেম্বর : পরপর তিনটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ায় মা ও তিন মেয়েকে বিষ খাইয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ

মালদা

উঠল খোদ স্বামীর বিরুদ্ধে। সোমবার গাজোলের পাণ্ডুয়া পঞ্চায়েতের গোসানিবাগ এলাকার ঘটনা। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ আনা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বামী।

বধূর বাবা গণেশ মণ্ডলের অভিযোগ, ‘মেয়েকে ও তিন নাতনিকে রবিবার রাতে জোর করে বিষ খাওয়ানোর চেষ্টা করে জামাই। তবে দুই নাতনি সুযোগ বুঝে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে গ্রামবাসীদের বিষয়টি জানায়। গ্রামবাসীরা বিষয়টি জানতে পেরে জামাইয়ের বাড়িতে আসে। ওখান থেকে তাদের উদ্ধার করে প্রথমে নিয়ে যায় পাণ্ডুয়া প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে। পরে পাঠিয়ে দেওয়া হয় মালদা মেডিকেলে। সেখানে বর্তমানে আমার মেয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। আমরা জামাইয়ের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করব।’

জলপাইগুড়ির একমাত্র মহিলা পুরোহিতকে ডাক শিলিগুড়িতে

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : বাড়িতে প্রতিদিনের পুজো তাঁদেরই কাঁধে। কিন্তু বড়মাপের পুজো, বিশেষ করে দুর্গাপুজোর মতো বড় পুজো পুরুষ পুরোহিতদের দিয়ে করানোর দৃশ্য দেখা যায় হামেশা। জলপাইগুড়ি শহরে সেই রীতির মধ্যে ব্যতিক্রম জয়া চক্রবর্তী। শহরের একমাত্র মহিলা পুরোহিতের এবার পুজোয় ডাক পড়েছে প্রতিবেশী শহর শিলিগুড়িতে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষিকার হাত দিয়ে এবার শিলিগুড়ির দুধ মোড়ে দেবী দুর্গার আরাধনা হবে। শিক্ষকতার ফাঁকে সেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন এই মহিলা পুরোহিত।

জয়া চক্রবর্তী

শুরুটা হয়েছিল অবশ্য অন্যভাবে। সোমবার কথা প্রসঙ্গে জয়া বললেন, সেবার ২০১৯ সালে স্কুলে সরস্বতীপুজো ছিল। কিন্তু সরস্বতীপুজোর দিন হাতের কাছে পুরোহিত পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। সদর ব্লকের বিবেকানন্দ হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষিকা সুমনা ঘোষ দস্তিদার পুজো করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। তাতেই সাড়া দিয়ে পুরোহিতের ভূমিকায় নামা। তারপর দুর্গাপুজোও করেছি গত বছর। সেই ট্র্যাডিশন মেনে এবারও পুজো করায় সায় দিয়েছেন জয়া। সেইমতো কাকভোরে উঠে চণ্ডীপাঠের অনুশীলন করছেন। পুজোর একমাস আগে থেকে শুরু হয়ে চলবে চতুর্থী পর্যন্ত। জয়া বলেন, পঞ্চমীতে পুজো করতে যাব শিলিগুড়িতে।

> “শিলিগুড়ি শহরের মাতৃকুঠি থেকে দুর্গাপুজো করার আমন্ত্রণ এসেছে। সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েই সেখানে যাব।
>
> – **জয়া চক্রবর্তী**, *পুরোহিত*

পুজোর প্রতিটি নিয়ম যাতে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয় সে ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা গ্রহণ করছি। জয়া বললেন, শিলিগুড়ি শহরের মাতৃকুঠি থেকে দুর্গাপুজো করার আমন্ত্রণ এসেছে। সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েই সেখানে যাব।

তাঁর কথায়, সমাজে নারী এবং পুরুষের সমান অধিকার। পুরুষ পুরোহিতরা স্বচ্ছন্দে পুজো করছেন। তাহলে মহিলাদের পুজো করতে সমস্যার কিছু থাকতে পারে না। এই কাজে মনে আত্মবিশ্বাস আসে। সেই আত্মবিশ্বাসের জোরে পুজো করা শুরু করি। পাঁচ বছর ধরে দুর্গাপুজো করছি।

চণ্ডীপাঠ দুর্গাপুজোর অঙ্গ। চণ্ডীপাঠকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করার জন্য অনুশীলন করছি। পুজোর মন্ত্রগুলি বাড়িতে ভালোভাবে উচ্চারণ করছি। মায়ের শ্রীচরণে বিশুদ্ধভাবে যাতে পুজো দিতে পারি সেই চেষ্টার ত্রুটি থাকবে না। যজ্ঞ হবে। সন্ধিপুজো কঠিন। তবুও এই পুজোকে নিয়ম মেনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে করব। জয়াকে পুজোর কাজে সাহায্য করবেন তাঁর ননদ শিখা চক্রবর্তী।

পুজোর নিয়ম কঠিন হলেও এই পাঁচ বছরে সেই নিয়ম রপ্ত করেছেন অনেকটাই। তিনি বলেন, চারদিন সকাল থেকে উপবাস থাকি। রাতে মায়ের পুজো সেরে আমরা অন্ন গ্রহণ করি। পুজোর দিনগুলিতে ভক্তদের দেখে আনন্দ হয়। মহিলা পুরোহিত হিসাবে পুজো করার সাক্ষী হতে অনেকেই আসেন। এটাই আমার পরম প্রাপ্তি।

তাঁর সংযোজন, এবারে বিন্নাগুড়ি থেকেও পুজো করার আমন্ত্রণ এসেছিল। কিন্তু শিলিগুড়ি কাছে। তাই সেখানে পুজো করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

সংসদের ৭৫ বছরের কৃতিত্বের গুণগান ■ উঠে এল ৩৭০ থেকে জিএসটি প্রসঙ্গ

অ্যাজেন্ডা থেকে বাদ সিইসি বিল

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর : ঘমন্ডিয়া বলে কটাক্ষ করা হলেও ইন্ডিয়া জোটের সম্মিলিত বিরোধিতার মুখে শেষপর্যন্ত পিছু হঠল মোদি সরকার। সোমবার থেকে শুরু হওয়া সংসদের বিশেষ অধিবেশের অ্যাজেন্ডা থেকে বাদ গেল মুখ্য নির্বাচনি কমিশনার (সিইসি) এবং নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিলটি।

পাঁচদিনের বিশেষ অধিবেশনে ওই বিলটি পাশ করাতে চেয়েছিল কেন্দ্র। সংসদের অ্যাজেন্ডাতেও সেটি রাখা হয়েছিল। কেন্দ্রের অভিপ্রায় টের পেয়ে কংগ্রেস, তৃণমূল সহ ইন্ডিয়া জোটের তরফে বিলটির প্রবল বিরোধিতা করা হয়। স্পেন থেকে দলীয় সাংসদদের বিলটির সর্বাত্মক বিরোধিতার বার্তা দেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্বের সঙ্গেও বিষয়টি নিয়ে নিরন্তর চর্চা শুরুর নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। রবিবার সর্বদলীয় বৈঠকে বিরোধী জোটের তরফে আপত্তি জানানো হয়। অবশেষে বিশেষ অধিবেশনের অ্যাজেন্ডা থেকে বিলটি বাদ দিল দিল কেন্দ্র।

জানা যাচ্ছে, বিলটিতে সংশোধনী আনার ব্যাপারে আরও বিচার-বিবেচনা করতে চায় কেন্দ্র। বিলটিতে সিইসি ও নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের কমিটি থেকে দেশের প্রধান বিচারপতিকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অথচ গত মার্চ মাসে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছিল, যে কমিটি গঠন করা হবে তাতে প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার বিরোধী দলনেতা এবং প্রধান বিচারপতিকে রাখতে হবে। সরকার সেই রায়কে তোয়াক্কা না করে যেভাবে প্রধান বিচারপতিকে কমিটির বাইরে রেখেছে তাতে প্রশ্ন তোলেন বিরোধী নেতা-নেত্রীরা। তবে সর্বদল বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংসদে আলোচ্য বিষয় নিয়ে কথা বলার সময় কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশি সিইসি বিল নিয়ে উচ্চবাচ্য করেননি। তাঁর কাছে এর কারণ জানতে চাওয়ায় উত্তরে তিনি বলেন, 'আমার যা বলার ছিল তা আমি বলে দিয়েছি।'

মোদির বক্তৃতায় আমিত্বের ছোঁয়া

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার থেকে পুরোনো সংসদ ভবন ছেড়ে নতুন সংসদ ভবনে পাকাপাকিভাবে বসবে অধিবেশন। তার আগে সোমবার পুরোনো সংসদ ভবনের পরম্পরা ও ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু তা করতে গিয়ে আমিত্বের ছোঁয়াও বজায় রাখলেন তিনি। প্রায় আট দশকের ইতিহাসের কথা বলতে গিয়ে বারবার মনে করিয়ে দিলেন, সংবিধানের ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ রদ থেকে জিএসটি বিল, সংসদের ঐতিহাসিক কীর্তিগুলি তৈরি হয়েছে তাঁরই আমলে। কংগ্রেস অবশ্য ইতিহাস থেকে এভাবে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার বিরোধিতা করেছে। লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীররঞ্জন চৌধুরি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, সবুজ বিপ্লব, ব্যাংক জাতীয়করণ, পঞ্চায়েত রাজ আইন, তথ্যের অধিকার, মনরেগা, শিক্ষার অধিকারের মতো দেশ গঠনের ঐতিহাসিক কীর্তির সংখ্যা কংগ্রেসের ঝুলিতেও কম নেই। অধীর বলেন, 'এখনও জম্মু ও কাশ্মীরে জওয়ানরা শহিদ হচ্ছেন। এর অর্থ ৩৭০ নিয়ে আমাদের বিরোধিতা সঠিক ছিল।'

তিনিই কেন্দ্রবিন্দু... সংসদ ভবনের সামনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি নরেন্দ্র মোদি।

প্রধানমন্ত্রী পুরোনো সংসদে শেষদিনেও বিরোধীদের খোঁচা, ব্যঙ্গবিদ্রুপ করা ছাড়েননি। তিনি বলেন, 'এটা তো সংক্ষিপ্ত অধিবেশন। তাই সাংসদদের সর্বাধিক সময় ব্যয় করা উচিত উৎসাহ, উদ্দীপনার জন্য। কান্নাকাটি করার জন্য অনেক সময় রয়েছে। তখন না হয় করবেন। কিন্তু জীবনে খুব কম সময়ই পাওয়া যায় যখন নিজেদের উদ্দীপ্ত এবং আত্মবিশ্বাসী মনে হয়। আমি এই সংক্ষিপ্ত অধিবেশন সেভাবেই দেখছি।' মোদি এদিন সংসদের ৭৫ বছরের কীর্তির কথা স্মরণ করতে গিয়ে ইউপিএ আমলে ক্যাশ ফর ভোট কেলেঙ্কারির প্রসঙ্গ টেনে আনেন। নিয়ে আসেন সংসদে হামলার বিষয়টিও। জানান, পুরোনো সংসদ ভবনের সঙ্গে অনেক তিক্ত ও মিষ্টি স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। তিনি বলেন, 'এই সভা গর্বের সঙ্গে সবসময় বলবে, ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ রদ, জিএসটি পাশ হয়েছিল এখানে। এক দেশ, এক পেনশন এবং আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণির জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণ বিনা বাধায় সফলভাবে পাশ হয়েছিল এই সভা থেকেই।' মোদির কথায়, 'এই ভবনকে বিদায় জানানোটা একটি আবেগঘন মুহূর্ত। আমাদের অনেক মতবিরোধ রয়েছে, বিতর্ক রয়েছে। কিন্তু আমরা সবসময় একটি পরিবারের মতো মানসিকতা পেয়েছি।' প্রধানমন্ত্রীর আবেগঘন বক্তৃতায় তখন ট্রেজারি বেঞ্চে শুধুই বিজেপি সাংসদদের চাপড়ের আওয়াজ। নিজের কীর্তির প্রচারের রথ ছুটিয়ে মোদি বলেন, 'আমি যখন সাংসদ হিসেবে প্রথমবার এই ভবনে প্রবেশ করি, তখন গণতন্ত্রের পীঠস্থানকে সম্মান জানাতে নতজানু হয়েছিলাম। সেটা একটি আবেগময় মুহূর্ত ছিল। আমি কখনও কল্পনাও করিনি, একটি গরিব পরিবারের সন্তান যে রেলস্টেশনে থাকত সে সংসদে ঢোকার সুযোগ পাবে। এত ভালোবাসা যে পাব সেটাও কখনও কল্পনা করিনি।' পুরোনো সংসদের ইতিহাস স্মরণ করতে গিয়ে চন্দ্রযান-৩ এবং জি২০ সাফল্যের প্রসঙ্গও টানেন মোদি। এদিন সংসদে ছিলেন সোনিয়া গান্ধি ও রাহুল গান্ধি।

মোদির প্রচারের সামনে কংগ্রেসের তরফে মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে জোরাল সওয়াল করা হয়। অধীরবাবু বলেন, 'কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি বহুবার মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ করানোর জন্য সংসদে সরব হয়েছিলেন। কিন্তু সেটি আজ পর্যন্ত পাশ হয়নি। সমস্ত দেশবাসীর তরফে আমরা দাবি করছি, অবিলম্বে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ করানো হোক।' রাজ্যসভায় একই কথা বলেন বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে।

অধ্যক্ষ অনুপস্থিত, ফের বেজে উঠল জাতীয় সংগীত

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর : ৭৫ বছরের সংসদীয় ইতিহাসে কার্যত বিরল এবং অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতার সাক্ষী রইল লোকসভা। সোমবার সংসদের পুরোনো ভবনে আয়োজিত শেষ অধিবেশনে বেজে উঠল জাতীয় সংগীত, একবার নয় দু-দু'বার। ঘটনাটি কেন্দ্র করে চরম অস্বস্তির মুখে পড়েছে সরকারপক্ষ।

সোমবার সকাল ১০টা ৫৫মিনিট নাগাদ সংসদের বিশেষ অধিবেশনে যোগ দিতে লোকসভায় হাজির হন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী সভাকক্ষে পা রাখা মাত্র 'মোদি মোদি' ধ্বনি তোলেন শাসক দলীয় প্রতিনিধিরা। হাজির হন অমিত শা, রাজনাথ সিং, নীতিন গড়করি সহ বিজেপির সংসদীয় দলের তামাম প্রতিনিধি। বিরোধী শিবিরে উপস্থিত হন সোনিয়া গান্ধি, অধীররঞ্জন চৌধুরি, ফারুক আবদুল্লা, টি আর বালু সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

মোদির আসন গ্রহণ করামাত্র আচমকা বেজে ওঠে জাতীয় সংগীত। সাংবিধানিক প্রথা মেনে সকলে উঠে দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে 'জনগণমণ'তে গলা মেলান। তখন দেখা যায়, খোদ লোকসভা অধ্যক্ষ ওম বিড়লার আসন খালি, তিনি তখনও হাজির হননি। স্পিকারকে ছাড়াই বেজে উঠেছে জাতীয় সংগীত, যা সংসদীয় রীতিবিরুদ্ধ। সংসদ টিভির ক্যামেরায় দেখা যায় স্পিকারের আসনের ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে ওম বিড়লা। এই ঘটনায় তিনিও বেজায় অপ্রস্তুত। এরপর ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে ঠিক ১১টা নাগাদ স্পিকার তাঁর আসন গ্রহণ করা মাত্র, আবারও বেজে ওঠে জাতীয় সংগীত। প্রধানমন্ত্রী সহ সমস্ত সাংসদ আবার উঠে দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। কিন্তু ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্য, এমনকি খোদ প্রধানমন্ত্রীর মুখেচোখেও ধরা পড়ে অস্বস্তি। অনেকের মুখে দেখা যায় একচিলতে উপহাসের হাসি।

এরপরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের সদস্যরা। বিএসপি'র দানিশ আলি উঠে দাঁড়িয়ে সরাসরি আক্রমণ শানান স্পিকারের উদ্দেশে, তর্জনি তুলে জিজ্ঞাসা করেন, 'এসব কী হচ্ছে? দু-দু'বার জাতীয় সংগীত বাজানোর কারণ কী?' কংগ্রেসের অধীর চৌধুরি, গৌরব গগৈরা বলেন, 'এভাবে দু'দফা জাতীয় সংগীত বেজে ওঠার ঘটনা বিরল ও অবমাননাকর। কেন স্পিকারের জন্য অপেক্ষা না করেই বেজে উঠল জাতীয় সংগীত? খোদ লোকসভা অধ্যক্ষের প্রতি এই অবমাননা।' তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় বলেন, 'এই ঘটনা সংসদীয় ইতিহাসে কার্যত নজিরবিহীন। এত বছর সংসদে আছি, কখনও এমনটি ঘটতে দেখিনি। তবে এই সরকারের জমানায় সবই সম্ভব।' সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষোভ ছড়ায় লোকসভায়, যা নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমসিম খান বিড়লা।

ওম বিড়লা বলেন, 'এই ঘটনা অনভিপ্রেত। একটা টেকনিক্যাল এরর হয়েছে। আমি তদন্ত করে দেখার নির্দেশ দিয়েছি।' তিনি এও বলেন, সভাকক্ষে জাতীয় সংগীত বাজানোর নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতেই। অবশ্য এই কাণ্ড নিয়ে খোঁজখবর নেবেন তিনি।

সুপ্রিম কোর্টে নতুন প্যানেলের আবেদন

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর : হিন্ডেনবার্গের রিপোর্টের প্রেক্ষিতে আদানি গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ড খতিয়ে দেখতে যে বিশেষজ্ঞ প্যানেল তৈরি হয়েছিল, তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। ওই কমিটি নতুন করে গঠনের আর্জি জানিয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন এক ব্যক্তি। তাঁর দাবি, সুপ্রিম কোর্ট গঠিত ওই প্যানেলের অন্তত তিনজন সদস্যের সঙ্গে স্বার্থের সম্পর্ক রয়েছে আদানি গোষ্ঠীর।

শিল্পপতি গৌতম আদানির সংস্থার বিরুদ্ধে শেয়ার বাজারে কারচুপির অভিযোগ তুলে রিপোর্ট পেশ করেছিল মার্কিন গবেষণা সংস্থা হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ। তারপর গত ২ মার্চ শেয়ার বাজারের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারসাধনের উদ্দেশ্যে একটি 'বিশেষজ্ঞ প্যানেল' তৈরি করেছিল দেশের শীর্ষ আদালত। স্থির হয় অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এএম সাপ্রের নেতৃত্বে ওমপ্রকাশ ভাট, বিচারপতি জেপি দেবদত্ত, কেভি কামাথ, নন্দন নিলেকানি এবং সোমশেখর সুন্দরেশনের প্যানেল শেয়ার বাজারের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা খতিয়ে দেখবে। কিন্তু অনামিকা জয়সওয়াল নামে এক আবেদনকারী সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছেন, কমিটির তিনজন সদস্যের সঙ্গে কমিটির উদ্দেশ্যের 'স্বার্থের সংঘাত' রয়েছে। তাই নতুন করে প্যানেল গঠন করা উচিত।

আবেদনকারীর আপত্তি প্যানেলের তিন সদস্যকে নিয়ে। তাঁরা হলেন এসবিআই-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান ওপি ভাট, আইসিআইসিআই-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান এমভি কামাথ এবং আইনজীবী সোমশেখর সুন্দরেশন।

আবেদনকারীর বক্তব্য, ভাট বর্তমানে যে পুনর্নবীকরণ শক্তি সংক্রান্ত বেসরকারি সংস্থার চেয়ারম্যান, আদানি গোষ্ঠীর সঙ্গে সেই সংস্থার ২০২২ সালের মার্চ মাস থেকে ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে। তাছাড়া স্টেট ব্যাঙ্কের প্রাক্তন চেয়ারম্যান হিসাবে ঋণখেলাপি শিল্পপতি বিজয় মালিয়াকে আইন ভেঙে ঋণ পাইয়ে

আদানি-হিন্ডেনবার্গ তদন্তে স্বার্থের সংঘাত

দেওয়ার একটি মামলায় ২০১৮ সালে সিবিআই জেরা করেছিল ভাটকে। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের প্রাক্তন চেয়ারম্যান কেভি কামাথের নাম উঠে এসেছে ওই ব্যাঙ্কেরই দুর্নীতি কাণ্ডে। এই দুর্নীতিতে প্রধান অভিযুক্ত হিসাবে উঠে এসেছে সংস্থার প্রাক্তন সিইও ছন্দা কোচারের নাম। অন্যদিকে সোমশেখর সুন্দরেশন সম্পর্কে আবেদনকারীর বক্তব্য, কমিটির এই সদস্য প্রবীণ আইনজীবী হিসাবে সেবি বোর্ড সহ একাধিক জায়গায় আদানি গোষ্ঠীর হয়ে আইনি সওয়াল করেছেন। এই প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদনকারীর আর্জি, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এমন সদস্যদের নিয়ে নতুন কমিটি গড়া হোক।

পঞ্চাশ লাখ টাকার কয়েন এবং এক কোটিরও বেশি নোট দিয়ে তৈরি গণেশের মূর্তি। সোমবার বেঙ্গালুরুতে।

'দেশে যতই লড়াই থাক, বিদেশে আমরা এক'

বার্সেলোনায় বার্তা মমতার

বার্সেলোনা, ১৮ সেপ্টেম্বর : মাদ্রিদে ছিলেন ধীরস্থির। কিন্তু বার্সেলোনায় পৌঁছেই স্বমহিমায়। মেসির দেশে নিজস্ব সাবলীল ছন্দেই দেখা গেল বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। মুখ্যমন্ত্রীর খোলস ছেড়ে বেরিয়ে বার্সেলোনায় প্রবাসী বাঙালি এবং অবাঙালি ভারতীয়দের আপন করে নিলেন মমতা। পাশাপাশি হয়ে উঠলেন 'ভারতের দূত'। তাঁর মুখে শোনা গেল 'ভারতের ধারণা'র কথা, সর্বধর্ম সমভাব, বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য এবং ভাষার বৈচিত্রের কথাও।

সোমবার সকালে বার্সেলোনায় শিল্পপতি এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনায় নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে মমতা বলেন, 'দেশে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে লড়াই আছে, থাকবে। কিন্তু দেশের বাইরে আমরা ঐক্যবদ্ধ ইন্ডিয়ান। সেই কারণে শিল্প সম্মেলনের কোনও অনুষ্ঠানে রাজনীতির কথা বলিনি।'

রবিবার মাদ্রিদ থেকে বার্সেলোনা পৌঁছোনোর পরই সেখানকার এল প্যালেস হোটেলে প্রবাসীদের সঙ্গে মিলিত হন মুখ্যমন্ত্রী। ছিলেন তাঁর সফরসঙ্গী শিল্পপতিরা, ক্রীড়াজগতের প্রতিনিধিরা। মমতার সঙ্গে বার্সেলোনা এসেছেন স্পেনে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত দীনেশ পট্টনায়েক এবং তাঁর স্ত্রীও।

গত এক সপ্তাহের শিল্প সফর নিয়ে দেশে বিদেশে আলোচনার বিরাম নেই। সোশ্যাল মিডিয়াতেও এ নিয়ে নানা প্রশংসা ও কটাক্ষ শোনা গিয়েছে। এ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মাদ্রিদে দারুণ সাড়া পেয়েছি। লা লিগাকে কিশোর ভারতী স্টেডিয়াম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অনেক ভাবনাচিন্তা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে একটি টিম কলকাতা যাবে। কিশোর ভারতীর সেটআপ অনেকটাই তৈরি হয়ে গিয়েছে। বাকি যেটুকু দরকার লা লিগার সঙ্গে আলোচনা করে করা হবে।'

সোমবার দুপুরে মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল স্থানীয় শিল্পপতি কমল মিত্তলের কারখানা দেখতে যায়। মূলত রেলের লাইন ও যন্ত্রাংশ তৈরি করা হয় শিল্পপতি মিত্তলের কারখানায়। তিনি পশ্চিমবঙ্গে লগ্নিতে আগ্রহী। অত্যাধুনিক জার্মান প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিলিগুড়িতে কারখানা তৈরির ব্যাপারে আলোচনা চলছে। এই পদক্ষেপ কার্যত নতুন মাইলফলক।

এদিন দুপুরের পর বেশ কয়েকটি শিল্প বৈঠক হয়েছে। আগামীকাল মূল শিল্প বৈঠক বা শিল্প সম্মেলন রয়েছে। তার প্রস্তুতি চলছে পুরোদস্তুর।

অন্যদিকে মাদ্রিদ থেকে বার্সেলোনা পর্যন্ত প্রবাসী ভারতীয়দের আপ্যায়ন এবং উৎসাহে আপ্লুত ও অভিভূত মুখ্যমন্ত্রী। বার্সেলোনায় রবিবারের অনুষ্ঠানটির উদ্যোক্তা প্রবাসী বাঙালিরা হলেও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ যেভাবে উৎসাহ দেখিয়েছেন তাতে বিস্মিত মুখ্যমন্ত্রী।

বার্সেলোনায় ভারতীয় শিল্পপতিদের সঙ্গে হালকা মেজাজে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শীর্ষ আদালতে ধাক্কা হেমন্ত সোরেনের

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর : সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি মিলল না ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের। আর্থিক বেনিয়ম সংক্রান্ত একটি মামলায় তাঁর আবেদন সোমবার পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালতের বিচারপতি অনিরুদ্ধ বোস এবং বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদীর ডিভিশন বেঞ্চ।

বেআইনি খনি দুর্নীতি নিয়ে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট সমন জারি করেছিল সোরেনের বিরুদ্ধে। এ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। সোমবার সুপ্রিম কোর্ট মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন শুনতে চায়নি। হাইকোর্টে যাওয়ার জন্য সোরেনকে পরামর্শ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

হেমন্ত সোরেনের তরফে প্রবীণ আইনজীবী মুকুল রোহতগি শীর্ষ আদালতে বলেন, তাঁর মক্কেলকে 'ডাইনি ধরা'র মতো করে অহেতুক হেনস্তা করা হচ্ছে। তাঁকে থামিয়ে দিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতিরা বলেন, 'আপনি হাইকোর্টে যাচ্ছেন না কেন? আপনি হাইকোর্টে চলে যান। আপনাকে মামলা তুলে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হল।' এরপরই মামলাটি খারিজ হয়ে যায়।

১৮ সেপ্টেম্বর ইডি দপ্তরে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল সোরেনের। কিন্তু একই দিনে সুপ্রিম কোর্টে সোরেনের আবেদনের শুনানির তারিখ পড়ায় তিনি ইডি-র ডাকে সাড়া দেননি। এদিন সেই শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা বলেন, 'আমরা মনে করি, এই মামলার প্রতিটি বিষয় আগে হাইকোর্টে ওঠা উচিত।' ইতিমধ্যে ১৭ সেপ্টেম্বর একটি সমন পাঠিয়ে সোরেনকে ২৩ সেপ্টেম্বর দপ্তরে ডেকে পাঠিয়েছে ইডি।

মৃত্যুর কারণ না জেনে স্বামীর দেহ নিলেন না সেনার স্ত্রী

ইম্ফল, ১৮ সেপ্টেম্বর : মণিপুরে সাম্প্রতিক মেইতেই-কুকি সংঘর্ষে সেনাবাহিনীর মানুষকেও হত্যা করা হয়েছে। কেন তাঁদের খুন করা হয়েছে তার কারণ অজানা থেকে গিয়েছে বহুক্ষেত্রে। শনিবার ফের তা ঘটল। সেনা জওয়ান সের্তো থাংথাং কমকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তাঁর স্ত্রী লেইভন সোমিওন কম জানিয়েছেন, হত্যার কারণ না জানা পর্যন্ত তিনি স্বামীর দেহ গ্রহণ করবেন না।

নম্র স্বভাবের সের্তো থাংথাং কমের কারোর সঙ্গে শত্রুতা ছিল না। খারাপ ছিল না তাঁর সার্ভিস রেকর্ড। সেবা করেছেন দেশের। এমন মানুষের জীবনের পরিণতি যা হল, তা মানতে পারছেন না স্ত্রী লেইভন সোমিওন কম। ইম্ফলের ওয়েস্ট হ্যাপি ভ্যালির তারুংয়ে স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে সুখের সংসার। সের্তো প্রথমে অসম রেজিমেন্টে ছিলেন। ২০১৮ সালে স্বেচ্ছাবসর নেন। তিন বছর পর যোগ দেন ডিফেন্স সিকিউরিটি কর্পে। তাঁর কর্মস্থল লেইমাখং মিলিটারি গ্যারিসন। ১৫ দিনের ছুটিতে বাড়িতে ছিলেন। সোমবার কর্মস্থলে ফিরে যাওয়ার কথা। এর মধ্যে অপহৃত হয়ে খুন হলেন।

লেইভন জানিয়েছেন, শনিবার সবে সকালের জলখাবার খেয়ে উঠেছেন। হঠাৎ দরজায় বেল বাজল। সের্তো হন্তদন্ত হয়ে এগোন। ছোট ছেলে বাবার পিছুনেয়। কিছুক্ষণের মধ্যে ছুটে এসে জানায়, তার বাবার মাথায় একজন বন্দুক ধরেছে। একথা শুনেই লেইভন ছুটে এগিয়ে গিয়েও কাউকে দেখতে পাননি। আসলে অপহরণ করা হয় সের্তোকে। রবিবার সকালে বাড়ি থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে তাঁর দেহ পাওয়া গিয়েছে। সম্প্রতি প্রতিরক্ষামন্ত্রকের করণিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন সের্তো। কয়েকমাসের মধ্যে সেই চাকরিতে যেতেন। তা আর হল না।

উদ্ধার জঙ্গির দগ্ধ দেহ

শ্রীনগর, ১৮ সেপ্টেম্বর : জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার কোকারনাগের ঘন জঙ্গলের ভিতরে জঙ্গিদের গোপন আস্তানার কাছে পৌঁছে গেল নিরাপত্তাবাহিনী। সেনা-জঙ্গি সংঘর্ষে ৬ দিনে পড়ল। সেনাবাহিনীর সূত্র জানিয়েছে, অনন্তনাগে একটি দগ্ধ দেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতের পোশাকের প্যাটার্ন লক্ষ করে নিরাপত্তা কর্মীদের বিশ্বাস, দেহটি সন্ত্রাসবাদীর। সোমবার ভোর থেকে অনন্তনাগে চলছে তল্লাশি অভিযান। ড্রোনের মাধ্যমে এক সেনা জওয়ান ও জঙ্গির মৃতদেহ খুঁজে বার করার চেষ্টা চলছে। এদিন হিজবুলের তিন জঙ্গিকে আটক করা হয়েছে।

অনুব্রতর জামিন

সিবিআই-কে নোটিশ পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর : গোরু পাচার মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে জামিনের আবেদন করেছিলেন তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল। সেই আবেদন খারিজ করে দেয় হাইকোর্ট। ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যান অনুব্রত। এবার অনুব্রতর জামিনের আবেদনের মামলায় সিবিআইকে নোটিশ দিল শীর্ষ আদালত। বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসু এবং বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদীর ডিভিশন বেঞ্চ সিবিআইকে ওই নোটিশ ধরিয়েছে।

সোমবার অনুব্রতর আইনজীবী মুকুল রোহতগি সুপ্রিম কোর্টে বলেন, 'পাঁচটি চার্জশিট ফাইল হয়েছে। শুধু আমার মক্কেলই একমাত্র জেলে রয়েছেন। ১৪ মাস তিনি জেলে কাটিয়ে দিয়েছেন। এমনকি এই মামলায় প্রধান 'কিংপিন' জামিন পেয়ে গিয়েছেন। তাই অনুব্রতকেও জামিন দেওয়া হোক।'

বিচারপতি বসু জানান, আদালত সিবিআইকে নোটিশ জারি করার নির্দেশ দিচ্ছে। তদন্ত কোন পর্যায়ে রয়েছে, তা জানা দরকার বলেও মনে করেন বিচারপতি। তারপরেই জামিনের আবেদন বিবেচনা করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

গত বছরের অগাস্টে গোরু পাচার মামলায় সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হন অনুব্রত। তারপর তাঁর জায়গা হয় আসানসোল জেলে। পরে একই মামলায় অনুব্রতকে ইডি নিজেদের হেপাজতে নিলেও খুনের চেষ্টার মামলায় রাজ্য পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন তৃণমূল নেতা। পরে জামিন পেয়ে রামপুরহাট জেল থেকে আবার আসানসোল জেলে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। গোরু পাচার মামলায় দিল্লিতে ইডি নিজেদের হেপাজতে তাঁকে রাখে। তাকে দু'সপ্তাহ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তারপর থেকে তিহারেই রয়েছেন অনুব্রত। সেখানে রয়েছেন তাঁর মেয়ে সুকন্যা মণ্ডল এবং হিসাবরক্ষক মণীশ কোঠারিও।

৫৬ বিধায়কের পদ খারিজ মামলা

মহারাষ্ট্র স্পিকারকে সুপ্রিম-তিরস্কার

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর : শিবসেনার প্রকৃত উত্তরাধিকার নিয়ে উদ্ধব ঠাকরে এবং একনাথ শিন্ডে শিবিরের মধ্যে বিতর্ক যেন কিছুতেই থামছে না। বিধায়ক পদ খারিজ নিয়ে ফের বড় নাটক জমে উঠেছে মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে সহ ৫৬ জনের বিধায়ক পদ খারিজ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে বিধানসভার স্পিকার রাহুল নরবেকরকে সময় বেঁধে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। মহারাষ্ট্র বিধানসভার ৫৬ জন বিধায়কের পদ খারিজ সংক্রান্ত আবেদন শুনতে আগামী সাতদিনের মধ্যে নির্দিষ্ট নির্ঘণ্ট তৈরির নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। গোটা বিষয়টির নিষ্পত্তি করতে স্পিকারের ঠিক কতদিন লাগবে তাও আদালতকে জানাতে বলা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, এ বিষয়ে সরকারের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা অবহিত করবেন আদালতকে।

উদ্ধব ও শিন্ডে শিবিরে থাকা মোট ৫৬ জন বিধায়কের পদ খারিজ করা সংক্রান্ত মোট ৩৪টি আবেদন জমা পড়েছিল স্পিকারের কাছে। একনাথ শিন্ডে সহ ৫৬ বিধায়কের পদ খারিজের সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করা হচ্ছে কেন তা নিয়ে জুলাইয়ে কড়া কথা বলে নোটিশ পাঠিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু এরপরেও এই ইস্যুতে কাজের কাজ কিছুই এগোয়নি বলে জানাল দেশের শীর্ষ আদালত। এ বিষয়ে যাতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেন স্পিকার নরবেকর তার আর্জি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের বিধায়ক সুনীল প্রভু।

সোমবার মহারাষ্ট্র বিধানসভার স্পিকারের গয়ংগচ্ছ মনোভাবের সমালোচনা করে দেশের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ বলেছে, 'চার মাস ধরে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য বলা হচ্ছে। অথচ স্পিকার হচ্ছে-হবে করে কালক্ষেপ করে চলেছেন। দেশের শীর্ষ আদালতের একটা মর্যাদা আছে। তাদের নির্দেশকে মান্যতা দিতে হবে। একটি সিদ্ধান্ত অনন্তকাল ঝুলিয়ে রাখা যায় না।'

১৯২৪ সালে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী সুচিত্রা মিত্র।

কৌতুকাভিনেতা জহর রায়ের জন্ম ১৯১৯ সালে আজকের দিনে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
মঙ্গলবার, ১ আশ্বিন ১৪৩০
■ ৪৪ বর্ষ ■ ১২৩ সংখ্যা

ভাবের ঘরে চুরি

রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা থাকা স্বাভাবিক। যে কোনও দলেরই। কিন্তু কথার কারুকার্যে সেই বাধ্যবাধকতা আড়াল করতে গেলে সেটা ভণ্ডামি হয়ে যেতে পারে। দ্বিচারিতা বললেও অত্যুক্তি হবে না। বিরোধী জোটে সিপিএমের অবস্থান সম্পর্ক সে কারণেই বড় ঘোলাটে। এই অবস্থানকে দিশাহীন বলা যেতে পারে। সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থপ্রণোদিতও বলা যায়। আপাতত ২৮ দলের জোট 'ইন্ডিয়া'য় সিপিএম আছে। কিন্তু জোটের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার জন্য গঠিত সমন্বয় কমিটিতে নেই।

বিতর্কিত বিষয়ে বামপন্থী দলগুলি সবসময়ই নানা যুক্তির অবতারণা করে। যা অনেক সময় ভাবের ঘরে চুরির শামিল। সিপিএম যে 'ইন্ডিয়া'র সমন্বয় কমিটিতে থাকবে না, সেটাও কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করছে না। কথার জাল বিছিয়ে সিপিএমের বয়ান, জোটে এমন কোনও সাংগঠনিক কাঠামো থাকা উচিত নয় যা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে। এমন অবস্থান নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন অনেক। স্ববিরোধিতাও প্রচুর।

মনে করিয়ে দেওয়া যেতেই পারে যে, জোট রাজনীতির অন্যতম সফল মডেলে বামফ্রন্টে কিন্তু শুধু রাজ্য স্তরে নয়, জেলা স্তরেও কমিটি অর্থাৎ সাংগঠনিক কাঠামো আছে। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড পিপলস অ্যালায়েন্সেরও (ইউপিএ) সর্বভারতীয় স্তরে সাংগঠনিক কাঠামো ছিল। তার মানে শুধু বাম দলগুলির জোট বামফ্রন্ট নয়, নানা মতাদর্শের দলগুলির সমঝোতার উদাহরণ ইউপিএ পরিচালনায় কোনও না কোনও সাংগঠনিক বন্দোবস্ত ছিল।

তাহলে 'ইন্ডিয়া'র ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হবে কেন? বলা হচ্ছে, শুধু বিজেপির বিরুদ্ধে ভোটে লড়া নয়, কেন্দ্র বিরোধী আন্দোলন তৈরি করবে বিরোধী জোট। এই কাজের নেতৃত্ব দিতে ন্যূনতম সাংগঠনিক কাঠামো লাগে বৈকি। নাহলে শরিকদলগুলির মধ্যে সমন্বয় ও আন্দোলন পরিচালনায় খামতি থেকে যেতেই পারে। 'ইন্ডিয়া'য় শামিল দলগুলি তাই নিছকই সমন্বয় কমিটি গড়েছে। এরকম সাংগঠনিক কাঠামো গড়ার সিদ্ধান্তে সিপিএমের আপত্তির কথা কিন্তু আগে জানা যায়নি। বরং কমিটিতে দলের প্রতিনিধির নাম পরে জানানো হবে বলা হয়েছিল।

সেই অবস্থান থেকে ভোল পালটে শুধু কমিটিতে অংশগ্রহণে আপত্তি নয়, কমিটি গঠনকেই প্রশ্নের মুখে ফেলে দিল সিপিএম পলিটব্যুরো। সাদা চোখে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে, এই অবস্থান বদলানোর নেপথ্যে কোনও রাজনৈতিক কারণ নেই। আছে শুধু দলের অভ্যন্তরের নানা সমীকরণ এবং তজ্জনিত বাধ্যবাধকতা। বাংলায় তৃণমূলের সঙ্গে সিপিএমের সম্পর্ক চরম বৈরিতার। কেরলে কংগ্রেস সিপিএমের জাতশত্রু।

যার বা যাদের সঙ্গে নিত্যদিনের লড়াই, তাদের সঙ্গে আচমকা সখ্য গড়তে গেলে শুধু জনমনে প্রশ্ন ওঠে না, দলের অন্দরেও অসন্তোষ তৈরি হয়। 'ইন্ডিয়া'য় শামিল হয়ে সেই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি ঘরে-বাইরে সামলাতে হচ্ছে সিপিএমকে। সমন্বয় কমিটিতে সেই পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক। যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রেপ্তার চেয়ে সিপিএম পথে নামে, তাঁর সঙ্গে একই কমিটিতে শামিল হলে দলে বিদ্রোহ হওয়া স্বাভাবিক।

আবার কট্টর সিপিএম বিরোধী কংগ্রেস নেতা কেসি বেণুগোপালের সঙ্গে একই আসনে বসা কেরলে দলের পক্ষে বিপজ্জনক। ফলে অভিষেক ও বেণুগোপালের ছোঁয়া বাঁচাতে জোটে 'সাংগঠনিক কাঠামো'র প্রয়োজন নেই জাতীয় আলগা যুক্তির অবতারণা করতেই হচ্ছে সিপিএম নেতৃত্বকে। অথচ প্রচার, মিডিয়া ইত্যাদি যে কমিটিগুলি তৈরি হয়েছে জোটের, তাতে বহালতবিয়তে সিপিএম আছে।

'ইন্ডিয়া'র বাইরে থাকার কথা সিপিএম ভাবতেও পারে না। তাতে জনবিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয়। আবার সোচ্চারে বলতে পারবে না যে জোটে তৃণমূল বা কংগ্রেস থাকলে সিপিএম থাকবে না। শুধু ঘরের ঝগড়ার ক্ষতে প্রলেপ দিতে সাংগঠনিক কাঠামোর অপ্রয়োজনীয়তার যুক্তির অবতারণা। জোটের নেতৃত্বে হয়তো সিপিএমের সেই নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। ঘরের বিপদ ঠেকাতে তাই সই।

অমৃতধারা

সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা ধর্মজগতের কোনওদিনই কখনও কল্যাণ হয়নি, বরং যথেষ্ট ক্ষতি ও অপকার হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে মানুষ ধর্মের প্রকৃত আদর্শ ও লক্ষ্য ভুলে যায়। ধর্মের নামে পৃথিবীতে যত নৃশংস ব্যাপার ঘটেছে তার মূল কারণই সাম্প্রদায়িকতা। সরল সত্যপরায়ণ ও সংযমী ব্যক্তিই ধর্মলাভের অধিকারী। ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও মনকে যিনি নিজের আয়ত্তে এনেছেন, একমাত্র তিনিই ধর্মকে জানতে পারেন। কুচিন্তা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ মন কিছুতেই ধর্মসাধনায় স্থির ও শান্ত হয় না। সুচিন্তা ও সংকর্মের অভ্যাসই মনঃসংযমের প্রধান উপায়। সম্পূর্ণভাবে সরল না হলে ভগবানকে লাভ করা যায় না। আত্ম বিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়।

– স্বামী অভেদানন্দ

শব্দরঙ্গ ■ ৩৬৩৪

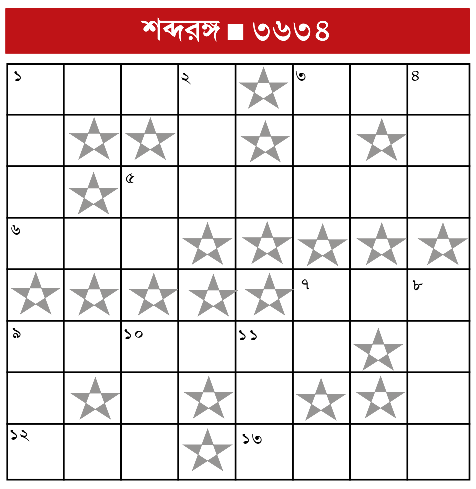

পাশাপাশি : ১। চাঁদমারি হিসাবে প্রস্তুত অর্থাৎ বন্দুক ইত্যাদির নিশানা বা টিপ অভ্যাস করার মাটির ঢিপি ৩। পথচারী ৫। বিষ্ণুর কল্কি অবতার ৬। সুন্দর, মনোহর, মধুর, কুঞ্জবন ৭। মূলত শিশুর ভাষায় বাঘের ডাক ৯। সোনার মুকুট ১২। কদম ফুলের মতো আকার বিশিষ্ট চিনির তৈরি সাদা মিঠাইবিশেষ ১৩। মণিমুক্তাদি বহুমূল্য রত্ন।

উপর-নীচ : ১। দমাদম-এর অনুরূপ শব্দ ২। মর্দন ৩। ঢোল জাতীয় প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ৪। আদরযত্ন, খাতির, সম্মান ৫। পাতা, পাপড়ি, জোট, একই মত ও পথের সমর্থক ব্যক্তিবর্গের গোষ্ঠী ৭। নির্দিষ্ট দিনে বসে এমন কেনা-বেচার জায়গা ৮। সবুজ রংয়ের অত্যন্ত দামি পাথরবিশেষ ৯। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ নৃত্যপদ্ধতিবিশেষ ১০। দইয়ের সঙ্গে ছাতু ময়দা চিঁড়ে প্রভৃতি মিশিয়ে তৈরি খাদ্যবিশেষ ১১। গিরিমল্লিকা ফুলের গাছ, কুড়চি, দ্রোণাচার্য, অগস্ত্য।

সমাধান ■ ৩৬৩৩

পাশাপাশি : ১। জাহ্নবী ৪। জহিন ৫। বান ৭। পুত্র ৮। নভেম্বর ৯। ধবধব ১১। বাচিক ১৩। কটা ১৪। মাধাই ১৫। তিমির।

উপর নীচ : ১। জাহান ২। বীজন ৩। দানধ্যান ৬। নফর ৯। ধনিক ১০। বর্তমান ১১। বাইতি ১২। কদর।

সুচিত্রা মিত্রের শততম জন্মদিন আজ
নিরন্তর বাজে সুর যে স্বরে...

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

যেন কোনও গতজন্মের স্বপ্নের মতো ঈশ্বর শব্দ শুনি। জ্ঞানত চোখ শ্রুতি মেলেছি সেই সুরে। আর নিরবচ্ছিন্ন কালের মন্দিরায় সে সুতো বাঁধা হয়ে গিয়েছে। সে ছিঁড়বে সাধ্য কার! তাঁর জন্মের শতবর্ষ তো আলাদা নয়! সাল কত, কোথায়, কত সহস্র যোজন দূরে বাস মনে হয়নি কোনওকালে। বিশ্বের অমৃতলীলায় কোনও স্বরসাধনায় বাঁধা পড়ে আছি সেই 'পৌষ ফাগুনের পালা'য়।

আত্মার আত্মীয় সুচিত্রা মিত্র সেই শৈশব কৈশোরজুড়ে। সুরের সহস্র ধারায় আত্মীয়তা তৈরি হয়েছে ততদিনে দেবব্রত বিশ্বাস, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও। তাঁদের গান বেজে উঠত সকাল হলেই ফিলিপসের টেপরেকর্ডারে। আকাশবাণীর বাঁধাধরা সময় তো ছিলই। শরতের আশ্বিন আলোয় এইচএমভি'র লং প্লেয়িং রেকর্ড বা ক্যাসেট বাজত চোখের পাতায় রোদের আলোর ফুল বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে আসতেই। যেন দোয়েল নেচে উঠত। ঘর ভরে যেত সুরে। 'কে গো অন্তরতর সে।/আমার চেতনা আমার বেদনা /তারি সুগভীর পরশে।...' সেই যে বীজ বুনে চলা তাতে বুঁদ হয়ে আছি।

ওই ঘোরের ভিতরই হইহই করে উত্তরের মফসসল শহরে অনুষ্ঠানের ছোট ছোট আনন্দ বয়ে যেত। এক সপ্তাহ বা এক মাস আগে থেকেই কার্ড সংগ্রহ চলত। কখনও অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় আসবেন বলে সামনের সারি রাখতেই হবে, সে যত মূল্যই হোক। ঘর ভরা, উঠোন ভরা, কাচের আলমারির আবছায়া আলোয় হলদে রচনাবলির আলোয় কে দাঁড়িয়ে তখন! আক্ষরিক অর্থেই বিশ্বভারতী যেন আমার ঘরে। শরীরে শিহরন... 'তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি,/ওই যে আসে... যুগে যুগে পলে পলে দিনরজনী...'।

বুকের তলে কণ্ঠ যে তাঁর, হাওয়ায় বাজে, 'সে যে আসে, আসে, আসে/দুখের পরে পরম দুখে,...'।

শাড়ি তখন সত্যিই নবম শ্রেণি। সাধ করে আনন্দে রঙিন করে তোলা মন। ষষ্ঠ কি সপ্তম তখন, কোচবিহারে রবীন্দ্রগানের অনুষ্ঠান। স্থান ভবানী হল। কালেভদ্রে তখন ছোটদের বই দেখা। সে অনুষ্ঠানে মঞ্চের চেহারাই আলাদা। অবাক হয়ে ভাবছি কোথায় সাদা পর্দা! চললাম ভিতরে। বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ। সামনে থেকে দেখব তাঁকে। যাঁর কণ্ঠে 'স্বপন-পারের ডাক শুনেছি', এখন জেগে তাঁকেই ভাবছি।

যথারীতি সামনে বসে মোহিত তখন। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ। চারদিকের ভিড় নিরপেক্ষ আমি মঞ্চের নীল শাড়ির আবেশে ধুয়ে যাচ্ছি। শুরু হল, 'তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে কেউ তা জানে না,... ফিরি আমি উদাস প্রাণে, তাকাই সবার মুখের পানে,...' অনুরণিত হল 'তোমার মতো এমন টানে কেউ তো টানে না।।...'

কেন যে একলব্যের গল্প এল ঘুরে আবার। মহানগরীর পথচলা তখন বহুদূর। শিক্ষানবিশ তখন। শুনে শেখার অদ্ভুত খেলা। আয়ত্তীকরণ মায়া। কাছের গুরুর হাত ধরে তালিম। এ শিক্ষার গভীরে মনের ভিতর থেকে যায় যে কণ্ঠস্বর- 'তোমার সুর শুনায়ে যে ঘুম ভাঙাও সে ঘুম আমার রমণীয়...'।

সে সুরের অস্তিত্ব আর কণ্ঠের উৎসমুখ খুঁজে ফেরা। সামনে বসে শেখার কাঙালপনা।

স্তব্ধ প্রেক্ষাগৃহ তখন গমগম করছিল, সেই হালকা গোলাপি ঠোঁটের 'কান্নাহাসির-দোল-দোলানো পৌষ-ফাগুনের পালা/তারি মধ্যে চিরজীবন বইব গানের ডালা-'য় তাঁর গানের দৃপ্ততা খুঁজে পেলাম। ওই স্বর আর গায়কির হাত ধরেই পূর্বা দাম, মায়া সেন মনজুড়ে বাস করছেন তখন। কখন সেসব গান কণ্ঠস্থ হয়ে নির্ভেজাল স্বরলিপি সাধ্য ও আয়ত্ত হয়ে গিয়েছে, মনে মনে উচ্চারণ করেছি, 'আমি আছি তোমার সভার দুয়ার-দেশে,/সময় হলে বিদায় নেব কেঁদে হেসে।।...'

> শাড়ি তখন সত্যিই নবম শ্রেণি। সাধ করে আনন্দে রঙিন করে তোলা মন। ষষ্ঠ কি সপ্তম তখন, কোচবিহারে রবীন্দ্রগানের অনুষ্ঠান। স্থান ভবানী হল। সে অনুষ্ঠানে মঞ্চের চেহারাই আলাদা। কোথায় সাদা পর্দা! চললাম ভিতরে। বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ। সামনে থেকে দেখব তাঁকে। যাঁর কণ্ঠে 'স্বপন-পারের ডাক শুনেছি', এখন জেগে তাঁকেই ভাবছি।

সুচিত্রা মিত্র তখন সেই না দেখা পরম গুরু দ্রোণাচার্য, যিনি ছড়িয়ে যাচ্ছেন অর্ধনারীশ্বররূপী সেই গান বিজনে বা সরব উচ্চারণে।

অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। দর্শক সভা নির্বাক। তখনও সুরের ভেসে চলা হলজুড়ে।... একবার একটু দেখব না! প্রণাম করব না! এগিয়ে গিয়েছি সংকোচ নয়, যেন অধিকার। পা ছোঁয়ার আগেই চিবুক ছুঁয়ে আদরের আঙুল আমি আজও অনুভব করি। শিহরন জাগে।

আক্ষরিক অর্থেই 'কোলাহল তো বারণ হল,/এবার কথা কানে কানে।/এখন হবে প্রাণের আলাপ/কেবলমাত্র গানে গানে।।...'। রবীন্দ্রনাথের শব্দ তখন বাঙ্ময়। সব কথার অর্থ পরিষ্কার ধরতে হবে কে বলেছে, বুকের ভিতর যে আবেশ, যে নিবিড় কণ্ঠ সমাবেশ সে বড় নিজস্ব।

'তোমারি ওই অমৃতপরশে আমার হিয়াখানি/হারালো সীমা বিপুল হরষে,/ উথলি উঠে বাণী।...' তখনও 'অজানা খনির নূতন মণির' সন্ধান চলেছে। তাঁরই কণ্ঠ শিখিয়ে নিচ্ছে বলতে পারা।

'জানি নাই গো সাধন তোমার বলে কারে।/আমি ধুলায় বসে খেলেছি এই/ তোমার দ্বারে।।... '। বুকের কোন দৃঢ়তায় উচ্চারণ শিখেছি, 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া,/বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া।।'

বুকের সে বাণীই সুর তোলে এক সন্ধ্যায় 'আঁখিতে আমার বুলায় মন্ত্র,/বাজায় হৃদয়-বীণার তন্ত্র,...।'

বীজমন্ত্র জড়িয়ে গিয়েছে ততদিনে ধ্রুব পদের মতো।

স্কুল-কলেজের পুজোর ছুটি মানেই বুকে তখন তাঁর কণ্ঠ...

'ছুটির বাঁশি বাজল যে ওই নীল গগনে', আকাশের দু'ধারে দুই হাতে প্রেম বিলায় সে মন। অদ্ভুত ভালোবাসায়। সাহস আর দৃঢ়তা মিলে কতগুলো শব্দ দৃপ্ততায় গাঢ় হয়েছে বারবার।

'কোন ভীরুকে ভয় দেখাবি, আঁধার তোমার সবই মিছে।' কখনও কোনও অসহায় মুহূর্তে সাহসী মনে রবীন্দ্রনাথ শুনেছি। ছবি হয়েছে তা।

'নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে।...' এমন করেই বুকে বাজে তাঁর উচ্চারণ ধ্রুব পদের মতো।

রবীন্দ্র সৃষ্ট তাল শিখছি তখন। তাল, বিভাগ, নাম, কত না গভীর রহস্য বোল। ঝাঁপতাল, অর্ধ ঝাঁপ, ঝম্পক একাকার। ষষ্ঠী, এক তালের অন্য ঝোঁক অথবা সুরফাঁকতালের অদ্ভুত হা হা রব।

পরীক্ষায় গাইছি, 'শূন্য হাতে ফিরি, হে নাথ, পথে পথে- ফিরি হে দ্বারে দ্বারে-' সঙ্গে সেই কণ্ঠ উদাত্ত। সুচিত্রা মিত্র।

কবির পুনশ্চ, বলাকার গদ্য কবিতায় ভরে আছি। কথা শব্দের অনুরণন সুর অনুসারী। যে গান শান্তিদেব ঘোষ হয়ে সুচিত্রায় পরিবাহিত এবং সর্বকালীন, তাঁরই হয়ে ওঠা।

'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক।' কথা, উচ্চারণ নাটকীয়তা ও সুরের অদ্ভুত মেলবন্ধন তাতে। বারবার সে উচ্চারণ বদলে যায়... 'কালো? তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।...' ছবি বদলের সুর।

চকিত পুবের হাওয়ায় খসে গিয়েছে ঘোমটা খানি... সে নারী তার উচ্চারণ হয়ে গানের শব্দ থেকে শরীরে ঢুকিয়ে দেন সুচিত্রা।

অনেক পরে রবীন্দ্রভারতী অধ্যাপক অগ্নিভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুচিত্রার বালিগঞ্জের বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। মনে হচ্ছিল সেই অদ্ভুত সুর মিলে গিয়েছে সাদায় কালোয়, ঘরে তাঁর হাতের নিপুণ সজ্জায় পৃথক একক মানুষীকে দেখেছিলাম।

মনে হচ্ছিল এখনই উচ্চারণ করবেন... 'আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী।/ নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী।...' সুচিত্রার সাদা সোনালি চুলে তখন সত্যিই পুবের বাতাস। অজস্র স্বপ্ন দেখা ও দেখানোর অদ্ভুত খেলায় আভিজাত্য তখন নৈঃশব্দ্য তৈরি করেছে। যে কথা আর সুর বুকে নিয়ে ফিরেছি- '...সব নিতে চাই, সব নিতে ধাই রে।/ আমি আপনাকে মেলব যে বাইরে।।...'

(লেখক কোচবিহারের সুনীতি অ্যাকাডেমির প্রধান শিক্ষক, সাহিত্যিক)

পরিস্থিতি মনে করাচ্ছে, এই দীনতা ক্ষমা করো প্রভু

মৃড়নাথ চক্রবর্তী

ক'দিন আগে মালদার সুতপার খুনির ফাঁসির সাজা শুনানিতে আনন্দে ভেসেছিল সবাই। আইন ব্যবস্থার ওপর আবার ভরসা করতে শুরু করেছে মানুষ। কিন্তু সবাই একটি কঠিন সত্যকে উপেক্ষা করে গিয়েছে, যা তুলে ধরা ছিল খবরের শিরোনামে : প্রেমিক। খুনি তার প্রেমিক।

এখানে ব্যঙ্গাত্মকভাবে প্রশ্ন করা যায় যে, প্রেমিকের সংজ্ঞা কী? আর প্রশ্ন উঠবে যদি প্রেমিক খুনি হয়, তাহলে প্রেম কতটা স্বাস্থ্যকর? এই প্রশ্নে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভাগ হয়ে যাবে দুটো প্রজন্ম। এক প্রজন্ম বলবে তাদের সময়ের প্রেম ছিল পবিত্র, কিন্তু নব্য প্রজন্মের প্রেম অশ্লীল। অন্য প্রজন্ম বলবে, নব্য প্রজন্মের প্রেমে একপাক্ষিক নির্ভরতার বদলে দ্বিপাক্ষিক স্বনির্ভরতার স্থান অনেক বেশি।

আমরা অপরাধ-অপরাধী নিয়ে, আদালতের ভূমিকা নিয়ে, প্রেম-পবিত্রতা-যৌনতা নিয়ে অনেক কথা খরচ করি, কিন্তু কখনও ভাবি যে খুনটা কেন হল? খুন একটি দীর্ঘ সামাজিক প্রক্রিয়া, যা কিছু মানুষের সংযম ক্ষমতার বাইরে থাকে। এই সামাজিক প্রক্রিয়াকে অস্বাভাবিক সংযমে রেখে আমরা সামাজিক স্বাভাবিকতা পালন করি।

প্রতিটা রাজনৈতিক দল, প্রতিটা রাজনৈতিক ক্ষমতাধিকারী ব্যক্তি চায় বিরোধী শূন্যতা। সেই চাহিদার ফলাফল আমরা প্রতিনিয়ত পাই। পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় ক'জন নির্বাচনের বলি হয়েছিলেন, তা এখন বেশিরভাগ কারও মনে নেই, কিন্তু যে প্রাণগুলো খুন হয়েছে তাদের খুনি কে। সঠিক বিচার হলে হয়তো মৃতদেহ পিছু এক বা একাধিক প্রত্যক্ষ খুনি পাওয়া যাবে। কিন্তু সেটা শুধুই বিচারের স্বার্থে, কারণ সমাজের প্রত্যেকটা মানুষকে ধরে ধরে শাস্তি দেওয়া যায় না। যদি যেত, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকটা মানুষের 'প্রেমিক' সুশান্তর মতো ফাঁসির সাজা হত। আমরা যাঁরা নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলাম, তাঁরা এই খুনগুলোকে খুব স্বাভাবিক প্রক্রিয়া মেনে নির্বাচনে অংশ নিই। নির্বাচিত গণতন্ত্রে কৃষকের আত্মহত্যা হবে, বেকারত্বের চাপে কিছু উজ্জ্বল প্রাণ যাবে জেনেও আমরা নির্বাচনে অংশ নিই গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার্থে। আমরা মেনে নিয়েছি যে 'খুন' একটি স্বাভাবিক সামাজিক প্রক্রিয়া।

এই প্রসঙ্গে আলবার্ট কামুর 'দ্য আউটসাইডার'-এর কথা মনে পড়ে। মেসল্টের যখন মৃত্যুদণ্ড হয়, তার পেছনে কারণ দেখানো হয় যে তার মতো মানুষ সমাজের জন্য ক্ষতিকর। তাকে ক্ষতিকর প্রমাণ করতে তার আবেগহীনতাকে প্রধান ত্রুটি হিসেবে তুলে ধরা হয় এবং তা বিচারপতি ও সমাজ- সবাই মেনে নেয়। কিন্তু জানা যায় না, তার খুন করার আসল কারণ। যা সম্পর্কে মেসল্ট নিজেই জানত না। তার খুনের ধরন দেখে মনে হয় যে খুন করা খুবই স্বাভাবিক কাজ। অথচ সে আগে কখনও খুন করেনি। খুন করার আগে সে অসামাজিকও ছিল না। তবে কেন তার এই খুনি প্রবৃত্তি? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কর্তব্য এড়িয়ে যায় সবাই। মেসল্ট খুশি হয় মৃত্যুকে জীবনের আসল সত্য ভেবে। আর আমরা খুশি হই সামাজিক স্বাভাবিকতা দেখে।

(লেখক আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। খাগড়াবাড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। রাজনীতির বাইরে সবরকম বিষয়ে। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

বিন্দু বিসর্গ

নতুন জায়গা। ঘুমিয়ে পড়লে ঠিকভাবে চিনে এসো! –অভি

আলোচিত

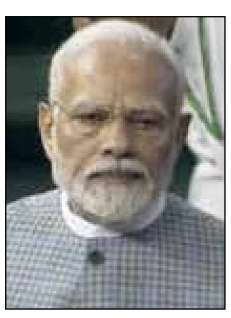

নেহরুজির বক্তব্য সংসদকে অনুপ্রাণিত করত। এই সংসদ বাংলাদেশের মুক্তির জন্য ইন্দিরা গান্ধির পাশে দাঁড়িয়েছিল। এই সংসদ ভবন যেমন জরুরি অবস্থা দেখেছে, তেমনই গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখেছে। জি২০ সম্মেলনের সাফল্য কোনও ব্যক্তি বা দলের নয়, গোটা দেশের।

–নরেন্দ্র মোদি

আজ

২০২২ সালে আজকের দিনে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের শেষকৃত্য অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। পরে তাঁর কফিনবন্দি দেহ নিয়ে আসা হয়েছিল উইন্ডসর ক্যাসেলে। ৮ সেপ্টেম্বর ৯৬ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন তিনি। ১৯৫২ সালে তিনি রানি হয়েছিলেন।

ভাইরাল

নিজের শিশুকে বাইকে নিয়ে যাচ্ছেন এক দুধ বিক্রেতা। তাঁর সামনে বা পিছনে নয়, পাশে ঝোলানো দুধের ক্যানের মধ্যে দাঁড়িয়ে শিশুটি। ক্যানের মধ্যে থেকে উঁকি দিচ্ছে দুধের শিশুটি। দেখে মনে হচ্ছে না সে ভয় পাচ্ছে। ভিডিওটি শেয়ার করেছেন রিতেশ দেশমুখ।

জনমত

পরিকাঠামোয় ঘাটতি ইসলামপুর হাসপাতালে

উত্তর দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত ইসলামপুর মহকুমার বিভিন্ন ব্লক, পার্শ্ববর্তী বিহার রাজ্যের কিশনগঞ্জ ও বারসই এলাকার বহু মানুষ চিকিৎসা পরিষেবার জন্য ইসলামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু এই হাসপাতালটি নামেই সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল। এখানকার চিকিৎসা পরিষেবা দিনকে দিন তলানিতে ঠেকছে। আট বছর আগে এই হাসপাতালটি তৈরি হয়েছিল। এই হাসপাতালের নেফ্রো, নিউরো, বার্ন ওয়ার্ড সহ বিভিন্ন বিভাগে কোনও চিকিৎসকই নেই। হাসপাতালে সিটি স্ক্যান বিভাগে চিকিৎসক তো বটেই, কোনও টেকনিসিয়ানও নেই। পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাবে এই বিভাগটি কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ডায়ালিসিস বিভাগ এখনও গড়ে তোলাই সম্ভব হয়নি। উপযুক্ত পরিকাঠামো না থাকায় রোগীদের এই হাসপাতাল থেকে হামেশাই উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সহ অন্যান্য হাসপাতালে রেফার করা হয়। চিকিৎসা পরিষেবার জন্য দূরদূরান্ত থেকে আসা রোগীরা এখান থেকে ফিরে যেতে বাধ্য হওয়ায় খুবই সমস্যায় পড়ছেন। রোগীদের যদি হামেশাই এমন সমস্যায় পড়তে হয় তবে এই হাসপাতাল রেখে কী লাভ বলে প্রশ্ন ওঠাটাই স্বাভাবিক। উঠছেও। চিকিৎসক নিয়োগ ও পর্যাপ্ত পরিকাঠামো প্রয়োজন। দ্রুত সমস্ত সমস্যা মেটাতে স্থানীয় প্রশাসন ও রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সুমন ভৌমিক
যাদবপল্লি, ফালাকাটা।

চাকরি নেই, করব কী?

এ রাজ্যে আন্দোলন ছাড়া কোনও সরকারি চাকরি পাওয়া বোধ হয় সম্ভব নয়। আর সেটা যদি স্কুল শিক্ষকের চাকরি হয় তা হলে তো আর কথাই নেই। চাকরি পেতে ভালোভাবে টেট ও ইন্টারভিউয়ের পাশাপাশি ভালো আন্দোলনটাও জরুরি। গত বছর প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সভাপতি প্রতি বছর টেট ও নিয়োগের আশ্বাস দিয়েছিলেন। নতুন করে টেটের ঘোষণা করা হলেও নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি কিছুই বলেননি। ২০২২-এ টেট উত্তীর্ণদের ইন্টারভিউ এখনও হয়নি। টেট উত্তীর্ণদের দ্রুত নিয়োগ করে আমাদের সমস্যা মেটাতে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ও রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সুজিত বর্মন
পূর্ব মাগুরমারি, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

রাস্তা বেহাল

বাইশগুড়ি বাজার থেকে রেলগুমটি যেতে কোচবিহার বিমানবন্দর মাঠ সংলগ্ন গ্যাস গোডাউন রোডটি অনেকদিন ধরে বেহাল হয়ে রয়েছে। রাস্তাটি কোচবিহার শহরে যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ। এই রাস্তা দিয়ে রোজই বহু মানুষের যাতায়াত রয়েছে। তবে রাস্তাটির বহু অংশ বেহাল হয়ে পড়ায় এটি ব্যবহার করা বর্তমানে বেশ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটছে। বড়সড়ো কোনও দুর্ঘটনা ঘটনার আগেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মানব দেবনাথ, পেস্টারঝাড়, কোচবিহার।

পাটের দাম নেই, সমস্যা প্লাস্টিকেও

পাট সোনালি তন্তু। কিন্তু পাট চাষ করে গ্রামীণ কৃষকদের জীবনে আর সোনালি দিন ফিরে আসছে না। প্রতি বছর পুজোর আগে পাট বিক্রির উপযুক্ত সময়। এই সময় পাট বিক্রি করে বহু কৃষক পরিবার মোবাইল ফোন, সাইকেল, ছেলেমেয়েদের পুজোর কাপড়, টিউশনির টাকার মতো নানা প্রয়োজন মেটায়। কিন্তু পাটের নিম্নমূল্য প্রান্তিক কৃষকদের মুখে হাসি ফোটাতে ব্যর্থ।

ফালাকাটা কৃষিভিত্তিক এলাকা। এখানকার পুজোর বাজার

অনেকটাই পাটের দামের ওপর নির্ভর করে। গতবছর পাটের দাম মোটামুটি ভালোই ছিল। মনপ্রতি ২৫০০ টাকা। এবারে সেই দাম কমে ১৮০০-১৯০০ টাকা হয়েছে। ১৯৮৭ সালে বাধ্যতামূলক জুট প্যাকেজিং আইন তৈরি হয়। খাদ্যশস্য, চিনি, সার ও সিমেন্টের প্যাকেজিংয়ের ১০০ শতাংশ চটের বস্তা ব্যবহার ওই আইনের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক করা হয়। কিন্তু সেই আইন আর মানা হচ্ছে কই! সরকারি আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্লাস্টিকের বস্তায় সবকিছু প্যাকিং চলছে। যেভাবে দিনকে দিন প্লাস্টিকের ব্যবহার বাড়ছে তাতে পাটচাষিদের আতঙ্ক বাড়ছে। সমস্যা মেটাতে প্রশাসনকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।

অশোক সূত্রধর, সাতপুকুরিয়া, পাঁচমাইল, ফালাকাটা।

‘সিবিআই-মানিক সমঝোতা’

নিয়োগ মামলায় বিস্ফোরক মন্তব্য বিচারপতির

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : দুর্নীতির বিরুদ্ধে অন্যরকম আন্দোলন গড়ে তোলার কথা ভাবছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সোমবার নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানিতে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর এই ভাবনা নিয়ে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ‘সবাই শুধু অপেক্ষা করে আছে, আমি কবে অবসর নেব। আমি অবসরে যাব না। মাঝেমাঝে ভাবছি একটা পদযাত্রা শুরু করব। সুন্দরবন চলে যাব। কিছু বলব না, শুধু হেঁটে যাব।’

এদিন এই মামলায় ধৃত প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করা নিয়ে সিবিআইকে তাঁর তীব্র অসন্তোষ জানান বিচারপতি। এমনকি সিবিআইয়ের সঙ্গে মানিকের ‘বোঝাপড়া’র সম্ভাবনার প্রশ্নও তুলেছেন তিনি। শুনানির শুরুতে বিচারপতি সিবিআইয়ের কাছে মানিকের মামলার তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চান। দুপুর ২টোর মধ্যে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে এই সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দিতে বলেন। সেই রিপোর্টে বেশ কয়েকজন সন্দেহভাজন নেতার নাম সিবিআই জমা দেয়। তদন্তকারী সংস্থার তরফে আইনজীবী বলেন, ‘বেশকিছু প্রভাবশালী নেতা, মন্ত্রী ও জনপ্রতিনিধির নাম তালিকায় উঠে এসেছে।’ তালিকা দেখে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, ‘এ তো সব মহাপুরুষের নাম!’ আদালতকে সিবিআই জানায়, এই মামলায় এ পর্যন্ত মানিককে পাঁচবার জেরা করা হয়েছে। দু’বার ভিডিও রেকর্ডিং করা হয়েছে আদালতের নির্দেশে। কিন্তু বাকি তিনবারের কোনও রেকর্ডিং নেই। তখনই সিবিআইয়ের তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি। অসন্তোষ জানিয়ে জানতে চান, সিবিআইয়ের রিপোর্টে কেন তাৎপর্যপূর্ণ কিছু থাকছে না। মঙ্গলবার দুপুর ১২টার মধ্যে প্রাথমিকের দুর্নীতি মামলার সম্পূর্ণ কেস ডায়ারি আদালতে জমা দেওয়ার জন্য সিবিআইকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

সিবিআই তদন্তে অসন্তুষ্ট বিচারপতির মতে, সিবিআই আদতে মানিককে গ্রেপ্তার করতেই চায়নি। তিনি বলেন, ‘আমার তো সন্দেহ হচ্ছে সিবিআই অফিসারদের সঙ্গে মানিকের কোনও বোঝাপড়া হয়েছিল কিনা। সেইজন্যই সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে মানিক রক্ষাকবচ পেয়ে গিয়েছিলেন। এটাই মনে হয় সিবিআই চেয়েছিল।’ রাজনৈতিক স্বার্থেই মানিকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ আটকে রয়েছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ‘তাহলে কি লোকসভা ভোট ঘোষণা হওয়ার পরে পদক্ষেপ করবেন? মুখে আপনারা বলছেন যে আদালতের নজরদারিতে তদন্ত চলছে। কিন্তু আসলে আদালতকেই কাঁচকলা দেখাচ্ছেন।’

আদালতে সিবিআই জানায়, তাপস মণ্ডলের কাছ থেকে ৪ কোটিরও বেশি টাকা উদ্ধার হয়েছে। তাপস ওই টাকা চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে তুলেছিল। তাপসের হাত ঘুরে ওই টাকা কুন্তল ঘোষের কাছে যেত। বিচারপতি প্রশ্ন করেন, কবে অন্যান্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে? লোকসভা ভোটের পর? সিবিআইয়ের তরফে বলা হয়, না না অনেককেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। বাকিদেরও করা হবে। এজলাসে সবকিছু বলা যাবে না।

ক্ষোভ এজলাসে

আমার তো সন্দেহ হচ্ছে সিবিআই অফিসারদের সঙ্গে মানিকের কোনও বোঝাপড়া হয়েছিল কি না। সেইজন্যই সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে মানিক রক্ষাকবচ পেয়ে গিয়েছিলেন। এটাই মনে হয় সিবিআই চেয়েছিল।

– অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়
বিচারপতি

আরাধনা ও উদযাপন...

শান্তিপুর স্টেশনে ট্রেনের ইঞ্জিনকে পুজো। (ডানে) কলকাতায় হলুদ ট্যাক্সিকে পুজো চালকদের। (নীচে) বিশ্বকর্মাপুজো মানেই ঘুড়ি ওড়ানো। পথশিশুরা ঘুড়ি নিয়ে আনন্দে মজে। সোমবার। –পিটিআই ও জিৎ চট্টোপাধ্যায়

ক্লাবকে অনুদান, চ্যালেঞ্জ করে জনস্বার্থ মামলা

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুজোয় রাজ্যের ক্লাবগুলিকে এবছর ৭০ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য সরকারের আর্থিক অনুদানের ঘোষণাকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যর ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটি দায়ের করেছেন সৌরভ দত্ত নামে এক ব্যক্তি।

এর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গাপুজোর জন্য রাজ্যের ক্লাবগুলিকে একবার ৫০ হাজার টাকা, একবার ৬০ হাজার টাকা অনুদান ঘোষণা করেছিলেন। এভাবে ক্লাবগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ফলে সরকারের কোষাগার থেকে বিপুল টাকা খরচ হচ্ছে বলে সরব হয় বিরোধী সিপিএম, বিজেপি ও কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রী তাতে অবশ্য কর্ণপাত করেননি। এবছর পুজোর জন্য অনুদানের টাকা বন্ধ করার দাবি জানায় বিরোধী দলগুলি। মুখ্যমন্ত্রী যথারীতি সেই দাবিতে কর্ণপাত না করে উলটে অনুদানের টাকা ১০ হাজার টাকা বাড়িয়ে ৭০ হাজার টাকা করেন। বিরোধী দলগুলি ফের সরব হয়। তাদের বক্তব্য, সরকার কর্মীদের প্রাপ্য মহার্ঘ ভাতার টাকা দিতে পারছে না, অথচ ক্লাবগুলিকে টাকা দিচ্ছে। অভিযোগ ওঠে, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে প্রচুর ফাঁকা পদ পড়ে আছে। ফাঁকা পদে আর্থিক সংকটের জন্য নিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না বলে জানিয়েছে রাজ্য। অথচ ভোটের দিকে তাকিয়ে বিপুল টাকা দানখয়রাতি করা হচ্ছে।

সৌরভ দত্ত গতবছর ৬০ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়ার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন। এবারও ক্লাবগুলিকে ৭০ হাজার অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করার পরেই কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন। তিনি এর আগে দায়ের করা মামলাগুলির সঙ্গে নতুন মামলাটিকে যুক্ত করার আবেদন জানিয়েছেন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ মামলাটি করার অনুমতি দিয়েছে। এই সপ্তাহেই মামলাটি শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

রাজ্য ও কমিশনকে হলফনামার নির্দেশ

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে মামলা দায়ের করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরি সহ আরও কয়েকজন।

তাঁদের দাবি ছিল, আদালতের নির্দেশে কেন্দ্রীয় বাহিনী আনা হলেও সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়নি বাহিনীকে। শাসক দল তৃণমূলের হয়ে নির্বাচন কমিশন কাজ করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছিল। সোমবার সেই মামলায় রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ।

একইসঙ্গে পঞ্চায়েত ভোট চলাকালীন এরাজ্যে মৃতদের পরিবারদের এখনও সঠিকভাবে কেন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি সেই বিষয়েও রাজ্যকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ঘোষণা থেকে রাজ্যজুড়ে অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। মনোনয়নপত্র তোলা ও জমা দেওয়া, ভোট দান ও গণনার সময় হিংসার ফলে ৫৪ জনের মৃত্যু হয়। পঞ্চায়েত নির্বাচনে হিংসা হবে বলে বিরোধী দলগুলি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি জানায়। সেই দাবিমতো হাইকোর্টের নির্দেশে রাজ্যে আসে কেন্দ্রীয় বাহিনী। কিন্তু বাহিনীকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়নি বলে অভিযোগ ওঠে। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ এদিন শুনানির সময় জানতে চায়, আদালত অবমাননার অভিযোগে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে কেন মামলা দায়ের করা হবে না? এই বিষয়ে রাজ্য ও নির্বাচন কমিশনকে ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে হলফনামা জমা দিতে হবে।

পঞ্চায়েত ভোট চলাকালীন রাজ্যজুড়ে হিংসার ঘটনায় মোট ৫৪ জনের মৃত্যু হয়েছিল। রাজ্য সরকার ১৪ জুলাই জানায়, মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য ও বাড়ির একজন সদস্যকে হোমগার্ডের চাকরি দেওয়া হবে। অভিযোগ, রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতি দিলেও মাত্র ১৭ জনকে এযাবৎ চাকরি দেওয়া হয়েছে।

অধীরের আইনজীবীর কাছে এই বক্তব্য শোনার পর প্রধান বিচারপতি নির্দেশ দেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় মৃতদের নাম, কোন মৃতের পরিবারের সদস্য হোমগার্ডে চাকরি পেয়েছেন, কাদের ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে, সমস্ত তথ্য ২৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে।

অভিযোগ অসহযোগিতার

পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় মৃতদের নাম, কোন মৃতের পরিবারের সদস্য হোমগার্ডে চাকরি পেয়েছেন, কাদের ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে, সমস্ত তথ্য ২৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে।

– প্রধান বিচারপতি

চাকরির দুর্নীতি মামলায় মুর্শিদাবাদে ধৃত

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : মুর্শিদাবাদ জেলার গোঠা এআর হাইস্কুলে ছেলে অনিমেষ তিওয়ারিকে বেআইনিভাবে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল প্রধান শিক্ষক আশিস তেওয়ারির বিরুদ্ধে।

ঘটনার তদন্তে নেমে জঙ্গিপুরের সহকারী স্কুল ইনস্পেকটর সুনীল কুমার বর্মনকে গ্রেপ্তার করেছে সিআইডি। সিআইডির মতে, শুধু ওই অফিসারই নন, নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে যুক্ত রয়েছেন জেলার স্কুলশিক্ষা দপ্তরের একাধিক অফিসার-কর্মী। আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার জন্য তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে। সোমা রায় নামে এক চাকরিপ্রার্থী আরটিআই থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অনিমেষ তিওয়ারির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আদালত নির্দেশ দেয়, অনিমেষ স্কুলে ঢুকতে পারবেন না। তাঁর বেতনও বন্ধ করে দেওয়া হবে। এই মামলায় বিচারপতি আগেই জেলার শিক্ষা দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তদন্তে নেমে সিআইডির গোয়েন্দারা দেখেন, অনিমেষ যে বছর নিযুক্ত হয়েছিলেন, সেই বছর স্কুল সার্ভিস কমিশনের কোনও পরীক্ষাই হয়নি। ১৩ ফেব্রুয়ারি আদালত অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষককে তলব করে। বয়ানে অসংগতি থাকায় সেদিন প্রধান শিক্ষককে সিআইডি গ্রেপ্তার করে।

সিপিএমের অবস্থান নিয়ে মন্তব্যে নারাজ অভিষেক

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর: রাজ্যে তৃণমূলের সঙ্গে জোট করা নিয়ে সম্পূর্ণ দ্বিধাবিভক্ত প্রদেশ কংগ্রেস শিবির। পাশাপাশি সিপিএমও পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের সঙ্গে জোটে যাবে না তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে তাদের পদক্ষেপে। সিপিএম পলিটব্যুরো সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ইন্ডিয়া জোটের সমন্বয় কমিটিতে তারা কোনও প্রতিনিধি পাঠাবে না। ইন্ডিয়া জোটের সমন্বয় কমিটিতে সিপিএমের প্রতিনিধি না পাঠানোর সিদ্ধান্তে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে অখুশি তা তাঁর কথার সুরেই বোঝা গিয়েছে সোমবার। এদিন তাঁকে যখন সিপিএমের অবস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। অভিষেক খানিক বিরক্তির সঙ্গেই বলেন, ‘সিপিএমের অবস্থান কী হবে তা সিপিএমই ঠিক করবে। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা প্রত্যেকটি সমমনোভাবাপন্ন দলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। সিপিএম বা অন্য কোনও রাজনৈতিক দল কী করবে এটা তাদের বিষয়।’

এর বেশি কিছু বলতে চাননি অভিষেক। সংসদের বিশেষ অধিবেশনে যোগ দিতে বিমানে দিল্লি রওনা হয়ে যান তিনি। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, জটিলতার সম্ভাবনার কথা ভেবেই তিনি বিস্তারিত কিছু বলতে চাননি। শাসক দলের খবর, পশ্চিমবঙ্গে ইন্ডিয়া জোট গড়ার ব্যাপারে যা বলার মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রীই বলবেন বলেই ঠিক হয়েছে। বিদেশ সফররত মুখ্যমন্ত্রী এমনই নির্দেশ পাঠিয়েছেন অভিষেক সহ দলের শীর্ষনেতৃত্বকে।

সংসদের বিশেষ অধিবেশন চলাকালীন অভিষেকের সঙ্গে সিপিএম সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি সহ ইন্ডিয়া জোটের একাধিক নেতার দেখা হতে পারে। ইন্ডিয়া জোটের সমন্বয় কমিটির সদস্য হিসাবে অভিষেকের সঙ্গে তাঁদের সব ইস্যুতেই কথা হবে। কেন সিপিএম সমন্বয় কমিটিতে থাকছে না এই প্রশ্নও অভিষেক ইয়েচুরিকে করতে পারেন। রাহুল গান্ধির সঙ্গেও পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের জোটে থাকা বা না থাকা নিয়ে কথা হতে পারে। বিদেশ থেকে অভিষেককে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অন্তত তাই।

রাজনৈতিক মহলের অনুমান, সিপিএমের অন্দরের সমীকরণের কথা ভেবেই সিপিএম পলিটব্যুরো ইন্ডিয়া জোটের সমন্বয় কমিটিতে প্রতিনিধি পাঠাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল এই দুই রাজ্যে দলীয় নেতৃত্বের বিড়ম্বনার কথা মাথায় রেখেই পলিটব্যুরোকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল ও কেরলে কংগ্রেসই সিপিএমের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী।

জোটে সংঘাত

- তৃণমূলের সঙ্গে জোট নিয়ে দুই মনোভাব কংগ্রেসে
- বাংলায় তৃণমূলের সঙ্গে জোটে যাবে না সিপিএম
- ইন্ডিয়া জোটের সমন্বয় কমিটিতে সিপিএম না থাকায় অভিষেক অখুশি
- জোটে থাকা নিয়ে সিদ্ধান্ত সিপিএমের ওপরই ছেড়েছেন অভিষেক

ভিক্টোরিয়ার নীচে ছুটবে মেট্রো

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : বহু প্রতীক্ষিত জোকা-বিবাদী বাগ মেট্রো পথে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল স্টেশনের নির্মাণকাজ শুরু হতে চলেছে। মাটির নীচ দিয়ে এই নির্মাণকার্য ভিক্টোরিয়ার নিরাপত্তার জন্য এতদিন বন্ধ ছিল। এই মেট্রো পথে একটি স্টেশন হবে ভিক্টোরিয়ার সামনে। এর ফলে সাধারণ মানুষ স্টেশন থেকে নেমেই ভিক্টোরিয়ায় ঢুকে যেতে পারবেন। একইসঙ্গে পার্শ্ববর্তী রবীন্দ্রসদন, নন্দন ও এসএসকেএম হাসপাতালে যাতায়াতও সহজ হবে।

জোকা-বিবাদী বাগ মেট্রো রেলপথে মাটির নীচ দিয়ে সুড়ঙ্গ তৈরি করার জন্য ২০১৬ সালে ভিক্টোরিয়া কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়। ভিক্টোরিয়ার নীচ দিয়ে সুড়ঙ্গ খোঁড়ার সময় যে কম্পন হবে তাতে এই স্মৃতিসৌধের কোনও ক্ষতি হবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে বলেই এই অনুমতি প্রার্থনা। তারপর এই বিষয়ে বিস্তারিত পরীক্ষা করা হয়। একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করা হয় সমস্ত কিছু পরীক্ষা করার জন্য।

বৌবাজারে মাটির তলা দিয়ে মেট্রোর লাইন তৈরির সময় বেশ কয়েকবার ওপরের বাড়িগুলিতে ফাটল দেখা গিয়েছিল। অনুরূপ ঘটনা যাতে এই ক্ষেত্রেও না ঘটে, তার জন্য এই আগাম ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ভিক্টোরিয়ার নিরাপত্তা দেখার জন্য ওই কমিটিতে আছেন আইআইটি খড়্গপুরের সেন্ট্রাল বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিশেষজ্ঞরা। কম্পনের ফলে ক্ষতি হবে কিনা তা দেখার জন্য কৃত্রিম কম্পন বা আর্টিফিশিয়াল স্টিমুলেশন তৈরি করা হয়। কৃত্রিম কম্পনের সেই রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, এর ফলে স্থাপত্যের কোনও ক্ষতি হবে না। মেট্রো রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের যে প্রধান গেট রয়েছে, তার পাশেই হবে ভিক্টোরিয়া মেট্রো স্টেশন। ভূগর্ভস্থ স্টেশনটি নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যে ময়দান এলাকায় ৫ হাজার বর্গমিটার জায়গা ঘিরে ফেলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

পুরুলিয়ায় ডাকাতি, গ্রেপ্তার আরও ৩

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : ডাকাতিকে যে প্রযুক্তি ও টিম ওয়ার্কের সাহায্যে দক্ষতার শীর্ষে নিয়ে যাওয়া যায়, তা দেখিয়ে দিয়েছে রানাঘাট ও পুরুলিয়ার জোড়া ডাকাতি। রীতিমতো সুশৃঙ্খল বাহিনীর মতো অপারেশন করার লক্ষ্যে তারা নিজেদের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজটা করেছে। রানাঘাটে পুলিশের তৎপরতায় প্রথমে ৪ জন ধরা পড়ে গেলেও পুরুলিয়ার ডাকাতির পান্ডাদের ধরতে অনেকটাই সময় লেগে গিয়েছে পুলিশের। সম্প্রতি ২ জনকে ধরার পর সোমবার আরও তিন ডাকাতকে পাকড়াও করেছে পুরুলিয়া জেলা পুলিশ।

পুরুলিয়ার ডাকাত দলের মধ্যে প্রথমে ধরা পড়ে করণজিৎ সিং সান্ধু ও বিকাশ কুমার। সোমবার ওমপ্রকাশ প্রসাদ, ডব্লিউ সিং ও অজয় যাদব নামে আরও তিনজন গ্রেপ্তার হয়েছে। তাদের কাছ থেকে নগদ ও গয়নাগাটি মিলিয়ে প্রায় ১ কোটি টাকার সম্পত্তি উদ্ধার করতে পেরেছে পুলিশ।

রানাঘাট ও পুরুলিয়া, দুটি ক্ষেত্রেই ডাকাতির অনেক আগে থেকে রেকি করার ওপর জোর দিয়েছিল ডাকাত দল। পুলিশ থেকে সেনাবাহিনী সবক্ষেত্রেই অপারেশনের আগে জোর দেওয়া হয় রেকিতে। অর্থাৎ ডাকাতির আগে সমস্ত এলাকা ভাল করে দেখে নেওয়া যাতে ডাকাতির সময় ভুলচুক না হয়। রানাঘাটের ক্ষেত্রে ডাকাত দল বাসা ভাড়া নিয়েছিল কল্যাণীতে। পুরুলিয়ায় ডাকাত দল একইভাবে দিন ১০-১২ আগে থেকেই পুরুলিয়ার হোটেল ভাড়া করে থাকতে শুরু করে।

পুরুলিয়ার দলকে পরিচালনা করার দায়িত্ব ছিল ওমপ্রকাশের ওপর। হোটেল ভাড়াও দিত সে। রেইকি করার দায়িত্ব ছিল তার ওপরেই। অপারেশনের আগে ও পরে প্রযুক্তিগত পরিকল্পনার ভার পুরোপুরি দেওয়া ছিল ডব্লিউ সিংয়ের ওপর। ডাকাতির আগে ও পরে কোন কোন মোবাইল নম্বর থেকে কে কাকে ফোন করবে, তাও ছকে দিয়েছিল সে। ডাকাতির পরেই কার ফোনের সিম পালটে নতুন কোন সিম ব্যবহার করা হবে, তার পরিকল্পনাও ডব্লিউয়ের মস্তিষ্কপ্রসূত। ডাকাতির পর যে বাইক নিয়ে ডাকাত দল সটকে পড়ে, তা জোগাড় করার দায়িত্বও ছিল ডব্লিউয়ের ওপরে। এককথায় ডাকাত বাহিনীর ‘টেক-সাপোর্ট’-এর দায়িত্ব ছিল ডব্লিউর।

পুলিশের এক তদন্তকারী অফিসার জানিয়েছেন, এই ডাকাতির সঙ্গে আরও বেশ কয়েকজন যুক্ত রয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের হদিস পাওয়ার চেষ্টা করছে পুলিশ।

শিল্পাঞ্চলে ফিকে বিশ্বকর্মার আরাধনা

আসানসোল, ১৮ সেপ্টেম্বর : এশিয়াখ্যাত হিন্দুস্তান পিলকিনটন গ্লাস ওয়ার্কস লিমিটেড, সাইকেল কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া, ব্লু ফ্যাক্টরি, অ্যালুমিনিয়াম কারখানার সৌজন্যে আসানসোল রানিগঞ্জের সুনাম ছিল একটা সময়। আসানসোল শিল্পাঞ্চলের সুনাম ছিল দেশবিদেশের মানচিত্রে। আজ এইসব অতীত। কোনওটি বন্ধ হয়েছে বাম জমানায়, কোনওটির ঝাঁপ পড়েছে এই সরকারের আমলে। একটা সময়ে বিশ্বকর্মাপুজোর দিনে যেই হইহই দেখা যেত, সেই আয়োজন-আনন্দ এখন অনেক ফিকে।

আসানসোলের ধাদকার ব্লু ফ্যাক্টরি বন্ধ রয়েছে প্রায় ১৩ বছর ধরে। এখন কারখানার ১৪ জন নিরাপত্তারক্ষী মিলে এখনও ছোট করে বিশ্বকর্মাপুজো করছেন। তাঁদের কথায়, কয়েক বছর আগে এই কারখানার মধ্যে নীল তৈরি হত। তখন জাঁকজমকভাবে বিশ্বকর্মাপুজো হত। এই কারখানাকে পুনরুজ্জীবিত করলে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হবে। ঠিক এই মুহূর্তে আসানসোল শিল্পাঞ্চলের গৌরবকে টেনে নিয়ে চলেছে বার্নপুরের সেইল আইএসপি বা ইসকো কারখানা ও চিত্তরঞ্জন রেলইঞ্জিন কারখানা বা চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস। নতুন শিল্প নিয়ে মনে আশা থাকলেও সম্ভাবনা দেখছেন না স্থানীয়রা।

শতবর্ষেও জমজমাট কেঞ্জাকুড়ার জিলিপিমেলা

দীপেন ঢাং

বাঁকুড়া, ১৮ সেপ্টেম্বর : জিলিপি মানেই আড়াই প্যাঁচ। কিন্তু বাঁকুড়ার কেঞ্জাকুড়া গ্রামের জিলিপিমেলায় এর আকৃতি দানবের মতো। প্রতি বছর বিশ্বকর্মাপুজোয় বাঁকুড়ার এই গ্রামে বসে জিলিপিমেলা। শতবর্ষ ধরে এই মেলা বসে। সেখানে কে কত বিরাট জিলিপি বানাতে পারেন আর কে কত জিলিপি কিনে বাড়ি ফেরেন তা নিয়ে চলে প্রতিযোগিতা। তাঁত, কাঁসা-পিতলের শিল্প সমৃদ্ধ বাঁকুড়ায় বছরের ফের শিরোনামে থাকে এই মেলার জন্যই। যা চলবে আরও দুই থেকে তিনদিন। তাতে উৎসাহ নিয়ে যোগ দিয়েছেন সাধারণ মানুষ। দৈত্যাকৃতির জিলিপির জিআই স্বীকৃতির দাবি উঠেছে।

সোমবার সেই মেলায় গিয়ে দেখা গেল একেকটা দোকানে বিশালাকার জিলিপি ভাজা হচ্ছে। সেগুলি হাঁ করে তাকিয়ে দেখছেন সাত থেকে সত্তর।

দ্বারকেশ্বর নদের তীরে বাঁকুড়া-১ ব্লকের এই কেঞ্জাকুড়া বাসনশিল্প, তাঁতশিল্প সহ বিভিন্ন কুটিরশিল্পের জন্য সমৃদ্ধ। কিন্তু প্রতিবছরই বিশ্বকর্মাপুজো এবং ভাদুপুজোয় কেঞ্জাকুড়া গ্রাম যেন হয়ে ওঠে জিলিপি গ্রাম। শতবর্ষ প্রাচীন এই রীতির জন্য কেঞ্জাকুড়ার জিলিপি এখন বিখ্যাত। বিশ্বকর্মা ও ভাদুপুজো উপলক্ষ্যে বিশাল এই জিলিপি কিনতে দূরদূরান্ত থেকে লোক আসেন মেলায়। প্রতি বছর ভাদ্রের ২৭ তারিখ থেকে আশ্বিনে ৫ তারিখ পর্যন্ত এই মেলা চলে। মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী নিতাই দত্ত বলেন, ‘এই জিলিপি বিদেশেও পাড়ি দিচ্ছে। এটা এখানকার একটা ঐতিহ্য। কে কত বড় জিলিপি বানাতে পারে তার প্রতিযোগিতা হয়। তবে একটা সময় দেড় থেকে দু’ফুট ব্যাসার্ধের জিলিপি তৈরি হলেও এখন তা ১ ফুট বা তার থেকে বড় করা যায় না। কারণ এত বড় কড়াই, চুলো, ঝাঁঝরা বাজারে পাওয়া যায় না।’ তবুও এখানের মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের মতে, এই বিশালাকৃতি জিলিপি সারা পৃথিবীতে তৈরি হয় না। তাই একে জিআই স্বীকৃতি দেওয়া হোক।

দানব জিলিপি। বাঁকুড়ার প্রাচীন মেলায় সোমবার। –পিটিআই

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার শরীরের দিকে নজর রাখুন। রাস্তায় চলতে সতর্ক থাকা দরকার। বৃষ : ঋণ করতে গেলে আগামীতে খুব সমস্যা হবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। মিথুন : প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ খরচ করে আজ সমস্যা বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। কর্কট : ভাইয়ের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে গণ্ডগোল। নতুন কোনও ব্যবসার পরিকল্পনা। সিংহ : বাবার পরামর্শে কোনও ব্যক্তিগত সমস্যা মিটবে। কন্যা : পেটের অসুখে ভোগান্তি। কন্যা : রাস্তাঘাটে কোনওরকম তর্কতর্কিতে জড়াবেন না। হারিয়ে যাওয়া জিনিস ফিরে পেতে পারেন। তুলা : না বুঝে নতুন কোনও কাজে হাত দেবেন না। কোনও অপরিচিত ব্যক্তির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। বৃশ্চিক : ভাইবোনের সঙ্গে আনন্দে কাটবে আজ। খুব সাবধানে আজ চলাফেরা করুন। ধনু : আজ খুব শান্ত মাথায় থাকুন। বাইরে যেতে হলে খুব সাবধান হওয়া দরকার। মকর : সামান্য কারণেই রেগে উঠতে পারেন। এর ফলে কোনও সম্পর্ক ভেঙে যেতে পারে। চোখের সমস্যা। কুম্ভ : মায়ের সঙ্গে আনন্দেই আজ কাটবে। বাইরের কোনও বন্ধুর সুসংবাদ পেয়ে আনন্দ। মীন : পরিবার নিয়ে ঘুরতে গিয়ে আনন্দ। মেয়ের পরীক্ষায় সাফল্য।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদন গুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ মঙ্গলবার ১ আশ্বিন ১৪৩০, ভাঃ ২৮ ভাদ্র, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ১আহিন, সংবৎ ৪ ভাদ্রপদ সুদি, ৩ রবি ঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৮, অঃ ৫।৩৬। মঙ্গলবার, চতুর্থী দিবা ১০।৫৬। স্বাতীনক্ষত্র দিবা ১২।২২। বৈধৃতিযোগ রাত্রি ৩।২০। বিষ্টিকরণ দিবা ১০।৫৬ গতে ববকরণ রাত্রি ১০।৫২ গতে বালবকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ১২।২২ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- একপাদদোষ, দিবা ১২।২২ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ১০।৫৬ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ৬।৫৯ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ১।৩ গতে ২।৩৪ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৫ গতে ৮।৩৪ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে নিষেধ,দিবা ৭।২০ গতে যাত্রা নাই। ৮।৩০ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ উত্তরে নির্ঋতে ও অগ্নিকোণে নিষেধ (ব্যবহারিক অগস্ত্যদোষ), দিবা ১০।৫৬ গতে মাত্র উত্তরে নিষেধ, দিবা ১২।২২ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ১০।৫৬ মধ্যে দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ১০।৫৬ মধ্যে নির্ণয়সিন্ধুমতে বরদাচতুর্থী। সিদ্ধিবিনায়ক ব্রত। শ্রীশ্রীগণেশ পুজো। গণেশচতুর্থী। সৌভাগ্যচতুর্থীব্রত। শিবাচতুর্থী। শ্রীশ্রী পার্বতীপুজো। অমৃতযোগ- দিবা ৬।২১ মধ্যে ও ৭।৮ গতে ১১।০ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪১ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ৯।২০ গতে ১১।৪৮ মধ্যে ও ১।২৭ গতে ৩।৬ মধ্যে ও ৪।৪৫ গতে ৫।২৮ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।৪১ মধ্যে।

তারাদের কথা

মিরিক থেকে কিলোমিটার পাঁচেক আগে এক ভিন্নধর্মী হোমস্টে। রয়েছে কিচেন গার্ডেন। জৈব সার দিয়ে উৎপাদিত। রান্নার সমস্ত সবজি আসে সেই গার্ডেন থেকে। দুপুরে কাঁসার থালায় নানা পদের শেষে চাটনি। কীসের চাটনি? বিছুটি পাতার। 'চুলকানি পাতা', তার আবার চাটনি? এরপর কী করলেন অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তী। লিখেছেন সফরসঙ্গী দীপজ্যোতি চক্রবর্তী

জংলি রোমান্সে বিছুটি পাতা?

হঠাৎ। হ্যাঁ হঠাৎই। ঠিক হল, ফেলুদা মানে জঙ্গলপ্রেমী সব্যসাচী চক্রবর্তী ওরফে বেণুদা দিনকয়েকের জন্য আসবেন উত্তরবঙ্গে। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী মিঠু বউদি। কয়েকটা দিন নিরিবিলিতে পাহাড়-জঙ্গলে একটু বেড়ানোর লোভে।
বলে রাখি, বেণুদার যদি জঙ্গলের স্বাদ পেতে দেরি হয় কোনো কারণে, মেজাজটা বিগড়ে যায় নিশ্চিতভাবে। তাই আর দেরি না করে মিঠু বউদিও সায় দিলেন উত্তরের পথে পা বাড়ানোর বিষয়ে।
ঠিক হল, প্রথম দিন গজলডোবার ভোরের আলো, তারপর লাটাগুড়ির গরুমারার পঞ্চবটি ফরেস্ট রিসর্ট, এরপর মিরিকের সৌরেনির হোমস্টে 'রাজেশ্বরী'। যদিও হোম স্টে-তে বেণুদার থাকা নিয়ে মৃদু আপত্তি রয়েছে। কারণ আমরা কারো বাড়িতে গিয়ে থাকব, তাদের অভ্যস্ত জীবনযাপনে ঢুকে পড়ব, তারা তাদের মতো করে থাকতে পারবে না, আমরা গিয়ে নিজেরাও নিজেদের মতো করে থাকতে পারব না, এটা কেমন ঘোরা? আমারও মনে হল কথাগুলো ফেলনা নয়। যাই হোক, দাদা-বউদি এলেন। দিনদুয়েক বাদে সস্ত্রীক বেণুদা, আমার সহধর্মিনী শ্রাবণী ও পুত্র রিমিক বেরিয়ে পড়লাম। ক্যানেল রোড ধরে কিছুটা গিয়ে বাঁ-দিকে ক্যানেল পেরিয়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সরস্বতীপুর চা বাগান হয়ে সোজা 'ভোরের আলো'। আমার অত্যন্ত প্রিয় রাস্তা এটি। বেণুদারও ভীষণ পছন্দের। একদম সুনশান। হাতি, লেপার্ডের আনাগোনা করার সরু রাস্তা। এই রাস্তায় পড়তেই বেণুদা খুশিয়াল হয়ে উঠলেন। ভীষণ খুশি। মুখের অভিব্যক্তিটাই বদলে গেল। গম্ভীর ইমেজ ছেড়ে আদ্যোপান্ত একজন হাসিখুশি শিশু ভোলানাথ। সত্যি বলতে, বেণুদার মতো এমন জঙ্গলপ্রেমী মানুষ আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি।
প্রসঙ্গত বলি, গত প্রায় দু-দশক ধরে বেণুদার সঙ্গে ঘুরছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো শহরে যাইনি। গিয়েছি ভারতের বহু জঙ্গলসহ উত্তরবঙ্গের নানান পাহাড় ও জঙ্গলে। বেণুদার সঙ্গে জঙ্গলে গেলে কোনো গাইডের দরকার হয় না। যাওয়ার অনেক দিন আগে থেকেই সেখানকার আবহাওয়া, ওখানকার ওয়াইল্ড লাইফ-সবটাই জেনে তবেই পা বাড়ান।

যাই হোক, যথারীতি আমরা গন্তব্যে পৌঁছেই লাঞ্চে চলে গেলাম। এলাহি আয়োজন, সঙ্গে বোরলি মাছ। এসবে আমাদের ভালো লাগলেও বেণুদার কোনো উৎসাহ নেই। যত বেশি আয়োজন, ততই তাঁর বিরক্তিকর মনে হয়। বেণুদার কথা হল বাঁচার জন্য খাওয়া, খাওয়ার জন্য বাঁচা নয়। অদ্ভুত এক মানুষ! যত দেখেছি, যত চিনেছি ততই অবাক হয়েছি! একজন ষোলোআনা চাহিদাহীন মানুষ। শুধু জঙ্গল আর বন্যপ্রাণের জন্য তাঁর মন কেমন করে। বাহ্যিক কোনো মোহ নেই। চোখের সামনে দেখেছি, কত ভালো ভালো হিন্দি ছবির হাতছানি অবলীলায় ছেড়ে দিয়েছেন। সত্যিই বড় বিস্ময় জাগে। কেউ সুযোগ পায় না আর বেণুদা কিনা মুঠোয় ধরা সোনার হরিণ নির্দ্বিধায় ছেড়ে দিতে পারে। আসলে যার জীবনে কোনও লোভ, মোহ, চাহিদা নেই--সে বুঝি অনায়াসে !এভাবে সবটা ছেড়ে দিতে পারে

পুব আকাশে অরুণ আলো। ভোরাই বেলা। সেই আলোর ছটা এসে পড়েছে গাঢ় সবুজ গাছগাছালির উপর। খুশির তুফান ছুটেছে সবার মনে। পেছনের জলাশয়টি পর্যন্ত ভালো লেগে গেল সবার। বেশ কিছু পাখি দেখলাম। মিঠু বউদি ও শ্রাবণী চলে গেল গজলডোবা বাজারের দিকে। আমরা চারপাশের সবটুকুকে শুষে নিতে থাকলাম। সবটা ঘুরে বেড়িয়ে কটেজের ব্যালকনিতে আড্ডা দিচ্ছি। অমনি ঝুপ করে সন্ধে নেমে এল। বউদিরাও দীর্ঘ সময় পেরিয়ে ফিরে এল। সুগন্ধি চা ও পকোড়া সহযোগে চলতে থাকল আমাদের সেই চিরাচরিত আড্ডা। কিছুক্ষণ পর শুরু হল প্রচণ্ড বৃষ্টি, যেটা ডুয়ার্সের অহংকার। টিনের চালে ঝমঝমে বৃষ্টির আওয়াজ। জলের ঝাপটা আমাদের চোখ-মুখ ভিজিয়ে দিচ্ছিল। বাধ্য হয়ে ঘরবন্দি হলাম। ডেকে নিলাম ওখানকার এক কর্মীকে। ওর কাছেই শুনলাম হাতি, লেপার্ড কীভাবে আশেপাশে চলে আসে সেসব নানান গল্প। রাত গাঢ় হতে লাগল। মুষলধারে বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণ নেই। ঘরেই চলে এল রাতের খাবার। খেয়েই দেদার ঘুম। সকালে স্নান সেরে বসলাম গিয়ে ডাইনিং হলে। ওখানে প্রাতঃরাশ করার ফাঁকে চলল বেণুদার সঙ্গে নানান মানুষের সেলফি তোলার আবদার। বেণুদাও হাসিমুখে সবার বায়না মেটালেন। ওখানকার ম্যানেজার শান্তনুর আতিথেয়তা আমাদের সবাইকে মুগ্ধ করল। ফিরে এলাম লাটাগুড়ি। এসেই চা সহযোগে ডাইনিং হলে চলল আমাদের আড্ডা। শুনলাম, গত রাতে একটি বিশালাকার দাঁতাল গজরাজ পুরো পঞ্চবটী ঘুরে বেড়িয়েছে। সারা রিসর্ট জুড়ে বিশাল বিশাল পায়ের ছাপ। সেই গর্তে জল জমে রয়েছে। সিসি টিভিতে ধরা পড়েছে, কীভাবে সবটা ঘুরে রেস্টুরেন্টের কাচের দরজা দিয়ে উঁকি দিতেই ওপরের ক্যামেরাটি হাতির পিঠে লেগে পড়ে গেল! পাশের রিসর্টের কর্মী কাঞ্চার কাছে শুনলাম, মোটা কাচের দরজায় হাতির দাঁত লাগার শব্দে ওর ঘুম ভেঙে যাওয়ার কথা। বেণুদা শুনেই বলে উঠলেন, ইস্‌স্‌, একদিন আগে এলে বেশ ভালো হত।
লাঞ্চ শেষে বেরিয়ে পড়লাম মূর্তির পথে। ফেরার পথে সন্ধেবেলায় গেলাম টিলাবাড়ি। ওখানকার মিউজিয়াম দেখলাম। দেখলাম গরুমারার নানান বন্যপ্রাণীর ওপর হরেক মডেল। ফিরে এলাম রিসর্টে। আবারও লনে বসে চলল দেদার আড্ডা। ওপর দিয়ে রাতচরা পাখিদের ডানার ঝাপটার শব্দ। রাত হতেই খেয়ে ঘুম। সকালে রওনা হলাম গরুমারার জঙ্গল হয়ে চাবাগান, নদী, অসাধারণ ডুয়ার্সের ল্যান্ডস্কেপে। ডানদিকে জঙ্গল চিরে ট্রেনের ছুটে যাওয়া, পেছনে নীল পাহাড় — ছোটবেলার প্রিয় শহর মালবাজার পেরিয়ে ছুটে চলা। দু-দিকে অসাধারণ মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে সেবক পাহাড় তিস্তাকে বাঁদিকে সাক্ষী রেখে মহানন্দা অভয়ারণ্য। শিলিগুড়িকে বাইপাস করে গুলমা ও সুকনা ফরেস্ট পেরিয়ে গাড়িধুরা হয়ে পাহাড় বেয়ে মিরিকের পাঁচ কিমি আগে ডান দিকের বাঁক নিয়েই ঢালু পাথুরে রাস্তা দিয়ে নেমে সোজা রাজেশ্বরী হোম স্টে। ডানদিকে এদেরই চা বাগান। বেশ ছিমছাম পাহাড়ি দোতলা বাড়ি। আমিষ, নিরামিষ দুয়েরই ব্যবস্থা আছে। কিচেন আলাদা কুক, আলাদা ঘরে খাওয়া। সুন্দর বসার জায়গা। নানান অর্কিড ও নেপালিদের নানান পুরোনো বাদ্যযন্ত্র দিয়ে সাজানো। বেশ একটা রুচিসম্মত ব্যাপার। চারদিকে মেঘ কুয়াশার খেলা। কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে কিচেন গার্ডেন দেখতে গেলাম। এখানকার সমস্ত সবজি সম্পূর্ণভাবে জৈব সার দিয়ে তৈরি। রান্নার যাবতীয় সবজি ওদের এই কিচেন গার্ডেন থেকেই আসে। দুপুরে খেতে বসে কাঁসার থালায় নানান পদ দিয়ে শেষে পাতে দেখি চাটনি। জিজ্ঞেস করি, কীসের চাটনি? বলে, বিছুটি পাতার চাটনি। আমি তো ইয়াব্বড় হাঁ করে 'থ' মেরে গেলাম। চলতি কথায় 'চুলকানি পাতা'। তার আবার চাটনি! শুনেই আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া। সেই চাটনি না ছুঁয়ে তাকিয়ে রইলাম বেণুদার মুখের দিকে। বেণুদা বললেন, খাওয়ার জিনিস যখন তখন খাও। যতই বেণুদার আশ্বাসবাণী থাকুক, কেউ কিন্তু আর মুখে তুলছি না সেই বিছুটি পাতার চাটনি। কিন্তু পরোয়া না করে বেণুদা দিব্য পেটে চালান করে দিলেন। বললেন, এবার তো অন্তত খাও! আমি বললাম, দাঁড়াও দাঁড়াও। পাঁচ মিনিট পরে খাচ্ছি। আগে দেখি তোমার কী হয়! শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠল। মিনিটখানেক পরে খেলাম বটে, তবে মনে একটা খটকা লেগেই থাকল। কারণ, ছোটবেলা থেকে ই বিছুটি পাতা সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতার ঝুলি ভরা।
কিছুক্ষণ পর অভ্যেস মতো একাই হাঁটতে বেরিয়ে পড়লাম। মিরিকের কুয়াশা ভরা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে খুবই অসুবিধে হচ্ছিল কিন্তু সেটা অসম্ভব রকমের ভালো লাগছিল। হঠাৎ নামল বৃষ্টি। সন্ধেবেলায় ওই বসার ঘরে আড্ডা জমে উঠল। তারপর স্থানীয় কচিকাঁচা মেয়েরা এসে বেণুদার সম্মানে সবাইকে খাদা পরাল। নেপালি লোকনৃত্যের অনুষ্ঠান পরিবেশন করল। নানান গল্প শেষে ঘুমোতে গেলাম। মধ্যরাতে গেল ঘুম ভেঙে। ইচ্ছে করল, বাইরেটা দেখি দরজা খুলে। ঝুল বারান্দায় দেখি নীচে ঝকঝক করছে রাতের শিলিগুড়ি। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। অদ্ভুত রকমের সুন্দর লাগছিল। পরদিন সকালে বেণুদাকে বলতেই বললেন, আমি গভীর রাতে উঠে অনেকক্ষণ দেখছিলাম। ভীষণ সুন্দর একটা ঝকঝকে শিলিগুড়ি। পরদিন সকালটা ঝুল বারান্দায় বসেই গল্প করে কাটিয়ে দিলাম। ওখানেই ব্রেকফাস্ট। তারপর আমাদের প্রত্যেককে খাদা পরিয়ে নিজের চা বাগানের হোমমেড চা পাতা তুলে বিদায় জানাল।
বেণুদা, মিঠু বউদির সঙ্গে সুনীল প্রধানের পরিবার প্রচুর সুনীলের স্ত্রী-ই এই ব্যবসাটা দেখেন। একসময় আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। খাড়া পথে কিছুটা উঠেই গাড়ি স্কিট করতে থাকল। সামনের সিটে বসা বেণুদা নিমেষে গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। ঠেলতে লাগলেন গাড়ি। আমিও গাড়িতে ছিলাম। কিন্তু না পারছি নামতে, না পারছি বসে থাকতে। বেণুদার রিফ্লেক্স দেখে অবাক হয়েছি। ওভাবে গাড়িতে বসে থাকতে নিজেরও লজ্জা লাগছিল। একটা অন্যায় বোধ কাজ করছিল। এখানেইআমার কাছে বেণুদা অর্থাৎ সব্যসাচী চক্রবর্তী সবার ঊর্ধ্বে।

রেকর্ডের নতুন নাম জওয়ান

১১ দিনে ৮০০ কোটি। এই হিসেবটাকে ঠিক কোন রেকর্ডের আওতায় ফেলা যায়, বুঝতে পারা মুশকিল। হয়তো এই রেকর্ডের এখনও কোনও নাম নেই। কিংবা ভবিষ্যতে এই রেকর্ডের একটাই নাম হতে চলেছে—জওয়ান।

মোটে ১১ দিন হল মুক্তি পেয়েছে ছবিটা। এর মধ্যেই একের পর এক রেকর্ড ভেঙে দুর্দমনীয় গতিতে এগিয়ে চলেছে শাহরুখ খানের ছবি। ফিল্ম ট্রেড অ্যানালিস্ট মনোবল বিজয়বালানের তথ্য অনুযায়ী, শাহরুখের জওয়ান ইতিমধ্যেই ৮০০ কোটির ক্লাবে প্রবেশ করে গিয়েছে। সোমবার তিনি এমনটাই জানিয়েছেন। বিজয়বালান লেখেন, 'ওয়ার্ল্ডওয়াইড বক্স অফিসে জওয়ান ৮০০ কোটির ক্লাবে প্রবেশ করে গেল। ১১তম দিনে কেবল ভারতেই এই ছবির ১৩,৯০,১৪২টি টিকিট বিক্রি হয়েছে। হিন্দি ভার্সানে ১৩,৩১৭ টিকিট বিক্রি হয়েছে এবং ৩৫.১৮ কোটি টাকা আয় করেছে ছবি। প্রতি শো-তে এই ছবি ২৬,৪১৭ টাকা আয় করেছে।' তিনি তাঁর পোস্টে হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে শাহরুখ খান, নয়নতারা, জওয়ান, অ্যাটলি, জওয়ান ২ ইত্যাদি লেখেন।

বিজয় তাঁর পোস্টে এদিন অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় ছবিটি কত টাকা আয় করেছে সেই হিসেবও দিয়েছেন। তাঁর পোস্ট অনুযায়ী, 'তেলুগু শো-তে ৬৮২ টিকিট বিক্রি হয়েছে, ০.৮৫ কোটি টাকা আয় করেছে। তামিল শো-তে ৪৬১ টিকিট বিক্রি হয়েছে এবং .৮১ কোটি টাকা আয় করেছে। অর্থাৎ মোট ৩৬.৮৪ কোটি টাকা আয় করেছে এই ছবির জাতীয় মাল্টিপ্লেক্স চেনে: পিভিআর ১০.১১ কোটি টাকা, আইনক্স ৭.৬৬ কোটি টাকা, সিনেপলিস ৩.৮৫ কোটি টাকা।'

আরও এক রিপোর্ট অনুযায়ী এগারোতম দিন ছবিটি ৩৬.৫০ কোটি টাকা এবং দশম দিনে এই ছবি ৩১.৫০ কোটি টাকা আয় করেছে। অর্থাৎ ১১ দিনে শাহরুখ খান অভিনীত এই ছবিটি প্রায় ৪৭৭.২৮ কোটি টাকা আয় করল ভারতে। এর মধ্যে কেবল হিন্দি ভার্সনেই এটি ৪৩০ কোটি আয় করেছে।

এবং আরও রেকর্ডের অপেক্ষায়।

আশ্চর্য সিদ্ধান্তে করণ

সন্তানদের বাঁচাতেই সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছেন করণ জোহার। তিনি নিজে অপমানিত হলেও এতটা গায়ে মাখতেন না। কিন্তু সন্তানদের অপমান কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। শুধু তাই নয়, তাঁর মাকেও অপমানের হাত থেকে নিস্তার দেওয়া হয়নি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এই কথাই জানিয়েছেন করণ।

একটা সময় যিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় রাত-দিন রাজত্ব করতেন, হঠাৎ সেই তিনি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে বিরতি নিয়ে সরে যেতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। যদিও তাঁর প্রযোজনা সংস্থার সোশ্যাল মিডিয়া পেজ সচল ও বর্তমান। করণের কথায়, তিনি তাঁর কাজের জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় উপস্থিত থাকলেও ব্যক্তিগত কারণে কখনওই হাজির হন না।

উত্তরে লক্ষ্মীর পা

দীপ সাহা

দেশবিদেশ ঘুরে আসার পর এবার 'লক্ষ্মীর পা' পড়ছে শিলিগুড়িতে। ভাবছেন হেঁয়ালি করছি! না, এ লক্ষ্মীর পা সে লক্ষ্মীর পা নয়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের ওপর ভিত্তি করে তৈরি ফিচার ফিল্ম 'লক্ষ্মীর পা'-এর কথা বলছি। অভীক দাস পরিচালিত এই ছবিতে লক্ষ্মীর ভূমিকায় শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন ফুলবাড়ির মেয়ে শবনম মুস্তাফি। সেই শবনমের গলায় এখন উচ্ছ্বাস, 'আসলে চলচ্চিত্র উৎসবে পাঠানো ছবিগুলো সাধারণ দর্শকের দেখার সুযোগ খুব কম। কিন্তু ঘরের কাছের লোকেরাই যদি জানতে না পারে, কী কাজ করছি, তাহলে মন খারাপ হয়। তবে, লক্ষ্মীর পা এবার সেই মন খারাপ ঘুচিয়ে দিয়েছে। আমার বাড়ির পাশের কাছের মানুষদের কাছে এবার ছাপ পড়বে লক্ষ্মীর পায়ের।'

১৯৭১-এর সেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে তৈরি গ্রাম বাংলার সমাজদর্পণ যেন লক্ষ্মীর পা। ২০২২ সালে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে প্রশংসিত হয়েছিল ছবিটি। এরপর একে একে ঘুরে এসেছে ইরান, রোমানিয়া, কানাডা, ভুটান সহ এ দেশেরও একাধিক চলচ্চিত্র উৎসব। এবার একটি দৈনিক প্রকাশনা সংস্থার চলচ্চিত্র উৎসবের হাত ধরে ছবিটি আসছে শিলিগুড়িতে। দাগাপুরের একটি মাল্টিপ্লেক্সে ছবিটি প্রদর্শিত হবে ২৩ সেপ্টেম্বর।

একাধিক ওটিটি-তে পার্শ্বচরিত্রে কাজ করা শবনমের এটাই ফিচার ফিল্মে প্রথম মূল চরিত্রে অভিনয়। ফলে বাড়তি উৎসাহ ও দায়িত্ব তো ছিলই। প্রায় পাঁচ দশকের পুরনো চরিত্রের খাঁজে নিজেকে ফেলতে গিয়ে কসরতও করতে হয়েছে বেশ। কলকাতা থেকে মুঠোফোনে শবনম বলছেন, 'চরিত্রটির বাচনভঙ্গি, হাঁটাচলা সবটাই আলাদা। তাই প্রথমদিকে ভয় তো ছিলই। পরে সেটা কেটে গিয়েছে।'

কৃষক পরিবারের সন্তানের বধূ হয়ে আসা লক্ষ্মীর চোখে অনেক স্বপ্ন। কিন্তু সেই চাষার ঘরের ছেলে তখন সব হারিয়ে কয়লাখনির শ্রমিক। ফলে সংসারে ফিরেই ভুল ভাঙে গল্পের লক্ষ্মীর। তারপর অনেক টানোপোড়েন। কারণ একদিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ আরেকদিকে বাংলায় প্রবল খাদ্যসংকট, দুইয়ের যাঁতাকলে সমাজে এক অদ্ভুত কঠিন পরিস্থিতি। তারপর ধীরে ধীরে সেখান থেকে উত্তরণ। গল্পটা বলতে বলতেই থেমে গেলেন শবনম। তারপর? বাকিটা জানতে স্ক্রিনেই নজর রাখতে বলছেন ফুলবাড়ির কন্যা।

পরিচালক অভীকও শবনমের কাজ নিয়ে বেজায় খুশি। তাঁর কথায়, 'শবনমের অভিনয় দেখেই বুঝেছিলাম, ও পারবে। চরিত্রটা ঠিক যেমন চেয়েছিলাম, ঠিক তেমনভাবেই ও ফুটিয়ে তুলেছে। যথেষ্ট প্রতিভা রয়েছে ওর মধ্যে।' করোনা অতিমারির সময়ে শুরু হওয়া ছবিটি শেষ করতে সময় লেগেছে প্রায় দু'বছর। তারপর সব শেষে প্রথম পালক জোড়ে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে। এখন একডজন হতে আর একখানা বাকি। এরপর? পরিচালক বলছেন, 'আপাতত ছবিটি সাধারণ দর্শকের জন্য মুক্তি নিয়ে তেমন কিছু ভাবিনি। আরও কয়েকটি চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটি পাঠানোর ইচ্ছে আছে। তারপরই ঠিক হবে, লক্ষ্মীর পা আর কোথায় কোথায় পড়বে।'

বিয়ের আসরে ক্রিকেট?

বিয়ের আসরে ক্রিকেট ম্যাচ! এ কি বিয়ে, না আইপিএল! অবশ্য বিয়ের আসরে ঠিক নয়, বয়ের আগে হবে ক্রিকেট ম্যাচ। কিন্তু খেলবেন কারা? কেন! বরপক্ষ আর কন্যাপক্ষ। অবাক হয়ে গেলেন তো? কার বিয়ে নিয়ে কথা হচ্ছে, বুঝতে পারলেন না? তাহলে একটু দাঁড়ান।

এ বছর মে মাসের ১৩ তারিখে বাগদান পর্ব সেরেছিলেন বলিউড অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া এবং রাজনীতিক রাঘব চাড্ডা। এবার তাঁদের ছাদনাতলায় বসার পালা। বিয়ে করতে চলেছেন পরিণীতি। এ খবরে মন ভাঙতে চলেছে বহু পুরুষের। চলতি মাসের ২৪ সেপ্টেম্বর সাতপাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন পরিণীতি এবং রাঘব। রাজস্থানের উদয়পুরে বিয়ে করবেন তাঁরা।

পরিণীতির বিয়েতে এক অভিনব ঘটনা ঘটতে চলেছে। আম আদমি পার্টির নেতা রাঘবের তাতে সায় আছে ষোলোআনা। পরিণীতির বিয়েতে এক ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছে। এই ক্রিকেট ম্যাচ দিয়েই শুরু হতে চলেছে বিয়ের যাবতীয় অনুষ্ঠান। ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছে দিল্লিতে।

খবরে প্রকাশ, অতিথিদের জন্য নানা ধরনের মজাদার আয়োজন করা হয়েছে বিয়েতে। তার মধ্যে রয়েছে ক্রিকেট ম্যাচও। প্রত্যেক বিয়েতে বর-কনে দুই পক্ষের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি রেষারেষি চলে। সেই একইভাবে এই বর-কনে পক্ষের মাঝেও হবে একটি ক্রিকেট ম্যাচ। বন্ধু-বান্ধবরা ভাগাভাগি হয়ে যাবেন দুটি দলে। দিল্লিতে এই ক্রিকেট ম্যাচে যাওয়ার পর দুই পরিবার পাড়ি দেবে উদয়পুরের উদ্দেশে।

চলতি মাসের শুরুতে পরিণীতি-রাঘবের বিয়ের কার্ড অনলাইনে ভাইরাল হয়েছিল। জানা গিয়েছিল, সেপ্টেম্বরের ২৪ তারিখ উদয়পুরের দ্যা লীলা প্যালেসে এই বিয়ের আসর বসবে।

সাতপাকে ভাস্বর আর দেবলীনা?

প্রবল চমক দিয়েছেন ভাস্বর আর দেবলীনা। তাঁরা যে ঠিক কী করেছেন, সে খবর এখনও কারও কাছে নেই। তবে সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে তোলপাড় পড়ে গেছে। এদিকে তাঁদের কাউকেই ফোনে ধরা যাচ্ছে না। তাঁরা কি বিয়ে করলেন!

সপ্তাহের শেষেই ফেসবুকে একেবারে নবদম্পতি এসে হাজির। কিন্তু রিল না রিয়েল, তা স্পষ্ট নয়! সোশ্যাল মিডিয়ায় তুমুল ভাইরাল একটি ছবি দেখে চক্ষু ছানাবড়া নেটিজেনদের। আসলে রীতিমতো ধন্দে সকলে। লাল-হলুদ জামদানিতে নতুন বউয়ের সাজে তথাগতর 'প্রাক্তন' দেবলীনা। তাঁকে জড়িয়ে রয়েছেন টলিউডের পরিচিত অভিনেতা ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়। তবে কি আইনত আলাদা হয়ে গিয়েছেন তথাগত-দেবলীনা? আর এবার কি ভাস্বরের হাত ধরে নতুন স্বপ্ন বুনছেন অভিনেত্রী?

ভেন্টিলেশন সঙ্গে নিয়ে শাহরুখ দর্শন

ভেন্টিলেশনের সমস্ত ব্যবস্থা সঙ্গে নিয়ে সিনেমা হলে এসে হাজির হলেন বিশেষভাবে সক্ষম এক দর্শক। আর তারপর? টানা বসে দেখলেন শাহরুখ খানের ছবি। এই ভিডিও শেয়ার করেছেন শাহরুখ স্বয়ং। সে ছবির নাম? জওয়ান। শাহরুখকে ঘিরে ভক্তদের উন্মাদনা ঠিক কতটা, পছন্দের অভিনেতার জন্য তাঁরা কী কী করতে পারেন সেটার একাধিক নজিরের সাক্ষী সারা ভারত। কিন্তু এদিন যা ঘটল তা সকলের মন ছুঁয়ে গেছে। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা, অসুস্থতা কিছুই আটকাতে পারেনি কিং খানের এই ভক্তকে। তিনি সবকিছুকে উপেক্ষা করে এদিন জওয়ান দেখতে আসেন।

হুইল চেয়ারে বসে এই বিশেষ ভাবে সক্ষম ব্যক্তি। গলায় লাগানো মস্ত আকারের দুটো নল। কিন্তু এদিকে যে শাহরুখ খানের জওয়ান মুক্তি পেয়েছে, না দেখলে চলে? তাই সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করে তিনি এই ছবি দেখতে হলে হাজির হলেন। হ্যাঁ, হুইল চেয়ারে বসে, ভেন্টিলেটর নিয়ে তিনি ছবি দেখলেন। সম্প্রতি এমনই একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।

বিধান মার্কেটের পুজো • কারণ নিয়ে জল্পনা

উদ্বোধন এড়ালেন গৌতম

রণজিৎ ঘোষ ও শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : প্রতি বছরের মতোই এবারও শহরে প্রচুর গণেশপুজোর উদ্বোধন করেছেন মেয়র গৌতম দেব। কিন্তু মেয়রের উদ্বোধনের তালিকায় এবার আচমকাই বাদ পড়েছে শিলিগুড়ি গণেশপুজো ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পুজো। বিধান মার্কেট অটোস্ট্যান্ডের এই পুজোর প্রথম থেকেই উদ্বোধন করে আসছেন গৌতম দেব। শহরের অন্যতম বড় গণেশপুজো এটিই।

কিন্তু উদ্বোধনে গৌতম নেই কেন, এই প্রশ্ন ঘুরছে শহরের আনাচকানাচে। পুজো উদ্যোক্তাদের পক্ষে অসিত দে অবশ্য বলছেন, 'আমরা গৌতমবাবুর কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি এই সময় চিকিৎসার জন্য হায়দরাবাদে থাকার কথা বলেছিলেন। তাঁর সবুজ সংকেত না পেয়েই আমরা ডেপুটি মেয়রকে দিয়ে এবার পুজো উদ্বোধন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্রেও গৌতম দেবের নাম রাখা হয়নি।' কিন্তু গৌতম তো বিকেল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত অন্যান্য সমস্ত পুজোর উদ্বোধন করতে ছুটছেন।

তাহলে কী অন্য কোনও অঙ্কে গৌতম এবার শহরের এই বৃহৎ পুজোর উদ্বোধন থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখলেন? গৌতম বলেছেন, 'সব পুজোয় তো যাওয়া সম্ভব হয় না। আমার এদিন ২২টি পুজোর উদ্বোধনী কর্মসূচি রয়েছে। বিধান মার্কেটের ওই পুজো উদ্বোধনে তো অন্যরা যাচ্ছেন।'

বিধান মার্কেটে জমির মালিকানার দাবিতে ব্যবসায়ীদের আন্দোলনের জেরে বেশ কিছুদিন ধরেই জলঘোলা হচ্ছে। সরাসরি শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন ব্যবসায়ীরা। কোনও রাখঢাক না করেই এসজেডিএ'র চেয়ারম্যানকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করছেন বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির কর্তারা।

বিধান মার্কেটে পুজো উদ্বোধনে রঞ্জন। সোমবার। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

বাজার বন্ধ রেখে, প্রতিবাদ সভা করে, মশাল মিছিল, কালো রাখি পরে এসজেডিএ'র ভূমিকার প্রতিবাদ কর্মসূচি চলছে। আদতে এই আন্দোলন অনেকাংশে শাসক বিরোধী মনে হলেও বাস্তবটা অন্য কথা বলছে। আন্দোলনকারীরা যে সবাই তৃণমূল কংগ্রেসের বিরোধী এমনটা নয়। বরং দলের অন্দর থেকেই এই আন্দোলন আরও তীব্র থেকে তীব্রতর করার প্রক্রিয়া লাগাতার চলছে। কিন্তু কেন? তৃণমূলেরই একটি সূত্রের দাবি, এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তীই আক্রমণের মূল লক্ষ্য। ব্যবসায়ীরাও ভালোভাবেই জানেন যে, সৌরভের পক্ষে একা সিদ্ধান্ত নিয়ে জমির মালিকানা দেওয়া সম্ভব নয়। সৌরভ একাধিকবার বলছেন, 'এই জমি রাজ্য সরকারের। সরকার মন্ত্রীসভার বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিলে জমির মালিকানা দেওয়া যেতে পারে।' কিন্তু তার পরেও সৌরভকে বিব্রত করতেই এই আন্দোলনের জন্মই শুধু নয়, বেড়ে ওঠাও। আর এর পিছনে শহরের শাসকদলের শীর্ষস্থানীয় নেতার মদতের অভিযোগ উঠছে। বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ীদের সামনে রেখে এই আন্দোলনকে ইন্ধন দিচ্ছেন কে, সেটা আজ আর কারও অজানা নয়।

এর আগেও সৌরভের কাজকর্ম নিয়ে দলীয় বৈঠকে প্রশ্ন তুলেছেন গৌতম। শিলিগুড়ির উন্নয়নে সৌরভের সহযোগিতা না পাওয়া, বিধান মার্কেট ইস্যুতে সৌরভ সঠিক পথে হাঁটছেন না এমন কথাও গৌতম দলের অভ্যন্তরে বলেছেন। বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ীরাও ধারাবাহিকভাবে দাবি আদায়ে আন্দোলন করে যাচ্ছেন। বিধান রোড অটোস্ট্যান্ডের এই পুজোর উদ্যোক্তারা সকলেই এই মার্কেটের ব্যবসায়ী সংগঠনের শীর্ষপদে রয়েছেন। মূলত

আচমকাই বাদ

- মেয়রের উদ্বোধনের তালিকায় এবার আচমকাই বাদ পড়েছে শিলিগুড়ি গণেশপুজো ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পুজো
- এই পুজোর প্রথম থেকেই উদ্বোধন করে আসছেন গৌতম দেব
- ২২টি পুজোর উদ্বোধনী কর্মসূচি রয়েছে গৌতমের
- গৌতমের পরিবর্তে ডেপুটি মেয়রকে দিয়ে এবার পুজো উদ্বোধন হয়

এখানকার ব্যবসায়ীরাই এই পুজো করে থাকেন। এই পরিস্থিতির মধ্যে পুজোর উদ্বোধক হিসাবে সেখানে গেলে ব্যবসায়ীদের ইন্ধন দেওয়ার বিষয়টি সামনে চলে আসতে পারে। আর সেই অঙ্কেই গৌতম এবার এই পুজোর উদ্বোধন এড়ালেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

শিলিগুড়ির কুমোরটুলি থেকে মণ্ডপের পথে (উপরে)। টয়ট্রেনের কারশেডে বিশ্বকর্মাপুজো। সোমবার। ছবিগুলি তুলেছেন সূত্রধর ও শান্তনু ভট্টাচার্য।

জাঁকজমক করেই যন্ত্রের দেবতার আরাধনা

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকর্মার আরাধনায় জাঁকজমক আয়োজন শহরের পুজো মণ্ডপগুলোতে। প্যান্ডেল থেকে আলোকসজ্জা সবেতেই তাক লাগানোর চেষ্টা করেছেন পুজো উদ্যোক্তারা। এদিন সকাল থেকেই পুজো উপলক্ষ্যে দোকান থেকে শুরু করে কারখানায় তোড়জোড় দেখা যায়। বেশ কয়েকটি পুজো উদ্যোক্তার তরফে এই দিনটিতে দুঃস্থদের খাওয়ানোর ব্যবস্থাও করা হয়।

রবিবার সন্ধে থেকেই শহরে পুজো উপলক্ষ্যে সাজোসাজো রব। প্রতিমার দোকান থেকে ফল, সবজি বাজারে ভিড় দেখা যায়। সোমবার সকাল থেকেই শহরে বিশ্বকর্মার আরাধনা শুরু হয়। উত্তরবঙ্গ সংবাদের ছাপাখানায় নিষ্ঠার সঙ্গে বিশ্বকর্মার পুজো করা হয়। এদিন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার শিলিগুড়ি ডিপোতে পুজোয় মাতেন কর্মীরা। সকাল থেকেই পুজোতে পরিবারের সঙ্গে কর্মীদের দেখা যায়। সারাদিন ধরে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বঙ্গীয় স্বর্ণশিল্পী সমিতির তরফেও দিনটি পালন করা হয়। বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির হাকিমপাড়া, সুভাষপল্লি, ডাবগ্রাম শাখা অফিসেও ঘটা করে পুজোর আয়োজন করা হয়। জাবরাভিটা পলিটেকনিক কলেজেও পূজিত হন বিশ্বকর্মা। পুজোয় চন্দ্রযান-৩ থিম তৈরি করা হয়। পড়ুয়ারা কয়েকদিন ধরে পরিশ্রম করে পুজো উপলক্ষ্যে তৈরি করেছেন এই থিম। এদিন সারাদিন কলেজ চত্বরে বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠানে মাতেন পড়ুয়ারা।

চুরির কিনারা

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : বাস থেকে নামার পরেই চুরি গিয়েছিল সঙ্গে থাকা ব্যাগ। ব্যাগে ছিল প্রায় তিন লক্ষ টাকা দামের ক্যামেরা, আধার কার্ড ও প্যান কার্ড। ব্যাগ হারিয়ে প্রধাননগর থানার পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কলকাতার কবি সুকান্ত সরণির বাসিন্দা অরিন্দম দাস। অভিযোগ পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে চুরি যাওয়া ব্যাগ উদ্ধার করার পাশাপাশি দুজনকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতরা হল সাবিনকুমার সিং ওরফে সমীর ও রঞ্জন সাহানি। দুজনই গুরুংবস্তি এলাকার বাসিন্দা। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে দুজনকে চিহ্নিত করে অভিযোগ পাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাদের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে চুরি যাওয়া ব্যাগ, ক্যামেরা সহ সমস্ত সামগ্রী। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কর্মসূত্রে কলকাতা থেকে শিলিগুড়িতে এসেছিলেন অরিন্দমবাবু। বাস থেকে নামার পরেই তিনি দেখতে পান, সঙ্গে থাকা ব্যাগটি নেই। এরপরেই প্রধাননগর থানায় নিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

টুকরো খবর

কৃষ্ণ স্মরণ

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের প্রয়াত কাউন্সিলার কৃষ্ণ পালের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করল কৃষ্ণ পাল স্মৃতিরক্ষা কমিটি। সোমবার কমিটির তরফে আয়োজিত কৃষ্ণের চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠানে মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, স্থানীয় কাউন্সিলার লক্ষ্মী পাল, তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

রক্তদান

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : পুরনিগমের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রয়াত কাউন্সিলার অরবিন্দ ঘোষের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অরবিন্দ ঘোষ স্মৃতিরক্ষা কমিটি ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির উদ্যোগে রক্তদান শিবির হল। এছাড়াও ওয়ার্ডের সাফাইকর্মীদের পরিবারের সদস্যদের সোমবার নতুন বস্ত্র দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র তথা ওয়ার্ড কাউন্সিলার রঞ্জন সরকার প্রমুখ।

সম্মেলন

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : শনিবার অল বেঙ্গল কংগ্রেস ল'ইয়ার্স কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবে শিলিগুড়ি সেবক রোডের একটি ভবনে। সেখানে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আইনজীবীরা আসবেন। এব্যাপারে সোমবার জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে জেলা সভাপতি শংকর মালাকার বলেন, 'দেশের সংবিধান সংকটে। বিচার ব্যবস্থা থেকে সংবাদমাধ্যম সবকিছুরই কণ্ঠরোধের চেষ্টা করছে বিজেপি সরকার। এর বিরুদ্ধে আইনজীবীরা একজোট হবেন।'

নেশাগ্রস্তদের দৌরাত্ম্যে চিন্তার ভাঁজ মৃৎশিল্পীদের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : ঘড়ির কাঁটায় দুপুর তখন ১২টা। কুমোরটুলিতে চূড়ান্ত ব্যস্ততা। ব্যস্ততা ছিল সুরেন পালের মধ্যেও। কুমোরটুলি ভবনের নীচে বাঁশ দিয়ে তিনি একের পর এক কাঠামো তৈরি করছিলেন। কেমন চলছে কাজ? প্রশ্ন করতেই অবশ্য একরাশ হতাশা বেরিয়ে এল সুরেনের কথায়। বললেন, 'কাঠামোগুলো তো তৈরি করছি। পরদিন সকালে এসে ক'টা যে দেখতে পাব, তার ঠিক নেই। রাতের বেলাতেই তো সব উধাও হয়ে যাচ্ছে।'

> আমরা ওয়ার্ড কাউন্সিলারকে জানিয়েছি। পুলিশ প্রশাসনকেও জানানো হয়েছে। যদিও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।
>
> – অধীর পাল সভাপতি, মৃৎশিল্প উন্নয়ন সমিতি

কুমোরটুলিতে ঘুরতে ঘুরতে একই কথা শোনা গেল মৃৎশিল্পী অমল পালের কাছ থেকে। হতাশার সুরে তিনি বললেন, 'কারখানায় এখন একবারে গণেশ, বিশ্বকর্মার পাশাপাশি দুর্গা প্রতিমার কাজ হওয়ায়, অনেকসময় পোয়াল অথবা ওই ধরনের প্রতিমা তৈরির জিনিস রাতে কারখানার বাইরে রেখে যেতে হয়। যদিও পরদিন সকালে এসে দেখি নেই।'

রাত বাড়তেই কুমোরটুলির কারখানা একে একে বন্ধ হতেই বাড়ছে নেশাগ্রস্তদের দৌরাত্ম্য। কুমোরটুলির খালি জায়গায় বসে যাচ্ছে নেশার আসর। আর তারমধ্যেই উধাও হয়ে যাচ্ছে প্রতিমা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। অভিযোগের তির, সেই নেশার আসর বসানো ওই নেশাগ্রস্তদের বিরুদ্ধেই। বিষয়টা নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করছেন শিলিগুড়ি মৃৎশিল্প উন্নয়ন সমিতির সভাপতি অধীর পাল। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা ইতিমধ্যেই পুরো বিষয়টা ওয়ার্ড কাউন্সিলারকে জানিয়েছি। পুলিশ প্রশাসনকেও জানানো হয়েছে। যদিও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।' সংশ্লিষ্ট ৪ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার বিবেক সিং বলছেন, 'ইতিমধ্যেই বিষয়টা পুলিশ প্রশাসনকে বলা হয়েছে। পুলিশ প্রশাসন বিষয়টা দেখছে।' শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এডিসিপি শুভেন্দ্র কুমারের বক্তব্য, 'পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হলে অবশ্যই বিষয়টা দেখা হবে।'

কোথায় বসছে এই নেশার আসর? দেখা যাচ্ছে কুমোরটুলি ভবনের পেছনের দিকে ফাঁকা জায়গাজুড়ে পড়ে রয়েছে নেশার সামগ্রী। শুধু কি এই একটা জায়গাতে বসছে নেশার আসর? এমনটা ভাবলে কিন্তু ভুল হবে। কুমোরটুলির মাঝখানে কিছুটা খালি জায়গা রয়েছে। সেখানে একটি নবনির্মিত শৌচালয় রয়েছে। সেই শৌচালয়ের আশপাশেও একইরকমভাবে নেশার সামগ্রী ছড়িয়ে রয়েছে। মৃৎশিল্পী অশোক পালের কথায়, 'কিছুদিন পরেই আমাদের কুমোরটুলিতে রাত কাটাতে হবে কিন্তু এধরনের পরিস্থিতি থাকলে তো মুশকিল। এমনিতেই প্রতিমা তৈরির সামগ্রী উধাও হয়ে যাচ্ছে।' তাঁর বক্তব্য, 'কিছুদিন পর থেকেই পাহাড়, শহরের বিভিন্ন জায়গার মানুষজন প্রতিমা নিতে কুমোরটুলি আসবে। রাতভর মানুষের যাওয়া-আসা চলবে। এলাকার বাসিন্দারাও যদি এব্যাপারে রুখে না দাঁড়ায়, তাহলে আমাদের সবাইকেই সমস্যার মুখে পড়তে হবে।'

ওয়ার্ড কাউন্সিলার বলেন, 'ওই আসর বন্ধ করার ব্যাপারে আলোচনা করব।'

মহানন্দায় সচেতনতার বোর্ড উধাও

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : নদী দূষণ রুখতে পুরনিগমের উদ্যোগে বছরখানেক আগে মহানন্দা সেতুর ওপর থেকে শুরু করে নদীর ধার পর্যন্ত লাগানো সচেতনতামূলক বোর্ডগুলির একাংশ এখন উধাও। কিছু বোর্ড ভেঙে গিয়েছে। আবার কাঠামো থাকলেও ভেতরে থাকা কিছু বোর্ডের অংশ কেউ কেটে দেওয়ায় একেবারে ঝুলে রয়েছে। এদিকে, পুজোর মরশুম শুরু হওয়ায় নদীতে ফের দূষণ বাড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সেতুর ওপর কিংবা নদীর ধার থেকে পুজোর ব্যবহৃত সামগ্রী যাতে নদীতে না ফেলা হয়, সে সম্পর্কে লাগানো ওই বোর্ডগুলি সংস্কার করা হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার অবশ্য বলেন, 'দ্রুত ওই বোর্ডগুলোর সংস্কার করে দেওয়া হবে।'

বেহাল সচেতনতামূলক বোর্ড। – সংবাদচিত্র

বছর তেইশের বিকাশ বিশ্বাস প্রায়ই কাজের জন্য এয়ারভিউ মোড় সংলগ্ন ওই সেতুর ফুটপাথ ধরে যাতায়াত করেন। তিনি বলেন, 'এতদিন হয়েছে ওই বোর্ডগুলি লাগানো হয়েছে। কিন্তু একবারও সংস্কার করা হয়নি। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বোর্ডগুলির এই অবস্থা।' বোর্ডগুলো সংস্কার হলে মানুষের মধ্যে কিছুটা সচেতনতার প্রসার হবে বলে মনে করছেন শহরের বাসিন্দা অঙ্কিতা রায়। তিনি বলেন, 'বোর্ডগুলোর কারণে আবর্জনা কিংবা পুজোয় ব্যবহার করা সামগ্রী ফেলা বন্ধ হয়েছিল। তবে বোর্ডগুলো বেহাল হতেই ফের এধরনের ঘটনাগুলোও বাড়তে শুরু করেছে।' একই কথা বলেন শহরের বাসিন্দা পরিতোষ দাসও।

দুই পুজোয় সুপারহিট লাড্ডু ও মোদক

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : প্রতিযোগিতায় ছিল অনেকেই। বরফি, সন্দেশ, রসগোল্লা, গোলাপজাম। তবে বিশ্বকর্মা ও গণেশপুজো মিলিয়ে সুপারহিট সেই লাড্ডু আর মোদকই। হাতি মোড়ের দোকান থেকে শুরু করে চিলড্রেন্স পার্কের পাশের দোকান অথবা শিলিগুড়ি জংশনের পরিচিত মিষ্টির দোকান, রবিবার থেকেই সব জায়গায় শুরু হয়েছে মিষ্টি কেনার ধুম। দুই পুজো মিলিয়ে সোমবার ব্যাপক ভিড় দেখা গিয়েছে সব জায়গায়। অনেকে তো মিষ্টি কিনতে এসে ভিড় দেখে ঘাবড়ে গিয়ে ফিরেও গিয়েছেন। যদিও কোনও কোনও সময়ে তো দোকানে তাঁদেরও ফিরে আসতেই হয়েছে।

বিশ্বকর্মাপুজো ও গণেশপুজো ঘিরে চলছে জোরদার প্রস্তুতি। আর এখন ঠাকুরকে দেওয়া প্রসাদেও দেখা যাচ্ছে নানা বাহার। তবে ভোগ যা-ই দেওয়া হোক না কেন, তাতে মিষ্টি তো থাকবেই। তাই ভিড় দেখা গিয়েছে শহরের মিষ্টির দোকানগুলিতে। সোমবার সকাল থেকেই শহরের মিষ্টির দোকানগুলিতে ভিড় জমাতে শুরু করেন অনেকেই। কেউ বিশ্বকর্মাপুজো উপলক্ষ্যে মিষ্টি নিচ্ছেন, তো কেউ পরের দিনের গণেশপুজোর জন্য নিতে এসেছেন। আবার কেউ দিতে এসেছেন অগ্রিম অর্ডার দিতে।

শিলিগুড়ির সুভাষপল্লির একটি দোকানে মিষ্টি কিনতে ভিড়। সোমবার।

শহরের হাতি মোড়ের কাছের মিষ্টির দোকানে পছন্দের মিষ্টি কিনতে ব্যস্ত সুরভি পাল। বলছিলেন, 'কাল বাড়িতে গণেশপুজো। সেই উপলক্ষ্যে ৫০টি মিষ্টি নিতে এসেছি। এবছর অনেক নতুন ধরনের মিষ্টি দেখছি।' শিলিগুড়ির জংশনের কাছে একটি মিষ্টির দোকানে ১০০টি লাড্ডুর অর্ডার দিতে এসেছিলেন তন্ময় দত্ত। বলছিলেন, 'আমাদের বাড়িতে গণেশপুজো হবে। সেই উপলক্ষ্যে পথচারীদের লাড্ডু দেব। তাই লাড্ডু নিতে আসা। সকালে এসেছিলাম, তবে এত ভিড় ছিল যে অর্ডার দিতে পারিনি। সন্ধ্যায় এসে বলে গেলাম।'

কোন ধরনের মিষ্টির চাহিদা বেশি? মিষ্টির দোকানের কর্মী সুরেন সরকার বলছিলেন, 'লাড্ডু, বরফি, সন্দেশ, রসগোল্লা ও গোলাপজামের বিক্রি বেশি। সকাল থেকে এখনও পর্যন্ত দু'বার লাড্ডু বানাতে বসলেন আমাদের দোকানের কর্মীরা।' চিলড্রেন্স পার্কের পাশের এক মিষ্টির দোকানেও দেখা গেল লাড্ডু আর মোদক ট্রে ভরে নিয়ে আসতে না আসতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে।

পরপর দু'দিন পুজো থাকায় মিষ্টির দারুণ চাহিদা রয়েছে, জানালেন শহরের অনেক মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী। দিনদিন শহরে বাড়ছে গণেশপুজোর সংখ্যা। এবছর অনেকেই নিজেদের পুজোর বাজেটও বাড়িয়েছেন। তাই মিষ্টি কেনার বহরও বেড়েছে। ব্যবসায়ী সুমন ঘোষের কথায়, 'এবছর অনেক পুজোর অর্ডার এসেছে। আগের বছর থেকে এবছর বিক্রি অনেক বেড়েছে। পুজোর সংখ্যা বাড়াতে আমাদের লাভও বেড়েছে।'

গণেশপুজোর ভোগের জন্য মোদক দিতে বিধান মার্কেটের একটি দোকানে এসেছিলেন প্রিয়া সরকার। ১০০ টাকা দিয়ে বড় আকারের লাড্ডু কিনেছেন তিনি। তবে তাঁর আক্ষেপ, 'এবছর কিন্তু মিষ্টির দামটা বেড়েছে।'

দু'বেলা দু'মুঠো ভাত জোগাড় করতে হিমসিম, পঞ্চায়েতে টিকিট না মেলায় ক্ষোভ

দলের কাজে ৬০ বিঘা জমি বিক্রি তৃণমূল নেতার

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : অ্যাসবেস্টসের ছাদ, বারান্দায় জরাজীর্ণ টিনের শেড, দরমার বেড়া ঘেরা বাড়ি। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের গড়ালবাড়ি গ্রামে একটুকরো বসতভিটেয় এভাবেই কোনও রকমে দিন গুজরান করেন জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সদ্য প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেসের দলনেতা অনিলকুমার রায়।

ঘরের এককোনায় বসে বলছিলেন, 'আমি দলের কাছে এখন ব্রাত্য। অথচ এই দলের জন্য প্রায় ৬০ বিঘা জমি বিক্রি করে দিয়েছি। এখন মাথা গোঁজার জায়গা ছাড়া আর কিছু নেই আমার কাছে।' এটুকু বলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন। ফের বলতে শুরু করলেন তৃণমূলের রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সদস্য, 'দু'বেলা দু'মুঠো ভাত জোগাড় করতে গিয়ে এখন হিমসিম খেতে হয়। ঘরে একটি মেয়ে রয়েছে। পরিচিতদের কাছ থেকে চেয়ে তাঁর খাবারের সংস্থান করি। সকাল সকাল সাইকেল চড়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াই। গড়ে রোজ ২০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিই। দলের নেতারা ভুলে গেলেও, কর্মীরা আমাকে মনে রেখেছেন। তাঁরা ভালোবাসেন। সমাদর করেন। সেই কর্মীদের বাড়িতেই দুপুরে খেয়ে নিই। তবে বেশিরভাগ দিন রাতে খিদে পেটে ঘুমোতে হয়। এই বয়সে এসে এমন দিন দেখতে হবে, তা কখনও ভাবিনি।'

অনিলকুমার রায়ের দিনভর সঙ্গী এই সাইকেল।

২৩ বছর আগে স্ত্রী মারা গিয়েছেন। পাঁচ মেয়ের মধ্যে চারজনের বিয়ে হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে। অনিলবাবু জানালেন, আর্থিক পরিস্থিতি এখন এতটাই খারাপ যে, বাকি একজনের বিয়ে আয়োজনের সামর্থ্য নেই।

তাঁর আফসোস, '২০১৮ সালের পঞ্চায়েত ভোটে পঞ্চায়েত সমিতিতে বিপুল ভোটে জিতে দলনেতা মনোনীত হয়েছিলাম। জানি না কী অপরাধ করেছি, আমাকে এবার আর টিকিট দেওয়া হল না।'

সদর ব্লকের শাসক নেতা শংকর রায়ের কথায়, 'অনিল রায় দলের সম্পদ। আমরা নেতৃত্বকে বারবার বলেছিলাম, তাঁকে টিকিট দেওয়ার জন্য। কিন্তু সেই আবেদনে কেউ পাত্তা দেননি।'

একসময় প্রায় ৬০ বিঘা জমি ছিল তাঁর। দীর্ঘদিন কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত অনিলকুমার রায় ১৯৯৮ সালে তৃণমূলে যোগ দেন। দুর্দিনে কর্মীদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে দলীয় কর্মসূচি রূপায়ণে অর্থের সংস্থান সেই জমি বিক্রি করেই করেছেন তিনি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি বদলেছে। সকলের পাশে থাকা অনিলবাবু এখন বড় অসহায়। দলের অধিকাংশ নেতা তাঁর খোঁজ রাখেন না বলে অভিযোগ করলেন।

কথা প্রসঙ্গে অনিলবাবু জানান, তিনি তৃণমূলের ব্লক কনভেনারের দায়িত্ব যেমন সামলেছেন, তেমন দলের জেলা সম্পাদক পদেও আসীন ছিলেন একসময়। রাজ্য কমিটির সদস্যও হন একবার। বললেন, 'এখন দলের কিছু নেতার কাছে তাচ্ছিল্য, দুর্ব্যবহার পেতে হয়। তবে পদে থাকি বা না থাকি, শেষদিন পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের হয়েই কাজ করে যাব। দল ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে প্রচার চালিয়ে যাব।'

জলপাইগুড়ি বিধানসভার বিধায়ক ডাঃ প্রদীপ বর্মাকে এপ্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি আশ্বাস দেন, শীঘ্রই তাঁর সম্পর্কে খোঁজ নেবেন। প্রয়োজনে দলের উচ্চ নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। একই কথা জানিয়েছেন দলের জলপাইগুড়ি জেলার মুখপাত্র দুলাল দেবনাথ। আবার তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলার সভানেত্রী মহুয়া গোপের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন ধরেননি।

জাতি গণনার প্রশ্নে দূরত্ব তৃণমূলের

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর : জাতি গণনা ইস্যুতে দূরত্ব। এই ইস্যুতে জোটসঙ্গী 'ইন্ডিয়া'র সবাই জোর দাবিতে সরব হলেও তৃণমূল কংগ্রেস এখনও পর্যন্ত একমত নয়। তবে জোটের বাকি ২৭ শরিক এই ইস্যুতে সমানে চাপ দিয়ে চলায় ঘাসফুল শিবিরের সিদ্ধান্ত, দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পেন থেকে ফিরে এলে এবিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

দলের নেতা সৌগত রায় অবশ্য বলেন, 'জাতি গণনা ইস্যুতে আমরা সহমত নই বলে আমাদের দলনেত্রী ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন। আমাদের ধারণা, এধরনের গণনা মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে।' সৌগতের বিশ্বাস, 'আমাদের ধারণা ইন্ডিয়ায় আলোচনার টেবিলে সমস্ত সমস্যা মেটোনো সম্ভব।'

বিজেপির হিন্দুত্ব নীতিকে ঠেকাতে জাতি গণনা ইস্যুতে জোর দেওয়া হবে বলে ১৩ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে এনসিপি প্রধান শারদ পাওয়ারের বাড়িতে ইন্ডিয়া জোটের কোঅর্ডিনেশন কমিটির প্রথম বৈঠকে ঠিক হয়। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) সেদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেকে পাঠানোয় তৃণমূল ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেনি।

জাতি গণনা ইস্যুতে জোর দেওয়া হবে বলে ওই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই ইস্যুতে দলের সায় নেই বলে তৃণমূল অবশ্য জানিয়ে দেয়।

দলের এক সূত্রের কথায়, 'দলনেত্রী মনে করেন এই ইস্যু অনেকের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করবে। আর তৃণমূল সমস্যায় পড়বে।'

ঘাসফুল শিবিরের এক প্রবীণ নেতা বলেন, 'এ জাতীয় রাজনীতিতে সায় দেওয়ার অর্থ, আমরা পশ্চিমবঙ্গে আমাদের অবস্থানকে ক্ষতিগ্রস্ত করব। আমরা পশ্চিমবঙ্গে কোনওদিন জাতিভিত্তিক রাজনীতি করিনি। আমাদের রাজ্য কোনওদিন ওবিসি রাজনীতি দেখেনি। তবে বিজেপির সঙ্গে লড়াই করতে আমরা ইন্ডিয়া জোটেও থাকব। তাই দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই স্পেন থেকে ফিরে এসে এবিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। ২৩ সেপ্টেম্বর তিনি কলকাতায় ফেরার পর আমরা এবিষয়ে আমাদের চূড়ান্ত অবস্থান পরিষ্কার করতে পারব বলে মনে করছি।'

বিষয়টিকে সিপিএম বিঁধতে ছাড়েনি। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বললেন, 'আমরা জাতি গণনার দাবি জানালেও বিজেপি আর তৃণমূল এর বিরুদ্ধাচরণ করছে। তৃণমূল আসলে কী, আশা করছি এতেই পরিষ্কার।'

সাংবাদিক প্রয়াত

কিশনগঞ্জ, ১৮ সেপ্টেম্বর : কিশনগঞ্জের প্রবীণ সাংবাদিক ডঃ উমেশনন্দন প্রসাদ সিনহা প্রয়াত। রবিবার লখনউতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। কিশনগঞ্জ প্রেস ক্লাবের প্রথম সভাপতি ছিলেন উমেশবাবু। তাঁর প্রয়াণে ক্লাবের সদস্যরা শোকাহত।

এল সিবিআই

প্রথম পাতার পর

সেই অলোক রায়ের কাছে। কলেজ হল্ট এলাকায় অলোকের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক কথা বলেন তাঁরা। দুর্নীতি সংক্রান্ত নানা তথ্য, নথিও সংগ্রহ করেন। তারপর তদন্তকারীরা যান বক্সা ফিডার রোডের ঢাকেশ্বরী মোড়ে থাকা সমবায় সমিতির দপ্তরে। তবে তালাবন্ধ দপ্তরের ভেতরে ঢোকেননি তাঁরা।

যে দ্বিতল ভবনে সমিতির দপ্তরটি ভাড়ায় চলছে, তার নীচেই রয়েছে ভবনের মালিক বাবু ধরের গুদাম। সেখানে বসেই বাবুকে দীর্ঘ সময় জিজ্ঞাসাবাদ করেন গোয়েন্দারা। সমিতিকে কবে ভাড়া দেওয়া হয়েছে, ভাড়ার চুক্তিপত্র আছে কি না, কত টাকায় ভাড়া দেওয়া হয়েছে, ভাড়া বকেয়া আছে কি না, কবে থেকে দপ্তর বন্ধ, বন্ধ দপ্তরে কেউ ঢুকেছিল কি না, এইসব প্রশ্নের উত্তর জানতে চাওয়া হয় বাবুর কাছে। দপ্তর ভাড়া সংক্রান্ত নানা নথিও সঙ্গে করে নিয়ে যান তদন্তকারীরা। সূত্রের খবর, সমবায় সমিতির দপ্তরে নতুন করে তালা লাগিয়ে দিতে বলা হয় বাবুকে। যাতে তাঁরা ছাড়া যাতে অন্য কেউ দপ্তরে ঢুকতে না পারেন সেটাও দেখতে বলা হয় ভবন মালিককে।

সমবায় দুর্নীতি ইস্যুতে হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন আমানতকারী কল্পনা দাস সরকার। অভিযোগ, দশ লক্ষ টাকা জমা রেখেও ফেরত পাননি তিনি। তাঁর মামলার ভিত্তিতেই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের তদন্তের দায়িত্ব দেয় আদালত। এদিন ডুয়ার্সকন্যা লাগোয়া কল্পনার বাড়িতেও যান সিবিআই আধিকারিকরা। তাঁর কাছ থেকে যাবতীয় নথির প্রতিলিপি সংগ্রহ করেন তাঁরা। দীর্ঘ সময় ধরে তাঁকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। সূত্রের খবর, কোনও এজেন্টের মাধ্যমে টাকা জমা করেছিলেন কি না, কত শতাংশ হারে সুদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, টাকা নগদে না চেকে জমা করেছিলেন, কোন অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিয়েছিলেন এইসব প্রশ্ন জানতে চান গোয়েন্দারা। তবে তদন্তের ব্যাপারে কেউই মুখ খুলতে চাননি। অলোক শুধু বলেন, 'আমার কাছে গোয়েন্দারা এসেছিলেন। তবে এর বেশি কিছুই বলতে পারব না।'

২৪ অগাস্ট সিআইডির কাছ থেকে তদন্তভার নিয়ে একসঙ্গে ইডি ও সিবিআইকে তদন্তের দায়িত্ব দিয়েছিলেন বিচারপতি। ২৫ অগাস্ট থেকেই দুই সংস্থাকে তদন্ত শুরু করতে বলা হয়েছিল। অভিযোগ, প্রায় তিন সপ্তাহ পরেও কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের কাছে নথি হস্তান্তর করেনি সিআইডি। উলটে কেন্দ্রীয় সংস্থাদের দিয়ে তদন্তের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তা পুনর্বিবেচনার আবেদন জানায় রাজ্য। ফলে বিরক্ত হয়ে শুক্রবার মামলার শুনানিতে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় রাজ্য সরকারকে পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানার নির্দেশ দেন। হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে দু'সপ্তাহের মধ্যে টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ওই আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করে রাজ্য সরকার। রাজ্যের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল জয়জিৎ চৌধুরী জানিয়েছেন, এদিন সার্কিট বেঞ্চের বিচারপতি সব্যাসাচী ভট্টাচার্য এবং বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ জরিমানার নির্দেশ স্থগিত করেন।

যেন মায়ের কোলে পো

গণেশমূর্তি নিয়ে এক শতায়ু প্রবীণা। কোচবিহারের কুমোরটুলিতে। সোমবার অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

কড়া হতেই নিয়োগ

প্রথম পাতার পর

যাতে এত সময় লাগবে।' বিচারপতি শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারকে মঙ্গলবার বেলা ১টার মধ্যে অনামিকার পুলিশ ভেরিফিকেশন সংক্রান্ত তথ্য দিতে বলেন। জানিয়ে দেন, মঙ্গলবার বিকেল ৩টার সময় এই বিষয়ে আবার শুনানি হবে।

হাইকোর্টে পর্ষদের আইনজীবী পুলিশ ভেরিফিকেশন না হওয়ার কারণে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়নি বললেও এদিন বিকেলের মধ্যে পর্ষদের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে অনামিকাকে বুধবার নিয়োগপত্র দেওয়া হবে বলে জানানো হয়। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, যদি অনামিকার পুলিশ ভেরিফিকেশন রিপোর্ট না পাওয়ার কারণে নিয়োগপত্র দেওয়া না যায় তাহলে ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই কীভাবে পর্ষদের ওয়েবসাইটে নিয়োগপত্র দেওয়ার কথা বলা হল?

অনামিকা বলেন, 'পর্ষদের তরফে কেন এরকম বলা হল জানি না। ২৯ অগাস্ট মেডিকেলের আগেই পুলিশ ভেরিফিকেশন হয়ে গিয়েছে। যা কাগজপত্র প্রয়োজন ছিল সব জমা দিয়েছি। জানতে পারি, ১১ সেপ্টেম্বর স্পিড পোস্ট মারফত সেই সংক্রান্ত কাগজও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১৫ সেপ্টেম্বর সেই কাগজ পর্ষদের কাছে পৌঁছেও যায়।

এদিন বিকেলের মধ্যেই মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে আগামী বুধবার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে পাঁচজনকে নিয়োগপত্র সংগ্রহ করতে বলা হয়। সেই তালিকায় ৩ নম্বরে নাম রয়েছে অনামিকার। সেইমতো মঙ্গলবারই তিনি কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেবেন বলে এদিন জানিয়েছেন অনামিকা। তাঁর কথায়, 'এদিন হাইকোর্টে শুনানি হয়। এরপর বিকেল নাগাদই পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ওয়েবসাইট মারফত জানানো হয়েছে আমার নিয়োগপত্র দেওয়া হবে বুধবার। আজ সত্যিই খুব ভালো লাগছে।'

অনামিকার আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্ত বলেন, 'বিচারপতি এদিন পর্ষদের কাছে জানতে চেয়েছেন কেন অনামিকা রায়কে নিয়োগপত্র দেওয়া হচ্ছে না। এর উত্তরে পর্ষদের তরফে পুলিশ ভেরিফিকেশন হয়নি বলা হলেও বিকেলের মধ্যে পর্ষদ আবার তাদের ওয়েবসাইটে অনামিকাকে বুধবার নিয়োগপত্র দেবে বলে উল্লেখ করেছে। তবে, এদিন পর্ষদের উত্তরে অসন্তুষ্ট হয়েছেন বিচারপতি।'

পুলিশ ভেরিফিকেশন নিয়ে আগামীকাল পর্ষদ বিচারপতিকে কী উত্তর দেয়, তার জন্য অপেক্ষা করছেন চাকরিপ্রার্থীরা থেকে শুরু করে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। ফের নিয়োগ বিতর্কে কড়া ভর্ৎসনা শুনতে হবে পর্ষদকে, এমনটাই আশঙ্কা সকলের।

রাজ্যসভায় বাধা ডেরেককে

সংসদে অভিষেক, অক্টোবরের দলীয় রণনীতি নিয়ে বৈঠক

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর : সোমবার সংসদের বিশেষ অধিবেশন শুরুর প্রথম দিনই তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে পৌঁছে যান। এদিন বিকেলে দিল্লি বিমানবন্দরে নেমে তিনি সরাসরি সংসদ ভবনে অবস্থিত দলীয় পার্টি অফিসে পৌঁছে যান। দলীয় সূত্রের দাবি, নতুন সংসদ ভবনে ঢোকার বিশেষ আই কার্ড সংগ্রহের পর দলের সতীর্থ সাংসদদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সূত্রেই, পার্টি অফিসে বসেই অভিষেক অক্টোবরের ২ থেকে ৪ পর্যন্ত দিল্লিতে প্রস্তাবিত তৃণমূলের ধর্নাস্থল নিয়ে খোঁজখবর নেন।

সেই সময় দলের তরফে ডেরেক ও'ব্রায়েন, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়ের মতো শীর্ষ নেতারা অভিষেককে জানান, মনরেগা সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বকেয়া টাকা প্রদানের দাবিতে রাজধানী দিল্লিতে তৃণমূল কংগ্রেসকে ধর্নার আয়োজন করতে দিতে দিল্লি পুলিশ যে আগ্রহী নয় সেটা তাদের হাবেভাবে পরিষ্কার। অভিষেক তাঁদের 'ব্যাকআপ' প্ল্যান কার্যকর করার পরামর্শ দেন। পাশাপাশি, যেভাবেই হোক অক্টোবরের কর্মসূচি সফল করতে হবে বলেও নির্দেশ দেন। দিল্লি আগত দলীয় সমর্থক বা প্রতিনিধিদের মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের ব্যবস্থা করতেও বলেন। অধিবেশনের শেষ দিন শুক্রবার পর্যন্ত অভিষেক দিল্লিতেই থাকবেন এবং অক্টোবরের প্রথমে নির্ধারিত সমাবেশের যাবতীয় প্রস্তুতি খতিয়ে দেখবেন।

অন্যদিকে, আরও একবার সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বাধাপ্রাপ্ত হলেন। সোমবার সংবিধানের ৭৫ বছর পূর্তি প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য রাখার কথা ছিল। এই মর্মে তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য ২১ মিনিট বরাদ্দ হয়। ডেরেক ১৮ মিনিট সময় পান। ডেরেক বক্তব্য রাখা শুরু করার সময়েই রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকর তাঁকে জানান, ডেরেকের জন্য ১০ মিনিট সময় বরাদ্দ করা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গেই ডেরেক প্রতিবাদ জানান। কিছুটা বাদানুবাদের পরে চেয়ারম্যানের সম্মতিতে তিনি বক্তব্য রাখতে শুরু করেন। শুরু থেকেই ডেরেক মোদি সরকারকে আক্রমণ করতে শুরু করেন। বক্তব্যের মাঝেই তাঁর সময়সীমা শেষ করা হচ্ছে বলে চেয়ারম্যান জানান। ক্ষুব্ধ ডেরেক সংসদের গান্ধিমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে বাকি বক্তব্য শেষ করে প্রতীকী প্রতিবাদ জানান।

কাচের বইঘর

প্রথম পাতার পর

'নতুন জেলা শাসকের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেই পুজোর আগেই ভোরের আলোয় এই পরিষেবাগুলি চালু করে দেওয়া হবে।'

ভোরের আলোতে যে কাচের রিডিং কিয়স্কটি তৈরি করা হয়েছে তাতে আলো ও এয়ার কন্ডিশনিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। লাইব্রেরি থাকবে। সঙ্গে অবশ্যই সবার মনোমতো বই। আশপাশে জলা, অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে বসে পছন্দের বইয়ে ডুবে যাওয়ার সুযোগ এককথায় 'লা-জবাব'। অতুলনীয়। শর্ত অবশ্য একটা আছে। কোনওরকম হইহুল্লোড় করা যাবে না। যুব আবাস প্রাঙ্গণে এই রিডিং কিয়স্ক তো বটেই, বড় বড় গাছ ও বনসাইয়ের মধ্যে মিউজিক্যাল থেরাপি পরিষেবাও সমান জনপ্রিয় হবে বলেই আধিকারিকদের ধারণা। সন্ধ্যায় পাখিদের জোর কলরবে বাড়ি ফেরা, একটানা ঝিঁঝির ডাক, তিস্তায় মন জুড়োনো বাতাসের মাঝে হঠাৎ ফোয়ারার জলে রঙিন আলোকচ্ছটা শুরু হলে যে কেউই এই জায়গাটির প্রেমে পড়তে বাধ্য। দুটি পরিষেবার কাজই প্রায় শেষের মুখে। হাওয়া মহলের সামনে রাজ্যের বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রির স্টল 'এক্সপেরিয়েন্স বেঙ্গল'-এর কাজও প্রায় শেষের পথে। এখানে বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর স্টল থাকবে। মিলবে হস্তশিল্পের নানা সামগ্রী থেকে ফাস্ট ফুড, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য। গজলডোবা ব্যারেজের সামনে নতুন মার্কেট কমপ্লেক্স ও নদীপাড়ের সৌন্দর্যায়নের কাজও জোরকদমে চলছে। তবে জমি নিয়েও গজলডোবায় এখনও স্থায়ী পার্কিং জোন তৈরি করা যায়নি। বিষয়টি নিয়ে আধিকারিকরা চিন্তায় রয়েছেন। রিডিং কিয়স্ক, মিউজিক থেরাপির জন্য কত দামের টিকিট হবে, কতক্ষণ এই জায়গাগুলিতে থাকতে দেওয়া হবে তা এখনও চূড়ান্ত নয়। এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশাসন খুব শীঘ্রই বিজ্ঞপ্তি জারি করবে।

ফের রেল অবরোধের ডাক কুর্মিদের

রাঁচি, ১৮ সেপ্টেম্বর : মাসখানেক আগেই কুর্মিদের রেল অবরোধে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব রেল। দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে পূর্ব ভারতের যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হতে বসেছিল। নিজেদের তপশিলি উপজাতি মর্যাদা পেতে ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ফের অনির্দিষ্টকালের জন্য রেল অবরোধের ডাক দিল একাধিক কুর্মি সংগঠন। ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্টেশনে এই অবরোধ চলবে। এ রাজ্যে খেমাশুলি ও কুশটাঁড় স্টেশনে এই অবরোধ চলবে। এছাড়া ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার একাধিক স্টেশনেও অবরোধ চলবে। উল্লেখ্য, গত বছরও ২০ সেপ্টেম্বর থেকে তপশিলি উপজাতি মর্যাদা দাবি করে রেল অবরোধে নেমেছিলেন কুর্মিরা। ওই অবরোধের জেরে টানা পাঁচদিন দক্ষিণ-পূর্ব রেলে ট্রেন পরিষেবা বন্ধ ছিল। পুজোর মুখে এই অবরোধ এবার কতদিন চলে সেটাই দেখার।

ডক নদী থেকে আর্থমুভার আটক

কিশনগঞ্জ, ১৮ সেপ্টেম্বর : ডক নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তোলার অভিযোগে দুটি আর্থমুভার বাজেয়াপ্ত করল কিশনগঞ্জের মাইনিং দপ্তর। দপ্তরের কর্মীরা আর্থমুভার দুটি পুলিশের হাতে তুলে দেন। কিশনগঞ্জের কেশরঝাড়ি এলাকায় ডক নদী থেকে বেশ কয়েকদিন ধরে অবৈধভাবে বালি তুলছিল পাচারকারীরা। রবিবার গ্রামবাসী বালি মাফিয়াদের বালি তুলতে বাধাও দেন বলে জানা গিয়েছে। সোমবার সকালে খবর পেয়ে মাইনিং দপ্তরের কর্মীরা ডক নদী থেকে ওই দুটি আর্থমুভার আটক করেন। পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

মুদির দোকান থেকে মদ উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ১৮ সেপ্টেম্বর : রবিবার রাতে মোতিহারা গ্রামে একটি মুদির দোকান থেকে ৪৩ বোতল বিদেশি মদ উদ্ধার করল কিশনগঞ্জ সদর থানার পুলিশ। পুলিশ দোকান মালিক মহেশ কুমারকে গ্রেপ্তার করেছে। কিশনগঞ্জ আদালতের নির্দেশে সোমবার ধৃতকে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে কিশনগঞ্জ জেলে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্ত বাড়ির রান্নাঘরে জ্বালানি কাঠের নীচে গর্ত করে মদ জমিয়ে রাখত। আর নিজের মুদির দোকানে সেই মদ বিক্রি করত বলে জানা গিয়েছে।

মীনের জন্য মায়াজাল ...

মৎস্য মারিব খাইব সুখে। আত্রেয়ী নদীতে মাছের খোঁজে মাঝি। মঙ্গলবার বালুরঘাটে।– মাজিদুর সরদার

রাজ্যে দরবার তৃণমূলের

প্রথম পাতার পর

একই অবস্থা হয় জমি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্মের ক্ষেত্রে। এই সমস্যাগুলি মেটানোর জন্য একাধিকবার প্রশাসনিক স্তরে চেষ্টা করা হলেও বাস্তবায়ন হয়নি। জলপাইগুড়ির আইনজীবীদের একাংশের বাধা এর অন্যতম কারণ। ভক্তিনগর এবং এনজেপি থানাকে নিয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান কোর্ট তৈরির প্রতিবাদে সরব হয়েছিল জলপাইগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের বড় অংশ। এর মূলেই রয়েছে সেবক রোড। পানিট্যাঙ্কি মোড় থেকে কিছুটা এগোলেই জলপাইগুড়ি জেলা শুরু হচ্ছে। আর এখান থেকে শুরু করে শালুগাড়া হয়ে সেনাছাউনি পর্যন্ত প্রচুর বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, বিশাল ব্যবসায়িক বাজার, আবাসন তৈরি হয়েছে। এই অঞ্চলের জমি সংক্রান্ত প্রচুর মামলা জলপাইগুড়ি আদালতে যায়। সেই মামলা শিলিগুড়ি আদালতে চলে আসার আশঙ্কাতেই জলপাইগুড়ির আইনজীবীরা আপত্তি তুলছেন।

এবার রাজনৈতিক স্তরেও তৃণমূল এই এলাকার জন্য পৃথক প্রশাসনিক ব্যবস্থার দাবি জানাচ্ছে। প্রথমে ভাবা হয়েছিল, এই ১৪টি ওয়ার্ডকে দার্জিলিং জেলার সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হবে। কিন্তু বিতর্কের আশঙ্কায় দার্জিলিং জেলা তৃণমূল সিদ্ধান্ত বদল করেছে।

রবিবার দলের দার্জিলিং জেলা কমিটির বৈঠকে পুরনিগমের অধীনে থাকা ১৪টি ওয়ার্ডের সমস্যা প্রসঙ্গ ওঠে। সূত্রের খবর, একাধিক কাউন্সিলার, টাউন সভাপতি সমস্যা মেটানোর দাবি জানান। সেই বৈঠকে মেয়র গৌতম দেবও এই ১৪টি ওয়ার্ডের প্রশাসনিক বিষয়টি নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি দলীয়ভাবে রাজ্যকে প্রস্তাব পাঠানোর পরামর্শ দেন। তার পরেই স্থির হয়েছে, দলের জেলা নেতৃত্ব শীঘ্রই রাজ্য নেতৃত্ব এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পুরনিগমের এই ১৪টি ওয়ার্ডের সমস্যার কথা জানিয়ে তা সমাধানের পথ খুঁজতে লিখিত প্রস্তাব পাঠাবে।

কিন্তু কী সেই সমাধান? দলীয় সূত্রের খবর অনুযায়ী, এই ১৪টি ওয়ার্ডের জন্য জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের একটি স্থায়ী অফিস এখানে করা হোক। সেখানে মহকুমা শাসকের অফিসের কাজ থেকে শুরু করে অন্যান্য সমস্ত দপ্তরের কাজকর্মই বাসিন্দারা করতে পারবেন। তা হলে জলপাইগুড়ি থেকে আপত্তিও যেমন থাকবে না তেমনই সংযোজিত এলাকার বাসিন্দাদের অনেকটা হয়রানি কমবে।

আবহাওয়া
মঙ্গলবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	৩০.০	২৬.০
শিলিগুড়ি	৩৩.০	২৩.০
জলপাইগুড়ি	৩৩.০	২৫.০
কোচবিহার	৩২.০	২৫.০
আলিপুরদুয়ার	৩২.০	২৫.০
মালদা	৩২.০	২৬.০
রায়গঞ্জ	৩৪.০	২৬.০
গ্যাংটক	২৫.০	১৫.০

রাহুলকে আর পাপ্পু বলছে না

প্রথম পাতার পর

রাহুলের বক্তৃতা থেকে ১৮টি বাক্য বাদ দিতে হয়েছে স্পিকারকে, যেখানে তিনি আদানির প্রসঙ্গ টেনেছিলেন। রাহুলের এখনকার বক্তৃতা, সাংবাদিক সম্মেলন অনেক বেশি নজরকাড়া। তিনি কী বলেন তা মনোযোগ দিয়ে শুনছে অন্যরা। তিনি মোদির মতো বক্তা নন। মোদির নাটুকেপনা তাঁর মধ্যে নেই। তিনি কথা বলেন ভেবেচিন্তে, অনেক জোর দিয়ে। তা সে বিদেশের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে হোক কিংবা মেঠো জনসভায়।

মাঝেমধ্যেই নানারকম জানা-অজানা দেশি-বিদেশি সংস্থাকে দিয়ে সমীক্ষা করানো হয়। জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে কে কোথায় দাঁড়িয়ে তা ছাপাও হয় ফলাও করে। সবক'টিতে একই ফল, মোদি রাহুলের থেকে অনেক এগিয়ে। কখনো-কখনো দেখানো হয়, রাহুলের জনপ্রিয়তা আগের থেকে সামান্য বেড়েছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মোদ্দা কথা, মোদির তুলনায় রাহুল তুচ্ছ। কোনও ম্যাচই নন। ঘনঘন এমন সমীক্ষা কি ভোটের আগে কোথাও বিজেপির আত্মবিশ্বাসের হালকা ফাটল নয় তো?

তফাতটা চোখে পড়ছে রাহুলের ভারত জোড়ো যাত্রার পর থেকে। পাপ্পু বলে ঠাট্টা করা সেই নেতাই যে কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর ৪০০০ কিলোমিটার পদযাত্রা করে ফেলতে পারেন তা ছিল নাগপুরের হিসেবের বাইরে। গোড়ায় এই পদযাত্রাকে নিয়ে কিছু হালকা প্রচারে বিষয়টাকে লঘু করে দেওয়ার চেষ্টা যে হয়নি তা নয়। এমনকি স্মৃতি ইরানি রাহুল কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দের মূর্তিতে মালা দেননি বলে ডাহা মিথ্যেও ছড়িয়েছিলেন। কিন্তু পদযাত্রা যত এগিয়েছে, ধীরে ধীরে সেইসব কথা বন্ধ হয়েছে। পদযাত্রা ঘিরে যে বিপুল জনসমাগম হয়েছিল, চাপা যায়নি সেকথাও। চড়া রোদ, প্রবল বৃষ্টি, তুষারপাত উপেক্ষা করে এগিয়েছে পদযাত্রা। লক্ষণীয়, আগাগোড়াই এই ভারত জোড়ো যাত্রাকে ব্ল্যাকআউট করেছে বেশিরভাগ সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম। বেশিরভাগ সর্বভারতীয় কাগজে গুরুত্ব দেওয়া দূরস্থান, এক লাইনের খবরও করা হয়নি।

অনেকের ধারণা, নিজের ইমেজ পালটাতে রাহুলের এই পদযাত্রা। নিজেকে একজন সিরিয়াস নেতা হিসেবে তুলে ধরতে রাহুলের এত খাটাখাটনি। তবু যাত্রায় তাঁর কথাগুলো যে বিজেপি ফেলতে পারছে না তার উদাহরণ তাঁর ঘৃণার বাজারে ভালোবাসার দোকান খোলার কথা। বিজেপি এখন কথায় কথায় টেনে আনছে সে প্রসঙ্গ। বিপণন জগতের এক্সপার্টরা বলছেন, যাত্রাপথে রাহুলের কাঁচাপাকা দাড়ি একধাক্কায় ইন্দিরার নাতিকে পাপ্পু থেকে পূর্ণবয়স্ক পুরুষ করে তুলেছে। সেইসঙ্গে জিনস আর সাদা টি-শার্ট অন্যরকম ব্যক্তিত্ব জুড়েছে। এখন তিনি আর পার্ট-টাইম পলিটিশিয়ান নন, পুরোদস্তুর নেতা, সর্বক্ষণের। বরং রাহুল উলটে নিজেকে পাপ্পু বলে এখন কথায় কথায় বিজেপিকে পালটা দিচ্ছেন। খোদ মোদিকে এখন তিনিই বুঝিয়ে দিচ্ছেন, তাঁর রাজনীতি ব্যক্তিকুৎসার নয়, বরং আরএসএসের মতাদর্শের বিরুদ্ধে।

আর অন্যদের মত, রাহুল এই যাত্রায় পাপ্পুকে বিদায় দিতে পেরেছেন। তাঁর পরিশ্রম চোখে পড়েছে সবার। একসঙ্গে দলের সভাপতি না হতে চাওয়া এবং সেই জায়গায় গান্ধি পরিবারের কাউকে না বসানো স্তব্ধ করে দিয়েছে তাঁর দলের মধ্যেকার বিরোধীদেরও। বিশেষ করে, কর্ণাটকে কংগ্রেসের জয়ের পিছনে ভারত জোড়ো যাত্রার অবদান নিয়েও কথা হচ্ছে সর্বত্র। রাজনীতিতে শেষপর্যন্ত কী হবে তার আগাম আঁচ পাওয়া মুশকিল। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়ের ভোটের ফল সব হিসেব ওলট-পালট করে দিতে পারে। সে যা হোক, পাপ্পুকে ছাপিয়ে উঠতে পেরেছেন রাহুল আপাতত বড় কথা এটাই।

আরেকটা কথা। গুগলে 'ফেকু অফ ইন্ডিয়া' লিখে সার্চ করলেই ভেসে উঠবে একজনের নাম। তিনি আমাদের প্রধান সেবক।

নেহরু-বন্দনা মোদির

প্রথম পাতার পর

ইন্দিরার আমলের জরুরি অবস্থার কথাও উঠে এসেছে মোদির ভাষণে। উঠে এসেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ইন্দিরা গান্ধির পাশে দাঁড়ানোর প্রসঙ্গও। মোদি বলেন, 'এই সংসদ ভবন যেমন জরুরি অবস্থা দেখেছে, তেমনই গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত হতেও দেখেছে।'

মোদির ভাষণে নেহরু, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, ইন্দিরা গান্ধি ও ডঃ মনমোহন সিংয়ের জমানার কথা শোনা গেলেও কোথাও রাজীব গান্ধির নামোল্লেখ করা হয়নি। রাজনৈতিক মহলের মতে, নেহরু, মনমোহন সিংয়ের প্রসঙ্গ টেনে এনে মোদি যেমন একদিকে কংগ্রেসের একাংশকে নিজেদের দিকে টানার চেষ্টা করেছেন, তেমনই বোঝাতে চেয়েছেন ৭৫ বছর ধরে যে পরম্পরা দেশের সরকারগুলি বহন করছে সেই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার মোদি সরকারও বয়ে নিয়ে চলেছে। তবে পুরোনো সংসদ ভবনের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তগুলির কথা তুলে ধরতে গিয়ে তিনি যেভাবে শুধু নিজের সরকারের মহিমাকীর্তন করেছেন, তাতে নেহরুর ভারতের বিদায়ঘণ্টা বাজানোরও স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে।

নেহরুর আমলের কথা মনে করিয়ে মোদিকে কটাক্ষ করেছেন রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে। সোমবার সংসদের উচ্চকক্ষে তিনি বলেন, 'নেহরুজি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলতেন। ওঁর মন্ত্রীসভায় সব থেকে যোগ্য ব্যক্তিরা স্থান পেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে এমন পাঁচজন ছিলেন, যাঁরা কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তো আমাদের ছায়াও দেখতে চান না।'

কংগ্রেস সভাপতির কথায়, '১৯৫০ সালে ভারত যখন গণতন্ত্রকে বেছে নিয়েছিল, তখন অনেক বিদেশি রাষ্ট্র দেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রেখেছে এবং তাকে মজবুত করেছে। তারপরও আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়, ৭০ বছরে আমরা কী করেছি।'

এদিন ব্রিটিশ জমানার ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল থেকে নতুন সংসদ ভবন তৈরির ইতিহাসকে স্মরণ করেন মোদি। তিনি বলেন, 'এই ভবনটি তৈরির সিদ্ধান্ত যে বিদেশি শাসকরাই নিয়েছিলেন সেকথা সত্য। কিন্তু আমরা এটা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না যে, যে ঘাম, পরিশ্রম এবং অর্থ এই ভবনটি নির্মাণের জন্য ব্যয় হয়েছিল তা ছিল আমাদের দেশের মানুষের।'

চন্দ্রযান-৩ থেকে জি২০ সম্মেলনের সাফল্যকে দেশের ১৪০ কোটি মানুষের সাফল্য বলে অভিহিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর ভাষায়, 'এই সাফল্যের কৃতিত্ব কোনও একজন ব্যক্তি বা একটি দলের একক নয়। এটা ভারতের শক্তিরই বহিঃপ্রকাশ, যা দিল্লি ডেক্ল্যারেশনে সর্বসম্মতি আনতে সক্ষম হয়েছে।' মোদির এদিনের ভাষণে মহিলাদের ক্ষমতায়নের বিষয়টিও উঠে এসেছে। বিশেষ অধিবেশনে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ হওয়ার ব্যাপারে জল্পনা চলছে। এরই মধ্যে মোদি বলেন, 'মহিলা জনপ্রতিনিধিদের সংখ্যা গোড়ায় কম ছিল ঠিকই। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে সেই সংখ্যাটা বেড়েছে। প্রায় ৬০০ মহিলা সাংসদ সংসদের উভয়কক্ষের গরিমা বাড়িয়েছেন।'

মহিলা ভোটারদের কাছে টানতে কংগ্রেস কর্ণাটক, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, তেলেঙ্গানায় ইতিমধ্যে একাধিক প্রকল্পের ঘোষণা করেছে। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের পালের হাওয়া কেড়ে নিতে বিজেপির তরফে মহিলা সংরক্ষণ বিলটিকে হাতিয়ার করার সম্ভাবনা প্রবল, তা মোদির কথায় খানিক স্পষ্ট।

হোটেল ছাড়ার সময় পাসপোর্ট নিতে ভুলে গেলেন রোহিত

এশিয়া সেরা হওয়ার রাতে বিশ্বজয়ের প্রতিজ্ঞা

এশিয়া সেরার যুদ্ধে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলম্বো, ১৮ সেপ্টেম্বর : উৎসবের রাত। আবেগের রাত। স্বপ্নপূরণের প্রথম ধাপ পার করে দ্বিতীয় ধাপের দিকে এগিয়ে যাওয়ার রাত!

সঙ্গে আগামীর সাফল্যের প্রতিজ্ঞাও। চুম্বকে এই হল রোহিত শর্মার ভারত।

আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে গতকালের এশিয়া কাপ ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে উড়িয়ে দিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। পাঁচ বছর পর বহুদলীয় কোনও প্রতিযোগিতায় এসেছে সাফল্য। আর সেই সাফল্যের হাত ধরে তৈরি হয়েছে আগামীর আরও সাফল্যের স্বপ্নও। যার পোশাকি নাম একদিনের বিশ্বকাপ। এশীয় ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রধান জয় শা গতরাতে রোহিতের হাতে এশিয়া কাপ ট্রফি তুলে দেওয়ার আধ ঘণ্টা পর থেকে তুমুল বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছে কলম্বো। রাত যত বেড়েছে, বৃষ্টির দাপটও ততই বেড়েছিল।

বর্ষণমুখর সেই রাতে গল ফেস রোডের তাজ সমুদ্র হোটেলে হাজির হওয়ার পর ভারতীয় দলকে অদ্ভুত একটা ঘোরের মধ্যে লাগল। রোহিত-বিরাট কোহলি-শ্রেয়স আইয়ার-হার্দিক পান্ডিয়া-ঈশান কিষান-শার্দূল ঠাকুরদের মতো টিম ইন্ডিয়ার মুম্বইয়ের তারকারা গতকাল গভীর রাতেই কলম্বো থেকে মুম্বই উড়ে গিয়েছিলেন। দলের বাকিরা আজ দিনের নানা সময়ে কলম্বো থেকে ভারতের নানা শহরে রওনা হয়ে গিয়েছেন। যাওয়ার আগে তাজ সমুদ্র হোটেলের কর্মীদের যেমন সাফল্যের নানা উপহার দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। তেমনই প্রেমাদাসা স্টেডিয়াম থেকে হোটেলে ফেরার পর দলের অন্দরে কেক কাটার উৎসবও হয়েছে। কিন্তু উৎসব বলতে ওইটুকুই। কারণ, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট এখন যাবতীয় উৎসব ভুলে আগামীর লক্ষ্যে ফোকাশ করতে চাইছে। শ্রেয়সের এখনও পুরো ফিট না হওয়া, অক্ষর প্যাটেলের চোট কতটা ভোগাতে পারে আসন্ন বিশ্বকাপের লক্ষ্যে- সবই এখন টিম ইন্ডিয়ার জন্য সাফল্যের 'কাঁটাও।'

আর কয়েকদিনের মধ্যেই দেশের মাটিতে শুরু হয়ে যাবে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ। আজ রাতের দিকে আসন্ন সিরিজের দল ঘোষণাও হয়ে গেল। দেশের মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপে অভিযান শুরুর আগে শেষ সিরিজও টিম ইন্ডিয়ার জন্য মহা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিংয়ের স্তম্ভ বিরাট যে কারণে আজ সমর্থকদের আরও বেশি করে পাশে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। স্টার স্পোর্টস চ্যানেলের এক অনুষ্ঠানে বিরাট বলেছেন, 'সমর্থকরাই আমাদের মূল শক্তি। আমরা ১২ বছর বিশ্বকাপ জিততে পারিনি। ঘরের মাঠে এবার বিশ্বকাপ খেলতে নামার আগে আমি একটু বেশি উত্তেজিত হয়ে রয়েছি। ভারতীয় দলের ক্রিকেটার হিসেবে ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ খেলার অভিজ্ঞতা কেমন, জানি আমি।'

এশিয়া কাপ জিতে সোমবার সকালেই মুম্বইয়ে ফিরে এলেন টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। ছবি : পিটিআই

২০১১ সালে মহেন্দ্র সিং ধোনির ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন কোহলি। ফলে দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ অভিযানের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। কিন্তু বর্তমান টিম ইন্ডিয়ার আর কারোর সেই অভিজ্ঞতা নেই। ফলে অধিনায়ক রোহিত ও কোচ রাহুল দ্রাবিড় একটু বেশি সতর্ক থাকতে চাইছেন। সঙ্গে অধিনায়ক হিটম্যান চাইছেন, দলের ভারসাম্য বজায় রাখতে। তাই বিশ্বকাপ স্কোয়াডে না থাকা অভিজ্ঞ অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বীনের সঙ্গেও নিয়মিতভাবে দল নিয়ে আলোচনা করে চলেছেন তিনি। ভারত অধিনায়ক হিসেবে রোহিত ঠিক কতটা চাপে রয়েছেন বিশ্বকাপ নিয়ে, তার প্রমাণ মিলেছিল গতরাতে। যখন রাত প্রায় সাড়ে দশটার সময় হিটম্যান তাজ সমুদ্র হোটেল থেকে বেরিয়ে টিম বাসে করে কলম্বোর বন্দরনায়েকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাওয়ার পথে নিজের পাসপোর্ট সঙ্গে নিতে ভুলে গিয়েছিলেন। দ্রুত টিম বাস ঘুরিয়ে ফের নিয়ে যাওয়া হয় হোটেলে। পাসপোর্ট নিয়ে তিনি ফের রওনা হয়ে যান দেশের পথে। মাঠের বাইরের এমন 'ভুল' আগামীদিনে বাইশ গজে আর চান না হিটম্যান নিজেও।

কলম্বোর তাজ সমুদ্র হোটেলের ভিতরে একটি ভারতীয় রেস্তোরাঁ রয়েছে। নাম নবরত্ন। অতীতে যখনই ভারতীয় দল কলম্বোয় এসেছে, তাজ সমুদ্র হোটেলের এই রেস্তোরাঁয় দীর্ঘসময় কাটিয়েছে। এই রেস্তোরাঁর প্রধান শেফের সঙ্গে গতরাতে আচমকাই আলাপ হল। নাম সুধীর চৌহান। জন্মসূত্রে ভারতীয়। রোহিতদের এশিয়া কাপ জয়ের রাতে ভারতীয় দলের জন্য তিনি একটি বিশেষ কেক তৈরি করেছিলেন। যার আদল ছিল বিশ্বকাপ ট্রফির মতো। রোহিত-কোহলি-দ্রাবিড়দের এই কেচ খুবই পছন্দ হয়েছে। আর বিশ্বকাপের আদলে কেক তৈরির জন্য অধিনায়ক রোহিত নবরত্ন রেস্তোরাঁর সেফকে পুরস্কৃতও করেছেন।

দেশের মাটিতে বিশ্বকাপেও সাফল্য এলে এমন পুরস্কার রোহিত আরও অনেককেই দেবেন। বারো বছর আগের ২ এপ্রিলের মায়াবী সেই রাতের স্মৃতি ফেরাতে বদ্ধপরিকর যে হিটম্যান।

ঈশানকে নিয়ে বড় ভবিষ্যদ্বাণী গাভাসকারের

অজি সিরিজে ভারতের বিপদ দেখছেন আক্রাম

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপ শেষ।

অষ্টম এশীয় সেরার খেতাব জিতে এদিন দেশে ফিরেছে ভারতীয় দলও। যদিও বিশ্রামের সুযোগ নেই। শুক্রবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ওডিআই ম্যাচের হোম সিরিজ। বিশ্বযুদ্ধে অন্যতম প্রতিপক্ষ ক্যাঙারুদের বিরুদ্ধে শান দেওয়ার সুযোগ। যদিও অজি সিরিজ নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে সতর্ক করলেন ওয়াসিম আক্রাম।

কিংবদন্তি পাক স্পিডস্টারের মতে, টানা ক্রিকেট বিশ্বকাপের আগে ভারতীয় দলকে ক্লান্ত করবে। মানসিক ও শারীরিক ক্লান্তি বুমেরাং হতে পারে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের জন্য। এখানেই থামেননি আক্রাম। তাঁর মতে, ২২ সেপ্টেম্বর শুরু অস্ট্রেলিয়া সিরিজের কোনও প্রয়োজন ছিল না। অযথা চাপে ফেলা হচ্ছে ক্রিকেটারদের।

২২, ২৪ ও ২৭- তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে যথাক্রমে মোহালি, ইন্দোর ও রাজকোটে। আক্রামের কথায়, ১০০ ওভারের ম্যাচ খেলার পরের দিনই পরবর্তী গন্তব্যে রওনা দিতে হবে খেলোয়াড়দের। এশিয়া কাপে এমনিতে টানা ক্রিকেট খেলতে হয়েছে। ভারতকে তো সুপার ফোরে টানা তিনদিনও মাঠে নামতে হয়েছে।

> অস্ট্রেলিয়া সিরিজ অনেক আগেই হয়তো ঠিক হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে যা পরিস্থিতি, তাতে এই সিরিজ আমার মতে অপ্রয়োজনীয়। বিশ্বকাপের মতো মেগা ইভেন্টের আগে খেলোয়াড়রা ক্লান্ত হয়ে পড়ুক, এটা ঠিক নয়। বিশেষত, যেখানে ভারত ঘরের মাঠে ফেভারিট হিসেবে খেলতে নামবে।
> —ওয়াসিম আক্রাম

বিশ্বকাপের আগে তরতাজা থাকতে মাঝে কয়েকদিনের বিশ্রাম জরুরি ছিল। প্রয়োজন ছিল বিশ্বযুদ্ধের জন্য নিজেদের শক্তিটা বাঁচিয়ে রাখার। অজি সিরিজ ভারতীয় দলের অযথা শক্তিক্ষয় হবে। যা ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের ভুল পদক্ষেপ বলেই দাবি করছেন পাক সুইং কিং।

রবিবাসরীয় এশিয়া কাপ ফাইনালের পর এক আলোচনায় আক্রাম বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়া সিরিজ অনেক আগেই হয়তো ঠিক হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে যা পরিস্থিতি, তাতে এই সিরিজ আমার মতে অপ্রয়োজনীয়। বিশ্বকাপের মতো মেগা ইভেন্টের আগে খেলোয়াড়রা ক্লান্ত হয়ে পড়ুক, এটা ঠিক নয়। বিশেষত, যেখানে ভারত ঘরের মাঠে ফেভারিট হিসেবে খেলতে নামবে।'

সুনীল গাভাসকার আবার ঈশান কিষানকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত। কিংবদন্তির দাবি, বাঁহাতি উইকেটকিপার-ব্যাটারের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল। মিডল অর্ডারে ঈশানের উপস্থিতি ভারতীয় দলের জন্যও প্লাস পয়েন্ট। আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি বাঁহাতি ব্যাটার হওয়ার ফলে ভারতীয় মিডল অর্ডার ব্যাটিংয়ে বৈচিত্র্য যোগ করবে। সানির মতে, টপ অর্ডারে কোনও বাঁহাতি নেই। মিডলেও একই হাল। ঈশানকে খেলালে দল লাভবান হবে।

ঈশান মূলত ওপেনার। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে আইপিএলে রোহিত শর্মার ওপেনিং সঙ্গীও। গাভাসকার মনে করেন, ঈশানের যে ক্ষমতা ওকে দলের জন্য আরও বেশি করে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলবে। এশিয়া কাপের গ্রুপ লিগে পাকিস্তান ম্যাচে চাপের মধ্যে যে লড়াকু মানসিকতা দেখিয়েছে তা প্রশংসনীয়। অল্প বয়সে ঈশানের এই টেম্পারামেন্ট উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করছে।

'দলের স্বার্থে আত্মত্যাগ করেছে ব্যাটার ধোনি'

অবাক করে গম্ভীরের মুখে মাহি-বন্দনা

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর : ভূতের মুখে হরিনাম।

অনেকটা সেরকমই। বিরাট কোহলির পর এবার মহেন্দ্র সিং ধোনির প্রশংসা গৌতম গম্ভীরের মুখে! প্রাক্তন বাঁহাতি ওপেনারের মতে, অধিনায়ক হিসেবে দলের স্বার্থকে বরাবর অগ্রাধিকার দিয়েছেন মাহি। ব্যক্তিগত লক্ষ্যগুলিকে সবসময় পিছনে রেখেছেন। হাতছাড়া করতে দ্বিধা করেননি ব্যক্তিগত মাইলস্টোনকে।

প্রবল ধোনি বিরোধী হিসেবে বরাবরই পরিচিত গম্ভীর। ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়া। মাহির জোড়া বিশ্বকাপ জয়ের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে সেভাবে গুরুত্ব না পাওয়া নিয়ে বারবার ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন।

মাহির বিরুদ্ধে ক্ষোভ সরিয়ে রেখে সবাইকে চমকে দিয়ে ধোনি-বন্দনায় মাতলেন গম্ভীর। বলেন, 'এমএস প্রথম ভারতীয় উইকেটকিপার, যে ব্যাটের জোরে একক দক্ষতায় ম্যাচ জেতানোর ক্ষমতা রাখত। অতীতে কিপার-ব্যাটার হত। ভারতীয় ক্রিকেটে ধোনিই সেই অর্থে প্রথম ব্যাটার-কিপার। টিম ইন্ডিয়ার জন্য এমএস বিশাল আশীর্বাদ। সাত নম্বরেও যে ম্যাচ জেতাত।'

> এমএস যদি তিন নম্বরে ব্যাটিং করত, তাহলে আমি নিশ্চিত অনেক ওডিআই রেকর্ড ভেঙে দিত। ক্রিকেটপ্রেমীরা ধোনিকে দেখে এসেছে চ্যাম্পিয়ন অধিনায়ক হিসেবে। অভ্যস্ত ট্রফি হাতে দেখতে। তবে আমার মতে, দলকে ট্রফি এনে দিতে ব্যক্তিগত রেকর্ড, আন্তর্জাতিক রানের সুযোগ ত্যাগ করেছে।
> —গৌতম গম্ভীর

মাহির উত্থান ঘটে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের আমলে। মহারাজের উদ্যোগে টপ অর্ডারে খেলে চমকে দেন 'ক্যাপ্টেন কুল'। যদিও অধিনায়ক হিসেবে নিজেকে পিছিয়ে দিয়ে বাকিদের এগিয়ে দিয়েছেন ধোনি। ৭ নম্বরে নেমে ম্যাচ ফিনিশের গুরুভার সামলেছেন। ব্যক্তিগত মাইলস্টোন, পরিসংখ্যানে আরও রানের ইমারত বানানোর সুযোগ হারিয়েছেন দলের স্বার্থে।

গম্ভীর ঠিক সেই কথা তুলে ধরে বলেছেন, 'এমএস যদি তিন নম্বরে ব্যাটিং করত, তাহলে আমি নিশ্চিত অনেক ওডিআই রেকর্ড ভেঙে দিত। ক্রিকেটপ্রেমীরা ধোনিকে দেখে এসেছে চ্যাম্পিয়ন অধিনায়ক হিসেবে। অভ্যস্ত ট্রফি হাতে দেখতে। তবে আমার মতে, দলকে ট্রফি এনে দিতে ব্যক্তিগত রেকর্ড, আন্তর্জাতিক রানের সুযোগ ত্যাগ করেছে। ৬-৭ নম্বরে ব্যাটিং করেছে। অন্য কেউ অধিনায়ক হলে, ধোনিকে তিনে খেলাত। তাহলে ব্যাটার মাহির রেকর্ড আরও উজ্জ্বল হত।'

৩৫০ ওডিআই ম্যাচে ১০,৭৭৩ রান করেছেন। ৯০টি টেস্ট ও ৯৮টি টি২০ ম্যাচে মাহির সংগ্রহ যথাক্রমে ৪৮৭৬ ও ১৬১৭ রান। গম্ভীরের কথায়, ক্রিকেটপ্রেমীরা সবসময় অধিনায়ক ধোনির কথা বলে। নিঃসন্দেহে অধিনায়ক হিসেবে ওর সাফল্য প্রশ্নাতীত। একইভাবে বাস্তব হল, নেতৃত্বের ছায়ায় বরাবর ব্যাটিং-সত্ত্বা ঢাকা পড়েছে। মাহি নিজেই যে ত্যাগ করেছে দলের স্বার্থে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শুরুর আগে অনুশীলনে একসঙ্গে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির মিডফিল্ডার রড্রি ও স্ট্রাইকার আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। সোমবার।

নিজেদের সঙ্গেই লড়াই ম্যান সিটির

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৮ সেপ্টেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সঙ্গে ২০২২-'২৩ মরশুমে ত্রিমুকুট জেতার স্মৃতি এখনও টাটকা ম্যাঞ্চেস্টার সিটির ড্রেসিংরুমে। চলতি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগেও অলউইন রেকর্ড নিয়ে শীর্ষে তারা। এরই মাঝে রাত পোহালে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের আরও একটা আসর শুরু হতে চলেছে। যেখানে গ্রুপ পর্যায়ে পেপ গুয়ার্দিওলার ম্যান সিটির লড়াই নিজেদের সঙ্গেই।

মঙ্গলবার রাতে এতিহাদ স্টেডিয়ামে সিটির প্রতিপক্ষ সার্বিয়ার ক্লাব রেড স্টার বেলগ্রেড। সিটির সঙ্গে 'জি' গ্রুপের বাকি দুই দল আরবি লিপজিগ ও ইয়ং বয়েজ। ফলে বিশাল কোনও অঘটন না ঘটলে সিটির প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়া নিয়ে সংশয় নেই। বরং গ্রুপ পর্বে নিজেদের পারফরমেন্সকে আরও নিখুঁত করে তোলাই লক্ষ্য থাকবে গুয়ার্দিওলা ব্রিগেডের। চোটের জন্য আগামীকাল জন স্টোনস, মাত্তেও কোভাসিচ, জ্যাক গ্রিয়েলিশকে পাবে না সিটি। কিন্তু গুয়ার্দিওলার হাতে বিকল্পের অভাব নেই। ফলে বিশেষজ্ঞরা আবারও সিটিকে খেতাবের প্রধান দাবিদার ধরছেন। তবে গুয়ার্দিওলা বলেছেন, 'আমরা গতবারের চ্যাম্পিয়ন। কিন্তু এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আমরা শূন্য থেকে শুরু করছি। প্রত্যেকবার আমাদের লক্ষ্য থাকে গ্রুপ লিগের বাধা টপকানো। তারপর শেষ ষোলো। এবারও একই লক্ষ্য নিয়ে নামছি। খেতাব রক্ষার স্বপ্ন আমরাও দেখছি। যার শুরুটা মঙ্গলবার হবে।'

ইংল্যান্ডের আরেক ক্লাব নিউক্যাসল ইউনাইটেড অবশ্য শুরুতেই অ্যাসিড টেস্টের মুখে পড়ছে। মারণ গ্রুপ 'এফ'-এ তাদের টক্কর এসি মিলানের সঙ্গে। মিলান ডার্বিতে রবিবার এসি মিলান হারলেও মঙ্গলবার অ্যাওয়ে ম্যাচে নিউক্যাসলের কাজ সহজ হবে না। এই গ্রুপের অন্য ম্যাচে মুখোমুখি হবে প্যারিস সাঁ জাঁ ও বরুসিয়া ডর্টমুন্ড।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

এসি মিলান বনাম নিউক্যাসল ইউনাইটেড
ইয়ং বয়েজ বনাম আরবি লিপজিগ
ম্যাচ শুরু : রাত ১০.১৫ মিনিটে

প্যারিস সাঁ জাঁ বনাম বরুসিয়া ডর্টমুন্ড
শাখতার ডোনেস্ক বনাম পোর্তো
ম্যাঞ্চেস্টার সিটি বনাম রেড স্টার বেলগ্রেড
লাজিও বনাম অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ
বার্সেলোনা বনাম রয়্যাল অ্যান্ট্রেপ
ফেনুর্ড বনাম সেল্টিক
ম্যাচ শুরু : রাত ১২.৩০ মিনিটে

সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্কে

সুযোগ নষ্টের খেসারত মুম্বইয়ের

পুনে, ১৮ সেপ্টেম্বর : সব হল, শুধু গোলটা হল না। ফলে সোমবার এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে আধিপত্য রেখেও হারতে হল মুম্বই সিটি এফসি-কে। বালেওয়াড়ি স্টেডিয়ামে ইরানের এফসি নাসাজি মজনদরনের বিরুদ্ধে ম্যাচের ফল ০-২। ৩৪ মিনিটে অধিনায়ক হোসেন জামেহরানের গ্রু থেকে লেফট ব্যাক এহসান হোসেনির গোল। দ্বিতীয়ার্ধে আরও ক্ষুরধার লাগে ইরানিয়ান দলকে। সঙ্গে চলে মুম্বইয়ের সুযোগ নষ্টের প্রদর্শনী। ৬১ মিনিটে রক্ষণ থেকে বল বিপন্মুক্ত করতে দেরি করায় আকাশ মিশ্রর পা থেকে ফারশিদ এসমায়েলি বল কেড়ে নেন। তাঁর পাস থেকে ব্যবধান বাড়ান মহম্মদ রেজা আজাদি। ম্যাচে লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে অন্তত তিনটি সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। মুম্বইয়ের পরের ম্যাচ ৩ অক্টোবর। অ্যাওয়ে ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ উজবেকিস্তানের নভবাহর।

সেরা রাজগঞ্জ ওয়েলফেয়ার

বেলাকোবা, ১৮ সেপ্টেম্বর : প্রমোদ সংঘ ক্লাব ও পাঠাগারের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল রাজগঞ্জ ওয়েলফেয়ার। ফাইনালে তারা ১-০ গোলে পাকুরতলাকে হারিয়েছে। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ৬০ হাজার টাকা।

চ্যাম্পিয়ন জেম

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : কলকাতায় কাশিমবাজার স্টেট র‍্যাংকিং স্টেজ থ্রি টেবিল টেনিসে অনূর্ধ্ব-১১ ছেলেদের সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে জেম মহালানবিশ। ফাইনালে শিলিগুড়ি টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমির জেম ৩-২ গেমে আরিফ দত্তকে হারিয়েছে।

আজ শুরু ওড়িশা-মোহনবাগানের এএফসি অভিযান

মৌরিসিও-কৃষ্ণা জুটিকে নিয়ে সতর্কবার্তা কোচ ফেরান্দোর

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : এএফসি কাপে প্রথমবার খেলতে নেমেই কি চমক দিতে পারবে ওড়িশা এফসি? নাকি টানা খেলার অভিজ্ঞতার জন্যই এগিয়ে মোহনবাগান? উত্তরের জন্য মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তবে অমরিন্দার সিংয়ের মতো অনেকেই মনে করছেন, এই দুই দলের লড়াইয়ে আসল জয় ভারতীয় ফুটবলের। কারণ, দুটি দলই এখন এএফসি কাপে প্রতিনিধিত্ব করছে দেশের হয়ে।

অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে ইতিমধ্যেই ভুবনেশ্বর পৌঁছে গিয়েছে মোহনবাগান। দীপক টাংরি ও সুমিত রাঠি দুইজনেই এশিয়ান গেমসে জাতীয় দলের হয়ে খেলতে হ্যাংঝৌয়ে পৌঁছে গেছেন। চোটের জন্য পুরো মরশুমের জন্যই নেই আশিক কুরুনিয়ান। এরপর আবার রবিবার অনুশীলনে শুভাশিস বসু চোট পেলে চিন্তায় পড়ে গোটা শিবির। এদিন অনুশীলন করলেন বটে তবে ম্যাচের দিন তাঁর কী পরিস্থিতি দেখে তবেই সিদ্ধান্ত নেবে টিম ম্যানেজমেন্ট। তবে এসব চোট-আঘাত নিয়ে ভাবনায় এখন নারাজ হুয়ান ফেরান্দো। তিনি বলেছেন, 'অবশ্যই আশিকের ঘটনায় আমরা হতাশ। তবে এটা ফুটবলের একটা অংশ। আর আমি খুব খুশি যে আমার দলে খুব ভালো ভালো ফুটবলার আছে। মাঝে মাঝে একই মানের ২-৩ তিনজন ফুটবলার দলে পাওয়া কঠিন হয়। আমার দলে সেরকম সমস্যা কম।' কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে মঙ্গলবারের পর ২৪ অক্টোবর আবার এএফসি কাপের ম্যাচে বসুন্ধরা কিংসের বিরুদ্ধে আবার খেলবে মোহনবাগান। সেদিন বিজয়া দশমী থাকায় নিজেদের হোম ম্যাচ সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে তাদের। ওইদিন একই মাঠে মেজিয়া স্পোর্টসের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে খেলবে ওড়িশাও।

ওড়িশা এফসি-র মোকাবিলায় তৈরি হচ্ছেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস। সোমবার।

এবার এএফসি কাপ জয়ের ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন দলের কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। এই অবস্থায় প্রথম ম্যাচটাই ওড়িশার বিরুদ্ধে হওয়ায় কাজটা যে কঠিনই হয়েছে তা ঘুরিয়ে বলে দেন বাগান কোচ, 'এই ম্যাচটা আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাচটা কঠিন হবে বুঝেই আমরা প্রস্তুতিতে কোনও খামতি রাখিনি। ওদের দলে বেশ ভালো ভালো ফুটবলার আছে। পুরো ম্যাচেই সতর্ক থাকতে হবে। সামান্য অমনোযোগী হলেই ওড়িশা সেই সুযোগ কাজে লাগাবে।' তিনি মূলত গোটা দলকেই সতর্ক করেছেন দিয়েগো মৌরিসিও-রয় কৃষ্ণা জুটি সম্পর্কে। দুইজনেই কিন্তু সুযোগসন্ধানী স্ট্রাইকার হিসাবে এদেশে সফল। এই প্রথমবার ছয়জন বিদেশিকেই একসঙ্গে পাচ্ছেন ফেরান্দো। যেহেতু তাঁর দলে একাধিক সেরা মানের ভারতীয় ফুটবলারও আছেন তাই একসঙ্গে সাধারণত ছয়জনকেই ব্যবহার করতে তিনি চান না। ওড়িশার বিরুদ্ধেও চার বিদেশিকে শুরুতে নামাতে পারেন। সাংবাদিক সম্মেলনে ফেরান্দোর সঙ্গে আসা ব্রেন্ডান হামিলের এদিন ছিল জন্মদিন। তিনি জানালেন, 'আমরা ফোকাস ঠিক রাখছি। ডুরান্ড কাপ জয় দলের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। তবে ওড়িশা যে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ সেটা জানি। গত বছর ওরা যথেষ্ট বেগ দিয়েছে সবাইকে। আর সেই দল ধরে রেখে আরও শক্তি বাড়িয়েছে এবার।'

গত মরশুমে দুর্দান্ত খেলা মৌরিসিও ছাড়াও আছেন মোহনবাগানের প্রাক্তনী কৃষ্ণা সহ একঝাঁক তারকা ফুটবলার। সবথেকে বড় কথা, সাম্প্রতিককালে ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম সেরা কোচ সের্জিও লোবেরা ওড়িশা ডাগআউটে থাকবেন তাঁর মগজাস্ত্র নিয়ে। তিনিও প্রতিপক্ষের উপর সম্ভবত চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এগিয়ে রাখলেন মোহনবাগানকে। লোবেরা বলে দেন, 'মোহনবাগান দুর্দান্ত দল। তাই আমরা যতই ঘরের মাঠে খেলি না কেন, মঙ্গলবারের ম্যাচে ওরাই ফেভারিট।' অমরিন্দার আবার বলছেন, 'দুই দলই কিন্তু ভারতীয় ফুটবলের প্রতিনিধিত্ব করছে। আমাদের কাছে এটাও একটা গর্বের ব্যাপার।' এদিন দলের সঙ্গেই অনুশীলনে ছিলেন নরিন্দার গেহলট ও অনিকেত যাদব। এশিয়াডের দলে থাকলেও তাঁদের ছাড়েনি ওড়িশা।

ডেভিডে উচ্ছ্বসিত চেরনিশভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : বড় ব্যবধানে জয় দিয়ে কলকাতা লিগের সুপার সিক্সে যাত্রা শুরু করল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ৫ গোলে জয়ের নেপথ্যে সেই মণিপুরি গোলমেশিন ডেভিড লালহালানসাঙ্গা। জোড়া গোল করে ম্যাচের নায়ক তিনিই। ম্যাচ শেষে ডেভিডের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ। বলেছেন, 'ডেভিড খুবই ভালো খেলেছে। স্ট্রাইকারদের কাজই হল গোল করা। ও ধারাবাহিকভাবে গোল করে চলেছে। এর জন্য ওর কৃতিত্ব প্রাপ্য। আমাদের দলের জন্য ও সম্পদ।'

ম্যাচের পর তিনি বলেন, 'আমি প্রতি ম্যাচেই নিজের সেরাটা দিতে চাই। দলের জয়ে অবদান রাখতে পেরে আমি খুশি। চলতি মরশুমে আরও গোল করতে চাই।' ম্যাচের সেরা ফুটবলারের ট্রফিটি প্রয়াত সমর্থক শেখ সিরাজউদ্দিনের পুত্র মেহরাজউদ্দিনকে দিয়ে যান ডেভিড। এই নিয়ে উচ্ছ্বসিত মেহরাজ বলেছেন, 'যেভাবে আমার পরিবারের পাশে সবাই দাঁড়াল তাতে আমি অভিভূত। তবে দিনের অন্যতম সেরা উপহারটা ডেভিড দিল। এটা বাড়তি পাওনা।'

কিশোর ভারতীতে সরল মিনি ডার্বি

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : পালটে গেল ইস্টবেঙ্গল বনাম মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ম্যাচের স্থান। পুরোনো সূচি অনুযায়ী ২০ সেপ্টেম্বর বুধবার সুপার সিক্সের ম্যাচটি নৈহাটির বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সোমবার আইএফএ-র তরফে জানানো হয়েছে যে, ম্যাচটি কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আয়োজিত হবে। ম্যাচের সময় বিকাল ৩টাই রয়েছে।

দুরন্ত প্রত্যাবর্তন রিয়ালের

মাদ্রিদ, ১৮ সেপ্টেম্বর : লা লিগায় ছুটছে রিয়াল মাদ্রিদের বিজয়রথ। সোমবার স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুতে রিয়াল সোসিয়েদাদের বিরুদ্ধে ২-১ গোলে জিতল স্প্যানিশ জায়েন্টরা। সেইসঙ্গে টানা ৫ ম্যাচ জিতে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে উঠে এল কার্লো আন্সেলোত্তির দল। সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে দ্বিতীয় স্থানে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার সংগ্রহ ১৩ পয়েন্ট। ৫ মিনিটেই প্রাক্তন মাদ্রিদ ফুটবলার অ্যান্ডার ব্যারেনেক্সিয়ার গোলে এগিয়ে যায় সোসিয়েদাদ। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই বক্সের মাথা থেকে ফেডেরিকো ভালভের্দের দূরপাল্লার শটে সমতায় ফেরে মাদ্রিদ। ৬০ মিনিটে ফ্রান গার্সিয়ার ক্রস থেকে হোসেলু রিয়ালের ৩ পয়েন্ট নিশ্চিত করেন। দলের জয়সূচক গোল করে উচ্ছ্বসিত ৩৩ বছর বয়সি স্প্যানিশ স্ট্রাইকার বলেছেন, 'লিগের যে কোনও দল আমাদের চাপে ফেলতে পারে। এই ম্যাচে চাপটা বেড়ে গিয়েছিল কারণ, আমরা শুরুতেই গোল হজম করি। কিন্তু স্টেডিয়ামে উপস্থিত দর্শকদের ক্রমাগত উৎসাহে আমরা ঘুরে দাঁড়াই। দলের জয়ে অবদান রাখতে পেরে আমি খুব খুশি।' এদিন রিয়ালের সর্বকালীন সেরা কোচদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এলেন আন্সেলোত্তি। ১৭৩টি জয়ের সঙ্গে ছাপিয়ে গেলেন জিনেদিন জিদানকে (১৭২)। তালিকার শীর্ষে রয়েছেন মিগুয়েল মুনোজ (৩৫৭)।

জিদানকে টপকালেন আন্সেলোত্তি

প্রস্তুতি ম্যাচে ড্র ইস্টবেঙ্গলের

ইন্টার কাশীর সঙ্গে সোমবার প্রস্তুতি ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল ২-২ গোলে ড্র করল। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে গোল করেন সাউল ক্রেসপো ও ক্লেইটন সিলভা। কাশীর গোল দুইটি এডমন্ড ও আইজ্যাকের।

বিশ্বকাপের ভাবনায় দলে অশ্বীনও, নেতৃত্বে লোকেশ

প্রথম দুই ম্যাচে বিশ্রামে রোহিত-বিরাটরা

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর : ভারতীয় বিশ্বকাপ ভাবনায় কি নতুন সমীকরণ?

প্রশ্নটা উসকে দিল এদিন ঘোষিত অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজের দল নির্বাচন। চমকপ্রদ সিদ্ধান্তে ২২ সেপ্টেম্বর শুরু সিরিজে দুইটি পৃথক দল বেছে নিলেন অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি।

টানা ক্রিকেটের চাপ কমাতে প্রথম দুই ম্যাচে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, হার্দিক পান্ডিয়াদের বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। রোহিতের অবর্তমানে মোহালি ও ইন্দোরের ম্যাচে নেতৃত্ব দেবেন লোকেশ রাহুল। সিরিজের তৃতীয় তথা অন্তিম ম্যাচে ফিরছেন রোহিত-বিরাটরা।

বিশ্বকাপের নয়া ভাবনা উসকে দিয়েছে দুই দলেই রবিচন্দ্রন অশ্বীনের উপস্থিতি। ঘোষিত বিশ্বকাপ দলে ঠাঁই না হলেও অশ্বীনকে নিয়ে চর্চা জারি ছিল। এশিয়া কাপের অক্ষর প্যাটেলের চোটের (হ্যামস্ট্রিং) পর অশ্বীনকে ফেরানোর ভাবনা জোরদার হচ্ছিল।

বিশ্বকাপ দলে ঢুকে পড়ার ক্ষীণ সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিয়ে দীর্ঘদিন পর ওডিআই দলে প্রত্যাবর্তন তারকা অফস্পিনারের। ঘরের মাঠে এখনও পর্যন্ত ৪২টি ওডিআই খেলে অশ্বীনের পকেটে ৬৫ উইকেট। ওভার পিছু রান দিয়েছেন ৫.০৭। ১০টি বিশ্বকাপ ম্যাচে ১৭ উইকেট নিয়েছেন। অজি সিরিজে সাফল্যে বিশ্বকাপের দরজা খুলে যাওয়া অসম্ভব নয়।

রোহিতও আশাবাদী অফস্পিন সতীর্থকে নিয়ে। অশ্বীন দীর্ঘদিন ওডিআই ফরম্যাটে না খেললেও তা সমস্যা মনে করছেন না। ভারত অধিনায়কের দাবি, অশ্বীনের মতো ক্রিকেটারদের জন্য এটা কোনও বাধা নয়। একইভাবে বিশ্বকাপে একঝাঁক কেন্দ্রে ঘুরে ঘুরে খেলা সমস্যার নয় বলেও দাবি আত্মবিশ্বাসী রোহিতের।

জায়গা পেয়েছেন এশিয়া কাপ ফাইনালের আগে অক্ষরের ব্যাকআপ হিসেবে শ্রীলঙ্কায় উড়ে যাওয়া ওয়াশিংটন সুন্দর। প্রথম দুই ম্যাচে না থাকলেও তৃতীয় টক্করে রয়েছেন অক্ষর প্যাটেল। তবে পুরোটাই নির্ভর করবে ফিটনেসের ওপর।

নির্বাচক কমিটির প্রধান আগরকার বলেছেন, 'আমরা আশাবাদী তৃতীয় ম্যাচের জন্য ফিট হয়ে যাবে অক্ষর। পাশাপাশি রয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন, সুন্দরও।'

প্রথম দুই ম্যাচে রোহিত-বিরাটদের অনুপস্থিতিতে নিজেদের প্রমাণের সুযোগ পাচ্ছেন তিলক ভার্মা, রুতুরাজ গায়কোয়াড়রা। পেস বোলিং বিভাগে অবশ্য বিশ্রামের রাস্তায় হাঁটেনি নির্বাচক কমিটি। পুরো সিরিজেই রয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সামি ও মহম্মদ সিরাজ।

২৭ সেপ্টেম্বর রাজকোটে অনুষ্ঠিত শেষ টক্করে প্যাট কামিন্স ব্রিগেডের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তির ভারতীয় দল মাঠে নামবে। নেতৃত্বে ফিরবেন রোহিত। সহ অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া। এশিয়া কাপে চোট থাকলেও, শ্রেয়স আইয়ারকে নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। ফলে পুরো সিরিজেই রয়েছেন।

অস্ট্রেলিয়া গতকালই ভারতগামী দল ঘোষণা করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে টানা তিন ম্যাচ হারের ধাক্কা কাটিয়ে ভারত-সিরিজ ঘুরে দাঁড়ানোর মঞ্চ কামিন্সের কাছে। ভারত সেখানে নামবে সদ্য এশীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আত্মবিশ্বাস নিয়ে। সবমিলিয়ে উত্তেজক সিরিজ, নয়া সমীকরণের হাতছানি।

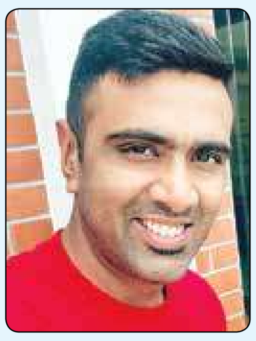

ঝলকে নির্বাচন

ওডিআই দলে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে রবিচন্দ্রন অশ্বীনের।

প্রথম দুই ম্যাচে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের বিশ্রাম। নেতৃত্ব দেবেন লোকেশ রাহুল।

অক্ষর প্যাটেলকে শুধু রাখা হয়েছে তৃতীয় ম্যাচের দলে।

শেষ ম্যাচে নেতৃত্বে ফিরছেন রোহিত শর্মা।

ঘোষিত ভারতীয় দল

প্রথম দুই ম্যাচ

লোকেশ রাহুল (অধিনায়ক), শুভমান গিল, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, শ্রেয়স আইয়ার, ঈশান কিষান, সূর্যকুমার যাদব, রবীন্দ্র জাদেজা, শার্দূল ঠাকুর, জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ, মহম্মদ সামি, তিলক ভার্মা, প্রসিধ কৃষ্ণা, রবিচন্দ্রন অশ্বীন, ওয়াশিংটন সুন্দর।

শেষ ম্যাচ

রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), হার্দিক পান্ডিয়া (সহ অধিনায়ক), শুভমান গিল, বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়ার, সূর্যকুমার যাদব, লোকেশ রাহুল, ঈশান কিষান, রবীন্দ্র জাদেজা, শার্দূল ঠাকুর, অক্ষর প্যাটেল (ফিটনেস দেখে), ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব, রবিচন্দ্রন অশ্বীন, জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সামি, মহম্মদ সিরাজ।

কাঁধে চোট নিয়েই পদকের শপথ অঙ্কিতার

সায়ন গুপ্ত

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : রাজ্য পালটেছেন প্রায় একদশক হয়ে গেল। বাংলার হয়ে জাতীয় স্তরে পদকের ছড়াছড়ি। কলকাতা আর্চারি ক্লাবে তিরন্দাজিতে হাতেখড়ির পর ২০১৪ সালে ঝাড়খণ্ডের টাটা অ্যাকাডেমিতে পাড়ি দেন অঙ্কিতা ভকত। কয়েক সপ্তাহ আগে প্যারিসে হওয়া তিরন্দাজি বিশ্বকাপ স্টেজ ফোরে দলগত বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছেন। এশিয়াডে খেলতে ২৮ সেপ্টেম্বর হ্যাংঝৌয়ের বিমান ধরবে জাতীয় দল। তার আগে শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতি তুঙ্গে। চূড়ান্ত ব্যস্ততার মাঝেও সোনিপতের জাতীয় শিবির থেকে অঙ্কিতা বলেছেন, 'ভোর সাড়ে ৬টা থেকে এক ঘণ্টা শরীরচর্চার পর সাড়ে আটটা থেকে শুরু হয় মূল প্রস্তুতি। চলে দুপুর ১২টা পর্যন্ত। তারপর আবার দুপুর ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা। সন্ধ্যাবেলা জিম ও রিহ্যাব করি।' চোট আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে বলেছেন, 'অনেকদিন ধরেই কাঁধের চোটে ভুগছি। মাঝেমধ্যে যন্ত্রণা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যেত। এশিয়াডের জন্য গত বছর জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় সেভাবে অংশ নিইনি। কিন্তু বিশ্বকাপের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা ছাড়া যায় না। তাই সেভাবে বিশ্রামেরও সময় পাইনি।' যোগ করেছেন, 'গতবারের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার আর সেই ভুলগুলি করতে চাই না। আমার লক্ষ্য ব্যক্তিগত বিভাগে পদক জয়।' ১ অক্টোবর থেকে এশিয়াডে তিরন্দাজির প্রতিযোগিতা শুরু হবে। চলবে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত।

রেকর্ডের সামনে সুনীল

চিনের বিরুদ্ধে আজ ভাঙা দল নিয়েও আশাবাদী স্টিমাক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : হ্যাংঝৌয়ে পৌঁছানোর মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাঠে নামতে হচ্ছে ভারতীয় দলকে। তাই দিল্লি-হংকং এবং হংকং-হ্যাংঝৌ উড়ানেই ফুটবলারদের নিজের পরিকল্পনা বুঝিয়ে দিলেন কোচ ইগর স্টিমাক।

এদিন ভারতীয় সময় দুপুর ও চিনের সময় অনুযায়ী বিকেল নাগাদ হ্যাংঝৌ পৌঁছায় দল। এমনিতেই ভাঙাচোরা দলের সঙ্গে লম্বা সফরের ক্লান্তির জন্য ফুটবলারদের পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিয়েই ভাবনা বেশি ছিল হেড কোচের। এছাড়া আপাতত সময় হচ্ছে গোটা দলের সবথেকে বড় চিন্তার কারণ। মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আয়োজক দেশ চিনের বিরুদ্ধে মাঠে নামতে হবে ভারতকে। অথচ দলের সঙ্গে পৌঁছাতেই পারলেন না দুই সেন্টার ব্যাক চিংলেসানা সিং ও চুঙ্গনুঙ্গা। একজনের ভিসা সমস্যা, অন্যজনের কলকাতা থেকে দিল্লির উড়ান পৌঁছাল দেরিতে। সবমিলিয়ে যথেষ্ট সমস্যার মধ্যেই এশিয়ান গেমস অভিযান শুরু করতে চলেছে ভারত।

এশিয়ান গেমসে অভিযান শুরু হওয়ার আগে ফোটোসেশনে ভারতীয় দল। চিনের সঙ্গে সুনীল ছেত্রীদের খেলা শুরু ভারতীয় সময় বিকাল ৫টায়।

তবে এরই মধ্যে চিন সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য জোগাড় করে ফেলেছেন স্টিমাক। তিনি বলেছেন, 'চিন বহুদিন ধরে এশিয়াডের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। যার জন্য মার্চ মাস থেকে ওরা এখনও পর্যন্ত অন্তত চারটে ম্যাচ খেলেছে শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। যার মধ্যে তিনটি ম্যাচ হারলেও একটায় জিতেছে ওরা। দলটা মূলত ৪-৪-২ ছকে খেলে। যা কখনও কখনও পরিবর্তন করে ৩-৪-৩ ছকে চলে যায়। ওদের দলে তিনজন সিনিয়ার ফুটবলার আছেন। ফলে আমাদের পক্ষে কাজটা যথেষ্ট কঠিন। কারণ ওরা এশিয়ান গেমসের আয়োজক দেশ বলেই যতটা প্রয়োজন ততটা সময় দিয়েছে তৈরি হতে।' তবে তাঁর কাছেও কোনও টুর্নামেন্টই গুরুত্বহীন নয় বলে সংযোজন, 'আমাদের কাছেও গ্রুপ পর্যায় পার করার সুযোগ আছে। তাই আমার কাছে গুরুত্বহীন নয় এই টুর্নামেন্ট। অবশ্যই আমাদের ভাগ্যের সহায়তাও পেতে হবে। আর ছেলেদের কাছে এখন একটা লক্ষ্য, নিজেদের সেরাটা মেলে ধরা।' তাই সময় নষ্ট না করে ফোকাস ঠিক রাখার কাজটা তিনি করে চলেছেন ছেলেদের নিয়ে। পথেই কথা বলেছেন সুনীল ছেত্রী ও সন্দেশ ঝিংগানের সঙ্গে। এই দুইজনেরই এবার দ্বিতীয় এশিয়ান গেমস। সুনীল-সন্দেশ দুইজনই ছিলেন ২০১৪ সালের ইনচিওন এশিয়ান গেমসে। আর সুনীল নিজে ফের এক রেকর্ডের সামনে। শৈলেন মান্না (১৯৫১ ও ১৯৫৪) ও বাইচুং ভুটিয়ার (২০০২ ও ২০০৬) পর তিনি তৃতীয় ফুটবলার, যিনি দুইটি এশিয়াডে অধিনায়কত্ব করবেন। তবে চিনের বিরুদ্ধে শেষপর্যন্ত অধিনায়কের আর্মব্যান্ড হাতে সুনীলকে মাঠে নামতে দেখা যাবে কিনা তার উপরেই রয়েছে প্রশ্নচিহ্ন।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : **মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী** কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন : ০৩৩-২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা- ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in